NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

EKDIN

একদিন

এগিয়ে চলার সঙ্গী

এখন বিভিন্ন মাধ্যমে উপলব্ধ
একদিন
Website : www.ekdinnews.com
http://youtub.com/@dailyekdin2165
Epaper : ekdin-epaper.com
দেখুন
শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন

৪ গল্পের নাম: যীশু কাঁদছে

দুর্ঘটনায় মৃত দুই পুলিশকর্মী ৬

কলকাতা ৫ জানুয়ারি ২০২৪ ১৯ পৌষ ১৪৩০ শুক্রবার সপ্তদশ বর্ষ ২০৪ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata, 5.1.2024, Vol.17, Issue No. 204, 8 Pages, Price 3.00

এক নজরে

ফের বাড়ল তাপমাত্রা, বৃষ্টির পূর্বাভাস বঙ্গে

নিজস্ব প্রতিবেদন: বছরের শেষ ও প্রথম দিনের পর শীত আবার প্রায় নেই বললেই চলে। যাও একটু ঠান্ডা ঠান্ডা অনুভূত হয়েছিল তাও বোধহয় জুটবে না বঙ্গবাসীর। কারণ ফের হাওয়া বদল বঙ্গে। একে তো বুধবারের তুলনায় বৃহস্পতিবার তাপমাত্রা বেড়ে গিয়েছে, তারপর আবার বৃষ্টির পূর্বাভাস। মোটের উপর নতুন বছরের শুরুতেই শীতের পথে বাধা পেল রাজ্যবাসী। আলিপুর আবহাওয়া অফিসের পূর্বাভাস, ফের শীতে কোপে কমে গেল ঠান্ডা। কলকাতার পারদ চড়ল ১৫ দশমিক ৩ ডিগ্রিতে। পশ্চিমী ঝঞ্ঝার প্রভাবে আজ থেকেই হাওয়াবদল শুরু। আজ দক্ষিণবঙ্গের ৬ জেলায় হালকা বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। শনিবার হালকা বৃষ্টি হতে পারে দক্ষিণবঙ্গের ৯ জেলায়। ঝঞ্ঝার প্রভাবে ঠান্ডা আরও কমবে। আবহাওয়া দপ্তরের পূর্বাভাস, আরও ২-৩ ডিগ্রি তাপমাত্রা বাড়তে পারে। ১০ জানুয়ারির পর ঠান্ডা ফেরার আশা। প্রসঙ্গত, আগামী ৫ জানুয়ারি থেকে ৭ জানুয়ারি পর্যন্ত ঝাড়খণ্ড ও দক্ষিণবঙ্গের কিছু এলাকার উপর পশ্চিমী ঝঞ্ঝার প্রভাব দেখা যাবে। তার জেরে আগামী ৫ ও ৬ তারিখ পশ্চিমের জেলাগুলিকে হালকা বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। বিক্ষিপ্তভাবে বৃষ্টি নামতে পারে পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, পূর্ব বর্ধমান, পশ্চিম বর্ধমান ও পশ্চিম মেদিনীপুরে।

মহার্ঘ ভাতার বিজ্ঞপ্তি জারি

নিজস্ব প্রতিবেদন: সরকারি কর্মচারীদের মহার্ঘ ভাতা দেওয়ার বিজ্ঞপ্তি জারি করে করল রাজ্য সরকার। বৃহস্পতিবার রাজ্যের অর্থ দপ্তরের তরফে একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে, সরকারি কর্মচারী সরকার অনুমোদিত শিক্ষাঙ্গনের কর্মচারী, স্বশাসিত সংস্থা, সরকার অধীনস্থ পঞ্চায়েত ও পঞ্চায়েত কর্মী, পুরনিগম, পুরসভা, স্থানীয় বোর্ড এবং অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মচারী ও তাদের পরিবারের পেনশন প্রাপকরা এই সুবিধা পাবেন। পাশাপাশি আরও বলা হয়েছে, রাজ্যপাল সব দিক খতিয়ে দেখে ডিএ দেওয়ার সিদ্ধান্তে সিলমোহর দিয়েছেন। উল্লেখ্য, ২১ ডিসেম্বর পার্ক স্ট্রিটে বড়দিনের উৎসবের উদ্বোধন করতে গিয়ে সরকারি কর্মচারীদের জন্য এই চার শতাংশ ডিএ-র ঘোষণা করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মুখ্যমন্ত্রীর এই ঘোষণার ফলে কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারীদের সঙ্গে রাজ্য সরকারি কর্মীদের ডিএ-র ফারাক কমে ৩৬ শতাংশ হয়েছে।

বাংলায় ৫ দিন রাহুল

নয়াদিল্লি, ৪ জানুয়ারি: লোকসভা ভোটের আগে ফের যাত্রা শুরু করছেন কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধি। আগামী ১৪ জানুয়ারি, রবিবার উত্তর-পূর্বের রাজ্য মণিপুরের রাজধানী ইম্ফল থেকে পশ্চিম উপকূলের দিকে যাত্রা শুরু করবেন ওয়েনাদের কংগ্রেস সাংসদ। এ বার তাঁর যাত্রাপথে পড়বে বাংলাও। বৃহস্পতিবার কংগ্রেস নেতা জয়রাম রমেশ জানান, বাংলায় মোট পাঁচ দিন থাকবেন রাহুল। পশ্চিমবঙ্গের সাতটি জেলার ৫২৩ কিলোমিটার পথ অতিক্রম করবে রাহুলের 'ভারত জোড়ো ন্যায় যাত্রা'। পাশাপাশি, প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জয়রাম এ-ও বলেছেন যে, এই যাত্রায় 'ইন্ডিয়া'ভুক্ত সব দলকে কংগ্রেসের তরফে আমন্ত্রণ জানানো হবে। রাহুল যাত্রার নেতৃত্ব দিলেও সব দলগুলিকে আমন্ত্রণ জানাবেন কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে।

বিস্তারিত দেশের পাতায়

মামলা প্রত্যাহার মহুয়ার

নয়াদিল্লি, ৪ জানুয়ারি: 'ঘুষ নিয়ে প্রশ্ন' কাণ্ডে লোকসভা থেকে বহিষ্কৃত হয়েছেন মহুয়া মৈত্র। ৮ ডিসেম্বর বহিষ্কারের দিন কয়েক পরেই সাংসদ বাংলো খালি করতে তাঁকে নির্দেশ দেওয়া হয় লোকসভা সচিবালয়ের তরফে। এই নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে দিল্লি হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন মহুয়া। মামলা বৃহস্পতিবার প্রত্যাহার করে নিলেন সাংসদ মহুয়া মৈত্র।

বিস্তারিত দেশের পাতায়

জানুয়ারিতেই বকেয়া পাওনা নিয়ে বৈঠক কেন্দ্র ও রাজ্যের

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্যের বকেয়া পাওনা নিয়ে জানুয়ারিতেই বৈঠক হওয়ার সম্ভাবনা কেন্দ্র এবং রাজ্যের আধিকারিকদের মধ্যে, বক্তব্য তৃণমূলের। গত শীতকালীন অধিবেশন চলাকালীন সংসদ ভবনে তাঁর চেম্বারে গিয়ে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠক করেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী। সেই বৈঠকেই প্রধানমন্ত্রী রাজ্য ও কেন্দ্রের আধিকারিকদের বৈঠকের আশ্বাস দেন। সেই অনুযায়ী জানুয়ারি মাসেই বৈঠক হবে বলে মনে করছে তৃণমূল নেতৃত্ব।

ইতিমধ্যেই তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় মনরেগা, আবাস যোজনা, গ্রামীণ সড়ক যোজনা, মিড ডে মিলে রাজ্যের বকেয়া নিয়ে দিল্লিতে এসে আন্দোলন করেছেন। প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে রাজ্যের বকেয়া মেটানোর দাবি জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও। উল্লেখ্য কেন্দ্রের থেকে এই মুহূর্তে জিএ টি ক্ষতিপূরণ-সহ মোট বকেয়ার পরিমাণ ১ লক্ষ কোটি টাকা। তারমধ্যে আবাস যোজনা খাতে কেন্দ্রের থেকে রাজ্যের বকেয়ার পরিমাণ ৯,৩৩০ কোটি টাকা, মনরেগায় বকেয়ার পরিমাণ ৬,৯০০ কোটি টাকা।

আবাস যোজনাতে ৯,৩৩০ কোটি টাকা, মনরেগাতে ৬,৯০০ কোটি টাকা, ঘূর্ণিঝড় বুলবুল বাবদ ৬, ৩৩০ কোটি টাকা, ইয়াস এর জন্য ৪, ০২০ কোটি টাকা, জাতীয় স্বাস্থ্য মিশন এর জন্য ৮৩০ কোটি টাকা, গ্রামীণ সড়ক যোজনাতে ৭৭০ কোটি টাকা, স্বচ্ছ ভারত মিশন এ ৩৫০ কোটি টাকা, এনএসএপি(পেনশন প্রকল্প)তে ২০৫ কোটি টাকা, মিড ডে মিলের জন্য ১৭৫ কোটি টাকা, জিএসটি ক্ষতিপূরণ, পারফরম্যান্স গ্রান্ট সব মিলিয়ে মোট বকেয়া ১ লক্ষ কোটি টাকার বেশি ।

এ প্রসঙ্গে তৃণমূল কংগ্রেসের রাজ্যসভার দলনেতা ডেরেক ও ব্রায়েন বলেন, প্রধানমন্ত্রী আশ্বাস দিয়েছিলেন যে দীর্ঘদিনের অমীমাংসিত বকেয়ার বিষয়ে রাজ্য এবং কেন্দ্রের আধিকারিকদের একটি বৈঠক হবে। আমরা আশা করি এটি জানুয়ারিতেই হবে । তারপরেই মনরেগা এবং অন্যান্য প্রকল্পের অধীনে বাংলার বকেয়া অবিলম্বে মঞ্জুর হয়ে যাবে।

হাইকোর্টে সুজয়কৃষ্ণ ভদ্রর স্বাস্থ্য রিপোর্ট জমা এসএসকেএম-এর

নিজস্ব প্রতিবেদন: হৃদযন্ত্রে পেসমেকার বসেছে। হয়েছে, অ্যাঞ্জিওপ্লাস্টিও। মাঝেমধ্যে হৃদস্পন্দনে ছন্দপতন ঘটলেও ওষুধের মাধ্যমে তা এখন অনেকটাই নিয়ন্ত্রণে। এসএসকেএম হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের তরফে কালীঘাটের কাকু ওরফে সুজয়কৃষ্ণ ভদ্রের যে মেডিক্যাল রিপোর্ট কলকাতা হাইকোর্টে পেশ করা হয়েছে, তাতে স্পষ্ট ভাবে জানানো হয়েছে এ কথা।

এসএসকেএম হাসপাতালের হৃদরোগ বিভাগের তরফে জমা দেওয়া ওই রিপোর্ট জানাচ্ছে, ৬২ বছরের সুজয়কৃষ্ণ ডায়াবিটিসে আক্রান্ত। তবে তাঁর রক্তচাপ (১০৬/৭০) এবং নাড়ির স্পন্দনে (৮৮/মিনিট) তেমন কোনও অস্বাভিকতা নেই। বুধবারের ওই রিপোর্টে ইডি হেপাজতে থাকা সুজয়ের অন্য কোনও গুরুতর শারীরিক সমস্যার কথাও উল্লিখিত হয়নি।

তবে ওই রিপোর্ট জানাচ্ছে, সুস্থ থাকার জন্য দিনে ৮ রকমের ওষুধ খেতে হয় সুজয়কৃষ্ণকে। তার সবগুলিই ট্যাবলেট। রক্তের ঘনত্ব ঠিক রাখার জন্য ক্লোপিডোজেল, লিপিডের হার নিয়ন্ত্রণে রাখতে অ্যাট্রোভ্যাস্টাটিন, হৃদযন্ত্রের গতি ঠিক রাখার জন্য মেটোপ্রোলোল সাক্সিনেট রয়েছে এই তালিকায়। রয়েছে, সুগার এবং অন্য কিছু সমস্যা নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য ভোগলিবোস, লিনাগ্লিপ্টিন, ডাপাগ্লিফোজিনের মতো ওষুধ। এ ছাড়া বেদনানাশক অ্যাসপিরিন এবং গ্যাসের সমস্যার মোকাবিলায় নিয়মিত প্যান্টোপ্রাজোল খান কালীঘাটের কাকু।

প্রসঙ্গত, বুধবার রাতে প্রায় পাঁচ মাস পরে 'কাকু'কে এসএসকেএম হাসপাতাল থেকে বার করে জোকা ইএসআই হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছিলেন ইডির তদন্তকারী আধিকারিকেরা। হাসপাতাল সূত্রে খবর, তাঁকে আলাদা ঘরে নিয়ে গিয়ে একই বাক্য বার বার করে বলানো হয়। ওই সূত্রের খবর, কণ্ঠস্বরের নমুনা সংগ্রহের সময় সেখানে উপস্থিত ছিলেন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকেরাও। কণ্ঠস্বরের নমুনা সংগ্রহের পর রাত ৩টে ২০ নাগাদ সুজয়কৃষ্ণকে ফের ইএসআই হাসপাতাল থেকে এসএসকেএমে ফিরিয়ে আনা হয়।

ডোরিনা ক্রসিংয়ে টেট চাকরিপ্রার্থীদের বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদন: নিয়োগের দাবিতে ফের পথে চাকরিপ্রার্থীরা। কলেজ স্ট্রিট থেকে ২০১৬ সালের উচ্চ প্রাথমিক টেট উত্তীর্ণরা মিছিল করেন বৃহস্পতিবার। মিছিল ঘিরে ধুন্ধুমার পরিস্থিতি তৈরি হয়। মিছিল ডোরিনা ক্রসিং পৌঁছালেই পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। পুলিশের সঙ্গে চাকরিপ্রার্থীদের ধস্তাধস্তি হয়। তাঁরা রাস্তায় বসে পড়ে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন। এরই মধ্যে অসুস্থ হয়ে পড়েন এক চাকরিপ্রার্থী।

তবে এদিনের মিছিলে পুলিশের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো। ডোরিনা ক্রসিংয়ে লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন বহু পুলিশ কর্মী। গত কয়েক বারে চাকরিপ্রার্থীদের মিছিলে পুলিশের উপস্থিতির এ নিদর্শন দেখা যায়নি।

'রাহুলকে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দেখতে চান...'

কংগ্রেসে যোগ দিয়েই ইচ্ছাপ্রকাশ করলেন ওয়াইএস শর্মিলা রেড্ডি

নয়াদিল্লি, ৪ জানুয়ারি: সামনেই লোকসভা নির্বাচন। তার আগেই বড় চমক। কংগ্রেসে যোগদান করলেন অন্ধ্রপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী জগন্মোহন রেড্ডির বোন ওয়াইএস শর্মিলা রেড্ডি। শুধু হাত শিবিরে যোগদান নয়, কংগ্রেসের পতাকা হাতে তুলে ওয়াইএসআর তেলঙ্গানা দলের প্রতিষ্ঠাতারদাবি, তাঁর দলও কংগ্রেসের সঙ্গে মিশে যাবে। তিনি রাহুল গান্ধিকে প্রধানমন্ত্রী দেখতে চান বলেও জানিয়েছেন। লোকসভা নির্বাচনের আগে শর্মিলা রেড্ডির এই ঘোষণা স্বাভাবিকভাবেই দক্ষিণী রাজ্যে কংগ্রেসের আধিপত্য বাড়াতে সাহায্য করবে এবং জগনমোহন রেড্ডির উদ্বেগ বাড়াতে পারে বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল।

অন্ধ্রপ্রদেশের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ওয়াইএস রাজশেখর রেড্ডির মেয়ে ওয়াইএস শর্মিলা রেড্ডি কংগ্রেসে যোগদান করবেন বলে বেশ কিছুদিন ধরেই জল্পনা শুরু হয়েছিল। বৃহস্পতিবার জল্পনাই সত্যি হল। এদিন দিল্লিতে কংগ্রেসের সদর দপ্তরে দলের সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে এবং প্রাক্তন সভাপতি রাহুল গান্ধির উপস্থিতিতে হাত শিবিরে যোগদান করেন ওয়াইএস শর্মিলা রেড্ডি। তাঁকে দলীয় উত্তরীয় পরিয়ে দলে স্বাগত জানান কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে। এদিন কংগ্রেস শিবিরে যোগদান করে ওয়াইএস শর্মিলা রেড্ডি বলেন, 'এটি দেশের বৃহত্তম ধর্মনিরপেক্ষ দল। কারণ সমস্ত শ্রেণির মানুষকে একত্রিত করে সমস্ত সম্প্রদায়ের জন্য কাজ করে এই দলের। সে দলের সদস্য হতে পেরে খুশি।' এরপরই বাবার স্বপ্ন পূরণের কথা তুলে ধরে রাজশেখর রেড্ডির কন্যা বলেন, 'বাবার স্বপ্ন ছিল, রাহুল গান্ধিকে প্রধানমন্ত্রী হিসাবে দেখবেন। সেই স্বপ্ন পূরণ করতে কিছু করতে পারলে খুশি হব।' কংগ্রেস শীর্ষ নেতৃত্ব তাঁকে যে দায়িত্ব দেবেন, সেটা তিনি গ্রহণ করবেন বলেও জানিয়েছেন ওয়াইএসআর তেলঙ্গানা দলের প্রতিষ্ঠাতা। অন্যদিকে, কংগ্রেসও শর্মিলার হাত ধরে অন্ধ্রে জমি শক্ত করার লক্ষ্যে এগোবে বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল।

প্রসঙ্গত, কংগ্রেসের অন্যতম সদস্য ছিলেন অন্ধ্র প্রদেশের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ওয়াইএস রাজশেখর রেড্ডি। ২০০৯ সালে হেলিকপ্টার দুর্ঘটনায় তাঁর অস্বাভাবিক মৃত্যুর পর কংগ্রেসের সঙ্গে দূরত্ব বাঁধে তার পরিবারের। তারপর রাজশেখর রেড্ডির ছেলে ওয়াইএস জগন্মোহন রেড্ডি কংগ্রেস ছেড়ে বেরিয়ে এসে নতুন দল ওয়াইএসআর কংগ্রেস পার্টি গঠন করেন। সেই সময়ে দাদার সঙ্গে ছিলেন শর্মিলাও। ২০১২ সালে এক দুর্নীতির মামলায় জেল জগন্মোহন রেড্ডি জেলে গেলে দলের হাল ধরেন শর্মিলা। কিন্তু, পরবর্তীতে দাদার সঙ্গে তাঁর মতানৈক্য হয় এবং ২০২১ সালে শর্মিলা নতুন দল ওয়াইএসআর তেলঙ্গানা পার্টি গঠন করেন। এবার তাঁর সঙ্গে সেই দলও কংগ্রেসে সামিল হবে বলে জানিয়েছেন শর্মিলা রেড্ডি।

লক্ষদ্বীপের সৌন্দর্য ও আন্তরিক অভিবাদনে মুগ্ধ প্রধানমন্ত্রী মোদি

'স্বর্গসুখের মুহূর্তরা...'

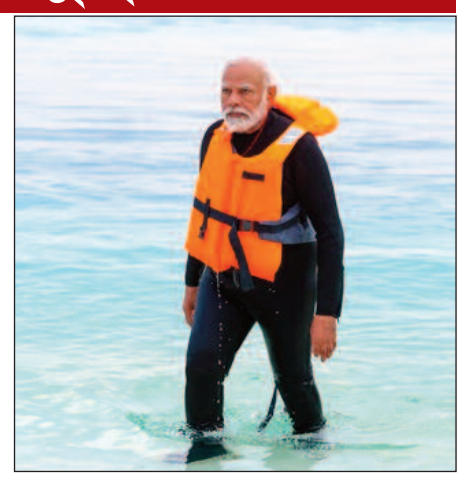

নয়াদিল্লি, ৪ জানুয়ারি: সম্প্রতি লক্ষদ্বীপ সফর করে ফিরেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। এবারের সফরে আগাত্তি, বানজারাম ও কাভারাত্তি সম্প্রদায়ের লোকজনের সঙ্গে আলাপচারিতা করেছেন তিনি। তাঁদের কাছ থেকে যে আতিথেয়তা পেয়েছেন, তাতে অভিভূত প্রধানমন্ত্রী। তাই নয়া দিল্লিতে ফিরেই লক্ষদ্বীপের নৈসর্গিক প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের সঙ্গে সেই আতিথেয়তার কথা নিজের টুইটার হ্যান্ডেলে শেয়ার করেছেন নমো।

টুইটারে সমুদ্রের মাঝে লক্ষদ্বীপের ছবি ও সেখানকার জনজাতির সঙ্গে তাঁর ছবি পোস্ট করে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি লিখেছেন, 'সম্প্রতি আমি লক্ষদ্বীপের জনগণের মধ্যে আসার সুযোগ পেয়েছি। আমি এখনও এই দ্বীপপুঞ্জের অপার সৌন্দর্য এবং সেখানকার মানুষজনের আন্তরিক অভিবাদনে বিস্মিত। আমি আগাত্তি, বানজারাম এবং কাভারাত্তি জনজাতির সঙ্গে আলাপচারিতার সুযোগ পেয়েছি। বিশেষ আতিথেয়তার জন্য আমি লক্ষদ্বীপের মানুষজনকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।'

লক্ষদ্বীপের সৌন্দর্য ও সেখানকার জনজাতির আতিথেয়তায় অভিভূত প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এই দ্বীপপুঞ্জের উন্নয়নে বদ্ধ পরিকর। সেকথাও তিনি টুইটারে উল্লেখ করেছেন। লক্ষদ্বীপের মানুষজনের হাতে বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পের সুবিধা তুলে দেওয়ার ছবি শেয়ার করে তিনি লিখেছেন, 'লক্ষদ্বীপের জীবনযাত্রার মান উন্নত করাই আমাদের লক্ষ্য। পরিকাঠোমোর উন্নয়ন, উন্নত স্বাস্থ্য পরিষেবা, ইন্টারনেটে গতি আনা, পানীয় জলের সমস্যা দূর করার পাশাপাশি স্থানীয় সংস্কৃতি রক্ষা করাই লক্ষ্য।' লক্ষদ্বীপ কেবল একটি গোষ্ঠীর দ্বীপপুঞ্জ নয়, চিরন্তন ঐতিহ্যের প্রতীক বলেও উল্লেখ করেছেন তিনি।

আরব সাগরে অবস্থিত দেশের সবচেয়ে ছোট কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল হল লক্ষদ্বীপ। আদিগন্ত নীল সাগরের মাঝে অবস্থিত মৃত প্রবাল কীটের দেহাবশেষে সঞ্চিত এই দ্বীপপুঞ্জের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য অসাধারণ। প্রবাল দেখার জন্য পর্যটকেরা এই দ্বীপে গিয়ে সংলগ্ন সমুদ্রের তলদেশে ডুব দেয়। তাই এটিকে প্রবাল দ্বীপও বলা হয়। সম্প্রতি এই দ্বীপপুঞ্জের উন্নয়নে একাধিক প্রকল্পের সূচনা করতে লক্ষদ্বীপ সফর করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। প্রকল্প উদ্বোধনের মাঝেই লক্ষদ্বীপের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য এবং সেখানকার বিভিন্ন জনজাতির উষ্ণ অভিনন্দন উপভোগ করেন তিনি। তাঁর সেই অনুভূতিই টুইটার হ্যান্ডলে তুলে ধরেছেন নমো।

প্রসঙ্গত, গত মঙ্গলবার, ২ জানুয়ারি দু-দিনের সফরে লক্ষদ্বীপ যান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। তিনি ১, ১৫০ কোটি টাকার উন্নয়নমূলক প্রকল্পের শিলান্যাস করেন। যার মধ্যে অন্যতম কোচি-লক্ষদ্বীপ সাবমেরিন অপটিক্যাল ফাইবার কানেকশন। বিভিন্ন প্রকল্পের শিলান্যাসের পাশাপাশি ভোরবেলা সৈকতে হাঁটা থেকে সমুদ্রের তলদেশে ডুব দিয়ে লক্ষদ্বীপের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য উপভোগ করেন প্রধানমন্ত্রী মোদি।

'নকল' করা কল্যাণকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানিয়ে 'গান্ধিগিরি' ধনখড়ের

নয়াদিল্লি, ৪ জানুয়ারি: তৃণমূল সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে ফোন করে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানালেন উপরাষ্ট্রপতি তথা রাজ্যসভার চেয়ারম্যান ধনখড়। উষ্ণ শুভেচ্ছার জন্য পাল্টা ধন্যবাদও জানিয়েছেন কল্যাণ। নিজের এক্স হ্যান্ডলে এ কথা জানিয়েছেন শ্রীরামপুরের সাংসদ নিজেই। কল্যাণ জানিয়েছেন, তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে কথা বলেছেন পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন রাজ্যপাল ধনখড়। নিজের বাড়িতে নৈশভোজের আমন্ত্রণও জানিয়েছেন। নতুন সংসদ ভবনের বাইরে এই ধনখড়কেই নকল করেছিলেন কল্যাণ। ধনখড় জানিয়েছিলেন, এ সব মেনে নেওয়া যায় না। কল্যাণ পাল্টা জানিয়েছিলেন, এটা আসলে শিল্পেরই ধরন। কাউকে আঘাত করতে চাননি।

শুধু সাংসদ নন, তাঁর স্ত্রীর সঙ্গেও ফোনে কথা বলেছেন ধনখড়। এ প্রসঙ্গে কল্যাণ এক্সে লিখেছেন, 'আমার জন্মদিনে যে উষ্ণ শুভেচ্ছা জানিয়েছে উপরাষ্ট্রপতি, সে জন্য তাঁকে ধন্যবাদ। আমি আপ্লুত যে, তিনি ব্যক্তিগত ভাবে ফোন করে আমার স্ত্রীর সঙ্গে কথা বলেছেন। আমার পুরো পরিবারকে তাঁর আশীর্বাদ জানিয়েছেন।' তাঁকে ধনখড় যে সস্ত্রীক আমন্ত্রণ জানিয়েছেন, সে কথাও জানিয়েছেন কল্যাণ। তিনি লিখেছেন, 'আমার স্ত্রী এবং আমাকে তিনি দিল্লিতে নিজের বাড়িতে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন, তাঁর পরিবারের সঙ্গে নৈশভোজের জন্য।'

উল্লেখ্য, শীতকালীন অধিবেশনে সংসদের দুই কক্ষে একের পর এক সাংসদ সাসপেন্ড হয়েছিলেন। সেই সময় নতুন সংসদ ভবনের মকরদ্বারের সামনে জড়ো হয়েছিলেন তৃণমূল, কংগ্রেস, ডিএমকে, আরজেডি-সহ বিরোধী দলগুলির সাংসদেরা। সেখানে কল্যাণ বিভিন্ন ভঙ্গি, শারীরিক ভাষায় কিছু দেখানোর চেষ্টা করেছিলেন। মনে করা হয়েছিল, উপরাষ্ট্রপতি ধনখড়ের নকল করছিলেন তিনি। কল্যাণের সেই ভঙ্গি দেখে হাসিতে লুটিয়ে পড়েন বিরোধী সাংসদেরা। কংগ্রেস সাংসদ রাহুল গান্ধিকে সেই ঘটনার ভিডিও করতে দেখা গিয়েছিল। সেই সময় সংসদের ভিতরে বিজেপি সংসদীয় দলের বৈঠক চলছিল। উপস্থিত ছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি।

বিষয়টি কানে গিয়েছিল ধনখড়ের। তিনি জানিয়েছিলেন, 'গোটাটাই হাস্যকর। এ জিনিস মেনে নেওয়া যায় না।' এই নিয়ে আসরে নামে বিজেপি। বিজেপি নেতা সুনীল দেওধর সমাজমাধ্যমে লিখেছিলেন, এই হল 'ইন্ডিয়া' জোটের আসল রূপ। ধনখড় জানিয়েছিলেন, কল্যাণের ওই ভিডিও ভাইরাল হয়ে যাওয়ার পর তাঁকে ফোন করে দুঃখপ্রকাশ করেন মোদি। এক্স হ্যান্ডলে ধনখড় লিখেছিলেন, 'তিনি আমাকে বলেছেন, তিনি ২০ বছর ধরে এই ধরনের অপমান সয়েছেন।' এই নিয়ে দুঃখপ্রকাশ করেছিলেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। তিনি এক্সে লিখেছিলেন, 'সংসদ চত্বরে আমাদের শ্রদ্ধেয় উপরাষ্ট্রপতিকে যে ভাবে অপমান করা হয়েছে, তা দেখে আমি হতাশ হয়েছি।'

কল্যাণ এই অভিযোগ মানতে চাননি। তিনি জানিয়েছিলেন, নকলনবিশি করা তো শিল্পের একটা ধরন। রাজনৈতিক প্রতিবাদের অনেক রকম ভাষা থাকে। প্রধানমন্ত্রীও সংসদের মধ্যে অতীতে মিমিক্রি করেছেন। তার জন্য কি তিনিও ক্ষমা চাইবেন? তিনি আরও জানিয়েছিলেন, কারও ভাবাবেগে আঘাত করার কোনও অভিপ্রায় ছিল না তাঁর। ধনখড় তাঁর সিনিয়র। তিনিও কল্যাণের মতোই আইনজীবী ছিলেন। কল্যাণের কথায়, 'আমাদের পেশায় আমরা কারও ভাবাবেগে আঘাত করি না। আমি ওঁকে শ্রদ্ধা করি।'

এ বার সেই সব 'টানাপড়েন'কে পিছনে ফেলেই কল্যাণকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা ধনখড়ের। তবে এই ধরনের কাজ এই প্রথম নয়। এর আগেও যাঁর বিরুদ্ধে একহাত নিয়েছেন, আবার তাঁকেই এগিয়ে গিয়ে সৌজন্য দেখিয়েছিলেন ধনখড়। এ রাজ্যে রাজ্যপাল থাকার সময় রাজ্য সরকারের সঙ্গে বার বার সংঘাতে জড়িয়েছিলেন তিনি।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী

গত ০৫/০৭/২৩ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ০১ নং এফিডেভিট বলে Shashi Choudhury S/o. Uday Choudhury ও Shashi Chowdhury S/o. U. Chowdhury সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ২৪/১১/২৩ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ০১ নং এফিডেভিট বলে আমি Swapan Kumar Das S/o. Ananta Das ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার ড্রাইভিং লাইসেন্সে আমার পিতার নামের পরিবর্তে মায়ের নাম লেখা আছে। বর্তমানে আমি আমার মায়ের নাম L. Das (Lakshmi Das) এর পরিবর্তে বাবার নাম Ananta Das করতে চাই।

নাম-পদবী

গত ২৩/০৬/২৩ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ০১ নং এফিডেভিট বলে Raj Kishor Choudhary S/o. Anup Choudhary ও Rajkishor Chowdhury S/o. Anup Choudhury সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ২২/১২/২৩ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১৮৮২৬ নং এফিডেভিট বলে আমি Nandalal Ghosh ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Prafulla Kumar Ghosh ও Prafulla Ghosh সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম-পদবী

গত ২৮/১২/২৩ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, আলিপুর, কলকাতা কোর্টে ২০১৪১ নং এফিডেভিট বলে Sahanoor Hassan Mandal S/o. Abul Kasem Mandal ও Sahanoor Hassan Mondal S/o. Sk. A. K. Mondal সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ০৩/০১/২৪ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী কোর্টে ৬৩ নং এফিডেভিট বলে আমি Sk Sabir Ali ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Altab Hossain ও Altab সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম-পদবী

গত ০২/০১/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ২৫ নং এফিডেভিট বলে Goutam Kumar Ghosh S/o. Gopal Chandra Ghosh ও Goutam Ghosh S/o. G. Ghosh সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ০২/০১/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ৮৯ নং এফিডেভিট বলে আমি Sudhangshu Byapari S/o. Raicharan Byapari ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার কন্যা Sagarika Majumdar & Sagarika Byapari D/o. Sudhangshu Byapari সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইল।

নাম-পদবী

গত ০২/০১/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ৮৮ নং এফিডেভিট বলে আমি Shilpi Byapari W/o. Sudhangshu Byapari ও Shilpi Biswas W/o. Sudhangshu Biswas সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ২৯/১২/২৩ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী, কোর্টে ৭২০২ নং এফিডেভিট বলে আমি Antara Paul (old name) W/o. Chandan Paul at 165/2/1, S. N. Majumder Road, Konchati, Bansberia, Hooghly-712503 W.B., নাম পরিবর্তন করিয়া সর্বত্র Antara Paul Dev Roy (new name) নামে পরিচিত হইয়াছি। Antara Paul & Antara Paul Dev Roy W/o. Chandan Paul উভয়েই সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি। আমার কন্যা Aaratrika Paul।

E-Tender

E-tenders are invited by the Pradhan, Betai -II Gram Panchayat (Under Tehatta-I Panchayat Samity) P.O- Betai, Nadia. **NIET NO. 14/ 2023-24/B-II/5TH SFC (UNTIED), 15/2023-24/B-II/ 5TH FC (TIED), 16/2023-24/B-II/SBM, 17/2023-24/B-II/15th CFC.** Last date of submission **20.01.2024 up to 10a.m.** For details please contact to the office or visit **www.wbtenders.gov.in**

S/d- Pradhan,
Betai -II Gram Panchayat.

বিজ্ঞপ্তি

জেলা- পশ্চিম মেদিনীপুর ডিস্ট্রিক্ট ডেলিগেট জজ আদালত
L.A.D. Case No. 07/2023
ইমন চৌধুরী প্রঃ কর
...দরখাস্তকারী।
-বনাম-
জেনারেল পাবলিক হব্বিপুর।
......প্রতিপক্ষ।

এতদ্বারা পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার মেদিনীপুর থানার অর্ন্তগত মীরবাজার হিরনপতি লেন -এর অধিবাসীগনকে জানানো যাইতেছে যে, উপরিউক্ত দরখাস্তকারী নিম্নতপশীল বর্নিত সম্পত্তির Certificate পাওয়ার জন্য Petition U/S-276 Indian Succession Act 1925 এর ধারা মতে হুজুর আদালতে দরখাস্ত দাখিল করিয়াছেন। উক্ত দরখাস্তের বিরুদ্ধে আপনার বা আপনাদের কোনো আপত্তি থাকিলে অত্র বিজ্ঞপ্তির ৩০ দিন এর মধ্যে স্বয়ং অথবা উপযুক্ত উকিলবাবুগনের দ্বারা হাজির হইয়া কারন দর্শাইবেন। অন্যথায় আইন মোতাবেক কার্য করা হইবে।

Schedule

In the name of: Ila Chowdhury, Account No.- 20068361562M (Rs. 2,000/-) State Bank of India- Midnapore Branch, A/C No. 05670400006639 (Rs. 4,00,000/-) A/C No. 056701000000698 (Rs. 25,328,49/-) A/C No.056701000000755 (Rs. 19,90,797.24) Locker No. 02/11, Of Indian Overses Bank, Midnapore.

অনুমত্যানুসারে-
Tapas Ranjan Chakraborty
সেরেস্তাদার
ডিস্ট্রিক্ট ডেলিগেট জজ আদালত,
পঃ মেদিনীপুর, ২২/১২/২০২৩।

E-Tender

E-Tender are invited by the Prodhan Chaitanyapur-I Gram Panchayat (Under Beldanga-I Panchaybat Samity). Beldanga, Murshidabad. **NIT No-12/5th. Fc/chait-I/ 23-24.and Sealed Tender NIT No-Chait-I/13/23-24.** Last date of submission **13.01.2024.** For details please contact to the office or visit **www.wbtenders.gov.in**

Sd/- Prodhan
Chaitanyapur-I Gram Panchayat.

Tender

Sealed tenders are invited by the Prodhan, Patharghata-I Gram Panchayat (Under Tehatta-1 Panchayat Samity), Maliapota, Nadia. **NIT NO. 07/2023-24, MEMO NO. 61/Path-1of 2023-24,** Last date of application **08.01.2024 upto 12.00 NOON.** For details please contact to the office.

Sd/- Prodhan,
Patharghata-I Gram Panchayat.

বিজ্ঞপ্তি

জেলা হুগলী চুঁচুড়াস্থিত প্রথম সিভিল জজ (জুনিয়র ডিভিসন) আদালত
দেওয়ানী মোকর্দ্দমা- ০৭/২০২১
শ্রী সুভাষ চক্রবর্ত্তী দীং .....বাদী
-বনাম-
পশ্চিমবঙ্গ সরকার দীং ...... বিবাদী

এতদ্বারা জানানো যাইতেছে যে, বাদীগন তাহাদের পূর্বসূরী নিতাই চক্রবর্ত্তী ওরফে নিতাই চন্দ্র চক্রবর্ত্তী, পিতা- বঁঙ্কিম চন্দ্র চক্রবর্ত্তী সাং- নিউ-কাজিডাঙ্গা, পোঃ- ব্যান্ডেল, থানা-চুঁচুড়া, জেলা- হুগলী, পিন - ৭১২১২৩, গত ইং ১৯/০৮/১৯৮৭ তারিখ হইতে নিরুদ্দেশ থাকায় তাহাকে 'মৃত' ঘোষনা করিবার মর্ম্মে অত্র আদালতে উপরোক্ত নং মোকর্দ্দমা উত্থাপন করিয়াছেন। উপরোক্ত মোকর্দ্দমায় কাহারোও কোনও আপত্তি থাকিলে অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে আদালতে স্বয়ং অথবা নিযুক্তিয় উকিলবাবুর মাধ্যমে লিখিত আপত্তি দাখিল করিবেন। অন্যথায় উক্ত মোকর্দ্দমা আইন মোতাবেক নিষ্পত্তি হইবে এবং যথাবিহিত আদেশ হইবে।

দরখাস্তকারীর পক্ষে-
শ্রী সন্দীপ চট্টোপাধ্যায়
উকিলবাবু
হুগলী জজ কোর্ট, চুঁচুড়া
আদালতের অনুমত্যানুসারে
Abja Banerjee
সেরেস্তাদার
of Civil Judge (Jr. Divn.) 1st Court, Hooghly

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা
অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১
ইমেইল- **adconnexon@gmail.com**

হুগলি
মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার, সর্বাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।
জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি, প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪

নদিয়া
টাইপ কর্ণার, নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮
রাজ টেলিকম, অমিতাভ বিশ্বাস, ঠিকানা: করিমপুর, জেলা নদিয়া, মোঃ ৯৪৩৪৪২০৬৮৬/ ৯০৯৩৬৮৮৫৩০।
সুজয়া উদ্যোগ সমূহ, শ্রীধর অঙ্গন, বাজার রোড, নবদ্বীপ, নদিয়া-৭৪১৩০২, মোঃ ৯৩৩৩২২০৬৫৯।
অবসর, ডি. বালা, চাকদহ, নদিয়া। মোঃ ৭৪০৭৪৮০১০৮।
সবিতা কমিউনিকেশন, প্রোঃ- রুমা দেবনাথ মজুমদার, ৪/১ প্রাচীন মায়াপুর ৩য় লেন, পোস্ট ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পিন-৭৪১৩০২, মো-৮১০১৩ ৭৩৫৮১

পূর্ব মেদিনীপুর
আইনক্স অ্যাড এজেন্সি
সুরজিৎ মাইতি, পিটপুর, কেশপাট, পূর্ব মেদিনীপুর-৭২১১৩৯, মোঃ ৯৭৩২৬৬৬০৫২
শ্যাম কমিউনিকেশন, দেবব্রত পাঁজা, দেউলিয়া বাজার, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন: ৭২১১৫৪, মোঃ ৯৪৭৪৪৪৬৮৯৬/ ৭০৭৪৪৯৩৭৯৬
মানসী অ্যাড এজেন্সি, শশধর মান্না, মেচেদা ও তমলুক, ঠিকানা: কাকডিহি, মেচেদা, কোলাঘাট, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন ৭২১১৩৭, মোঃ ৯৮৩২৭০৯৮০৯/ ৯৯৩২৭৭০৭৬৭

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

আজকের দিনটি কেমন যাবে ?

আজ ৫ ই জানুয়ারি। ১৯ শে পৌষ। নবমী তিথি, জন্মে তুলা রাশি, অষ্টোত্তরী বুধের মহাদশা, বিংশোত্তরী মঙ্গল র মহাদশা কাল। মৃতে দোষ নেই।

মেষ রাশি : আজ সতর্কতার সঙ্গে চলতে হবে, প্রতিবেশীর সঙ্গে বিবাদ মিটে যাওয়ার পথে। বাড়ির প্রবীণ নাগরিকের জন্য হাসপাতাল বা ডাক্তারের পরামর্শ নিতে হবে। যারা উচ্চবিদ্যা চর্চা করছেন তাদের জন্য অত্যন্ত সৌভাগ্য। ধীরে চললে আর ধৈর্য রাখলে আগামী শুভ। প্রতিদিন সকালে তুলসী পাতা দেব শ্রীবিষ্ণুর চরণে দিন শুভ হবে।

বৃষ রাশি : প্রতিবেশীর সহযোগিতায়; পুরাতন বান্ধবীর সহযোগিতায় কাজটা হয়ে যাবে। সতর্ক থাকতে হবে বিবাদ বিতর্ক থেকে। বাড়ির পরিচারিকা বা সাহায্যকারী সাথে ছোট কোন বিষয় বিবাদ সম্ভাবনা। প্রেমিক যুগল বিতর্ক। যারা সাংবাদিকতা বা শিল্পী কলাকুশলী মধ্যে কাজ করেন তাদের ধৈর্য ধরতে হবে। দেবী তারা মায়ের নাম করুন।

মিথুন রাশি : কর্মে প্রতিদ্বন্দ্বিতা থাকবে। আপনার পাশের চেয়ারের মানুষ আপনার গুপ্ত শত্রু একটু সতর্কতা অবলম্বন প্রয়োজন। মনের মধ্যে যে দ্বন্দ্ব দ্বিধা চলছে, সেখান থেকে পরিত্রাণের পথ নেই পুজোর সময় তিল সহ মহাদেব শিবকে পূজা করুন উপকৃত হবেন।

কর্কট রাশি : পরিবারে আনন্দ এবং শান্তির বাতাবরণ। কোন পুরাতন বান্ধবী দ্বারা পূর্ণ সহযোগিতা। যে প্রভাবশালী মানুষের সহযোগিতা চেয়েছিলেন, আজ তা প্রাপ্ত করবেন। কর্মে অতীব শুভ। প্রেমিক যুগল প্রেমের তরণীতে বয়ে চলুন।যারা উচ্চবিদ্যা যোগে শিক্ষা লাভে ব্যাস্ত, তাদের জন্য শুভ দিন। জয় তারা জয় তারা ,বলুন এগিয়ে চলুন।

সিংহ রাশি : গুপ্ত প্রেমের সম্পর্ক, সতর্ক থাকুন। বান্ধবীর পরামর্শ উন্নতি। প্রেমিক প্রেমিকার , কথা প্রকাশ্যে আসলে পারিবারিক শান্তি নষ্ট হবে। যারা ইমারতী দ্রব্যের কাজ করেন তাদের উন্নতি নিশ্চয়। যারা খাদ্যদ্রব্যের ব্যবসা করেন তাদের অর্থ প্রাপ্তি নিশ্চয়ই। বাড়ি বিক্রির ব্যাপারে সিদ্ধান্ত একটু ধৈর্য সহকারে নিলে ভালো হবে। পূজোর দিনে বাবা বিশ্বনাথ কে দুগ্ধ দধি মধু শর্করা দিয়ে স্নান করান মনোবাসনা পূর্ণ হবে।

কন্যা রাশি : ধৈর্য্য ধরুন। পরিবার এবং প্রতিবেশীদের সহযোগিতা আজ পাওয়া যাবে না। দোকান বাজার করাকে কেন্দ্র করে, বিরাট বিতর্ক। আজকে ধৈর্য রাখুন। আপনার মন তর্কে পরিপূর্ণ হবে। দেবদেব মহাদেবের নামকরণে পথ চলুন

তুলা রাশি : শুভ দিন আজ। পরিবারে শান্তির বাতাবরণ। আজ ব্যবসায়িক দিকের নতুন পথের দেখা পাওয়া যাবে। দেবদেবীর পুজোতে সময় দিন। স্বপ্ন পূরণ হবে। আগামী পূজোর দিন তিলের তেল দ্বারা শিব স্নান, মনোবাসনা পূর্ণ হবে। পরিবারে প্রবীণ নাগরিকের বুদ্ধি নিয়ে চলুন শুভ হবে

বৃশ্চিক রাশি : শুভ দিন। পরিবারের নারীদের সহযোগিতা পাবেন। সন্তানের কারণে বিদ্যালয় যে গোলযোগ ছিল, দুশ্চিন্তা ছিল, আজ তা সমাধানের পথে ব্যবসায় অর্থ লাভ। বিত্তবান প্রবীন মানুষের সহযোগিতায় নতুন কর্মের ইঙ্গিত। যারা কর্মের অনুসন্ধানে রত তাদের জন্য শুভ দিন। প্রতিবেশীর সহযোগিতায় কোন পুরাতন বান্ধবীর সহযোগিতায় শুভ। আজ পূজোর দিন, সন্ধ্যাবেলায় দুর্বাসহ, শিব স্নান করান মনোবাসনা পূরণ হবে।

ধনু রাশি : খুব শুভ দিন। পুরাতন শত্রু আপনার বশীভূত হবে ।আজ ব্যবসায় নতুন পথের সন্ধান পাবেন। যারা প্রশাসনিক কর্মে রত, তাদের সৌভাগ্য বৃদ্ধি হবে। যারা রাজনীতিতে আছেন, তাদের জনসংযোগ বৃদ্ধি হবে। এক প্রতিবেশীর কারণে, বিশেষ সম্মান প্রাপ্তি । আখের রস দিয়ে কৈলাস প্রতি শিব স্নান শুভ। পুজোর সময়, হলুদ পুষ্প দিয়ে দান প্রদান করুন শুভ হবে

মকর রাশি : শরীর পীড়া দায়ক। মানসিক শান্তি নষ্ট হবে। পারিবারিক শান্তি শত্রু দ্বারা বিঘ্নিত হবে। কোন ইলেকট্রিক্যাল দ্রব্য খারাপ হওয়ার সম্ভাবনা। পরিবারে যে প্রবীণ মানুষ আছেন তার সাথে তর্ক-বিতর্ক নিশ্চিত। সন্তানের কারণে বিবাদ বিতর্ক। পুজোর সময় শিবের মস্তকে হলুদ পুষ্প প্রদান করুন ১০৮ আতপ চাউলসহ শিব পূজা করুন। ঘৃত চন্দন দ্বারা শিবস্নান করান শুভ হবে

কুম্ভ রাশি : বৃথা তর্ক পরিবারে। শান্তির বাতাবরণ নষ্ট করবে, এক গৃহশত্রু ।যারা মিডিয়ায় কাজ করেন মাস কমিউনিকেশনে কাজ করেন তাদের জন্য কিছুটা শুভ। যারা গৃহ শিক্ষকতা করেন তাদের জন্য ,ধৈর্য রাখলে দিনটি ভালো। পাওনা টাকা আদায় হবে না আজ গ্রহ সংস্থান শুভ নয় ।আজ পুজোর সময় সাদা বাতাসা সহ আতপ সহ, কৈলাস পতি বাবা মহাদেব কে স্নান করান শুভ হবে।

মীন রাশি : শুভদিন। পরিবারের শুভ আনন্দদায়ক। শান্তির বাতাবরণ। বান্ধবের দ্বারা উপকৃত হবেন। পুরাতন কোন শিক্ষক বা মন্দিরের পুরোহিত দ্বারা বৈদিক উপদেশ জ্ঞাত হবেন।আজ পুজোর সময় দধি দুগ্ধ ঘৃত মধু শর্করা এই পঞ্চামৃত দিয়ে শিব স্নান করান, মনোবাসনা পূরণ হবে। বাড়িতে মাছের একুরিয়াম রাখা উচিত নয়।

মুখ্যমন্ত্রী রাজনীতির জন্য দ্বিচারিতা করছেন, বালি থেকে সিএএ নিয়ে তোপ শান্তনুর

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাওড়া: বৃহস্পতিবার বিকালে হাওড়ার বালি দুর্গাপুরে 'বিকশিত ভারত ' শীর্ষক একটি অনুষ্ঠানে এসে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দোপাধ্যাকে তোপ দাগেন কেন্দ্রীয় জাহাজ প্রতিমন্ত্রী মন্ত্রী শান্তনু ঠাকুর।

শান্তনু বলেন, ' মুখ্যমন্ত্রী তিনবার শ্রদ্ধেয়া বীণাপানি দেবীর সঙ্গে সিএএ সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে সদর্থক আলোচনা করেন। যদিও ঠাকুরনগর থেকে বেরিয়ে এসে তিনি ও তাঁর কোনও মন্ত্রী, সাংসদ সিএএ প্রবর্তনের স্বপক্ষে কোনো বক্তব্য রাখেননি। সিএএ লোকসভা নির্বাচনের পূর্বেই কার্যকরী করা হবে। এতে মতুয়া সহ বিভিন্ন ধর্মের বহু সম্প্রদায় উপকৃত হবে। যদিও একে প্রবর্তন করতে সময় লাগছে, কারণ দীর্ঘ ৭৫ বছরে এর সঙ্গে সম্পর্কিত বহু সমস্যার সমাধানের মাধ্যমে একটি ব্যবস্থা স্থাপন করেই সিএএ কার্যকর করা হবে। তৃণমূল আগে সিএএ-র বিরোধিতা করছে শুধুমাত্র রাজনৈতিক কারণ থেকেই, যদিও বাংলার মানুষ সব দেখছে, আগামী লোকসভা নির্বাচনে বিজেপি ৩৫ টি আসন পেলে তারা বুঝতে পারবে মানুষের সঙ্গে বিস্বাসঘাতকতা করার ফল।' এছাড়াও শান্তনু বলেন, 'কাকুর হাত পেছনে বেঁধে সঠিক উপচার করলে যে আওয়াজটা বেরোবে সেটাই কণ্ঠস্বরের নমুনা হয়ে যাবে, যদিও ইডি মানবাধিকারের জন্য এটা করতে পারছে না।'

বৃহস্পতিবার বালির সভা থেকে ওই এলাকার মতুয়া সম্প্রদায়ের মানুষদের মন্ত্রী আশ্বস্ত করে জানান খুব দ্রুত লোকসভা নির্বাচনের পূর্বেই সিএএ দেশজুড়ে লাগু করা হবে। মতুয়াদের যে নাগরিকত্ব পাওয়ার লড়াই তা থেমে থাকবে না।

টিটাগড় লক্ষ্মীঘাট এলাকায় খুনে ধৃত ৩

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: হাইকোর্টের তীব্র ভৎসনার পর হুঁশ ফিরলো ব্যারাকপুর পুলিশ কমিশনারেটের। অবশেষে খড়দা থানার টিটাগড় লদীঘাট এলাকায় গোবিন্দ যাদব খুনে ধৃত তিন। ধৃতরা রমেশ রাজভর, আমন রাজভর ও শেখ আফজল ওরফে রাজা। প্রসঙ্গত, ২০২২ সালের ২৩ জুন মাসে পিটিয়ে বাড়ির ছাদ থেকে নীচে ফেলে দিয়ে গোবিন্দ যাদবকে খুন করার অভিযোগ উঠেছিল স্থানীয় কয়েকজনের বিরুদ্ধে। ঘটনার তদন্তে নেমে পুলিশ খুনের বদলে অনিচ্ছাকৃত খুনের মামলা রুজু করেছিল। বুধবার সেই মামলার শুনানিতে কলকাতা হাইকোর্টের বিচারক তীব্র ভৎসনা করেন ব্যারাকপুর পুলিশ কমিশনার ও তদন্তকারী অফিসারকে। কলকাতা হাইকোর্টের ভৎসনার পরই গোবিন্দ যাদব খুনের ঘটনায় তৎপর হয় পুলিশ। বুধবার রাতে টিটাগড় লদীঘাট এলাকায় তল্লাশি চালিয়ে ঘটনায় জড়িত তিনজনকে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে।

ইস্ট-ওয়েস্ট মেট্রো পরিদর্শনে চিফ কমিশনার অফ রেলওয়ে সেফটি

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: বৃহস্পতিবার চিফ কমিশনার অফ রেলওয়ে সেফটি জনক কুমার গর্গ মেট্রো রেল ভবনে এক বৈঠকে যে সব মেট্রো প্রকল্প চলছে সেই সব প্রকল্পের অগ্রগতি পর্যালোচনা করেন। এদিনের এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন প্রিন্সিপাল চিফ ইঞ্জিনিয়ার ভি কে শ্রীবাস্তব, এবং কলকাতা মেট্রো রেলওয়ের অন্যান্য উর্ধ্বতন আধিকারিক, কলকাতা মেট্রো রেল কর্পোরেশন লিমিটেড (কেএমআরসিএল) এবং রেল বিকাশ নিগম লিমিটেড (আরভিএনএল) এর উর্ধ্বতন কর্মকর্তারাও। পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশনের মাধ্যমে কলকাতা মেট্রোর আধিকারিকেরা তাঁকে শহরের সমস্ত চলমান মেট্রো প্রকল্পের অগ্রগতি ব্যাখ্যা করেন।

এই বৈঠকের পর চিফ কমিশনার অফ রেলওয়ে সেফটি জনককুমার গর্গ গ্রিন লাইনে ট্রেন চলাচল পরীক্ষা করার জন্য শিয়ালদহ থেকে সল্টলেক স্টেডিয়াম স্টেশন পর্যন্ত একটি ট্রেনে পরিদর্শনও করেন। এর পাশাপাশি তিনি সেন্ট্রাল পার্ক মেট্রো স্টেশনে এএফসি-পিসি গেটস, টিকিট সিস্টেম, এসকেলেটর, লিফট, সাইনেজ বোর্ড, ফায়ার ডিটেকশন অ্যান্ড সাপ্রেশন সিস্টেম এবং অন্যান্য যাত্রী সুবিধাও পরিদর্শন করেন। এরই পাশাপাশি তিনি গ্রিন লাইনের সেন্ট্রাল পার্ক ডিপোও পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনের সময় তিনি সেন্ট্রাল পার্ক ডিপো, স্ট্যাবলিং বে লাইন (এসবিএল) এবং অপারেশন কন্ট্রোল সেন্টার (ওসিসি) পরিদর্শন করেন।

পরিদর্শনের পর চিফ কমিশনার অফ রেলওয়ে সেফটি পূর্ব-পশ্চিম মেট্রো করিডোরের সার্বিক কার্যক্রম দেখে সন্তোষ প্রকাশ করেন বলে জানানো হয়েছে কলকাতা মেট্রোর তরফ থেকে।

সেনকো গোল্ডের উদ্যোগ

ছবিতে বাঁ থেকে ডানেঃ বৌদ্ধ পুরোহিত বোধিজ্যোতি ভিক্ষু, সেনকো গোল্ড অ্যান্ড ডায়মন্ডসের ডিরেক্টর এবং হেড অফ মার্কেটিং অ্যান্ড ডিজাইন জয়িতা সেন, চেয়ারম্যান-এনকেডিএ এবং এমডি- হিডকো দেবাশিস সেন, (আইএএস); কলকাতার রোমান ক্যাথলিক আর্চবিশপ রেভারেন্ড থমাস ডিসুজা,এমডি এবং সিইও সেনকো গোল্ড অ্যান্ড ডায়মন্ডস শুভঙ্কর সেন, ইসকনের সন্ন্যাসী শিবাজি ভক্ত, পার্সি পুরোহিত জিমি হোমি তারাপোরওয়ালা, এবং মুসলিম শিয়া ধর্মগুরু ও হজ কমিটির সদস্য, মাওলানা সৈয়দ মেহের আব্বাস রিজভি চারা রোপণ করছেন।

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: নিউটাউন বিজনেস ক্লাবে সেনকো গোল্ড অ্যান্ড ডায়মন্ডসের উদ্যোগে বৃহস্পতিবার সমস্ত ধর্মীয় নেতাদের মধ্যে প্রেম এবং সম্প্রীতির বার্তা ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য এক মঞ্চে আহ্বান করা হয়। ২০২৩ সালে সারা বছর ধরে, সেনকো গোল্ড অ্যান্ড ডায়মন্ডস দেশের সমস্ত দোকানে দেশব্যাপী মাতৃ প্রকৃতির চেতনা তৈরি করতে গ্রাহকদের প্রায় ৫০ হাজার চারা উপহার দিয়েছিল।

শিশুদের শীতবস্ত্র উপহার পানিহাটিতে

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: পানিহাটি পুরসভার ১৫ নম্বর ওয়ার্ডের সুকুমার শিশু উদ্যান প্রাঙ্গণে অতি উদ্‌যাপন আরটিভি ডিজিটাল নেটওয়ার্কের তৃতীয় বর্ষপূর্তি। মানুষের কাছে সঠিক তথ্য পরিবেশনের পাশাপাশি বছরের সারাটা সময় তারা সেবামূলক কর্মকাণ্ডে নিয়োজিত থাকেন। বর্ষপূর্তি উদযাপন উপলক্ষে কোশার ওয়েলফেয়ার ট্রাস্টের প্রান্তিক শিশুদের নিয়ে কেক কাটা হয়। তাছাড়া ঠান্ডার হাত থেকে বাঁচতে কচিকাঁচাদের শীতবস্ত্র উপহার ও খাবার দেওয়া হয়। নুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পানিহাটি পুরসভার উপ-পুরপ্রধান সুভাষ চক্রবর্তী, ১৫ নম্বর ওয়ার্ডের পুরমাতা অর্পিতা চক্রবর্তী, ইন্ডিয়ান হিউম্যান রাইটস কমিশনের খড়দহ শাখার সভাপতি ডিজিটাল নেটওয়ার্কের কর্ণধার সৌমেন সাহা, উক্ত ডিজিটাল নেটওয়ার্কের প্রতিনিধি শুভজিৎ দে, রাহুল সাহা ও শুভঙ্কর দে প্রমুখ। সৌমেন সাহার কথায়, 'আমরা সর্বদা মানুষের কথা বলি। মানুষের যাবতীয় অভাব অভিযোগ তুলে ধরার চেষ্টা করি।'

আর্সেনিকমুক্ত জলের দাবিতে বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: আর্সেনিকমুক্ত পানীয় জল না পেয়ে পিএইচই'র বিরুদ্ধে উদাসীনতার অভিযোগ তুলে বিক্ষোভ দেখালেন ইংরেজবাজার ব্লকের বাগবাড়ি ৫২ বিঘা এলাকার বাসিন্দারা। বৃহস্পতিবার কাজিগ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েতের ৫২ বিঘা সংলগ্ন আশেপাশে এলাকার অসংখ্য বাসিন্দারা জমায়েত হয়ে আর্সেনিকমুক্ত পানীয় জল না মেলার বিষয়ে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন।

এদিন ইংরেজবাজার ব্লকের বাগবাড়ি, বাহান্ন বিঘা, গোপালনগর, কৃষ্ণনগর এলাকার বাসিন্দারা এই বিষয়ে একজোট হয়ে স্থানীয় পঞ্চায়েত এবং পিএইচই দপ্তরে অভিযোগ জানিয়েছেন। এলাকায় 'জল জীবন জল মিশন' প্রকল্পের মাধ্যমে কানেকশন দেওয়া হয়েছে। আবার অনেক বাড়িতে কানেকশন দেওয়া হয়নি। এলাকার মানুষের কাছ থেকে আধার কার্ড নেওয়া হলেও এখনো বাসিন্দারা জল পাচ্ছে না।

স্থানীয় গ্রামবাসীদের অভিযোগ, 'জল জীবন জল মিশন' প্রকল্পের নিম্নমানের পাইপ এবং সঠিকভাবে কাজ না করে বিল তুলে নিয়েছে একটি ঠিকাদারি সংস্থা। অভিযুক্ত ঠিকাদারি কোম্পানির বিরুদ্ধে তদন্তর বিষয় নিয়ে ইতিমধ্যে জেলা প্রশাসনকে আবেদন করেছে সংশ্লিষ্ট এলাকার বিক্ষোভকারী গ্রামবাসীরা। খুব দ্রুত আর্সেনিকমুক্ত জল বাড়িতে চালু করার বিষয়ে এলাকাবাসীরা আবেদন জানিয়েছে।

এ বিষয় বৃহস্পতিবার সকালে ইংরেজবাজার ব্লকের কাজীগ্রাম পঞ্চায়েতের ৫২ বিঘা এলাকায় মহিলারা হাতে জলের বালতি নিয়ে বিক্ষোভ দেখান। এলাকার মহিলাদের অভিযোগ, 'জল জীবন জল মিশন' প্রকল্পে ব্যাপক দুর্নীতি হয়েছে। জলের পাইপ এলাকায় পড়েছে, ট্যাপকল কানেকশন বাড়িতে হয়েছে। কিন্তু প্রায় এক বছর হতে চলল জল পাচ্ছেন না এলাকার মানুষ। সংশ্লিষ্ট পিএইচই দপ্তর এ বিষয়ে কোনো রকম গুরুত্ব দিয়ে দেখছেন না। স্থানীয় গ্রামবাসীরা বহুবার এই বিষয়ে সংশ্লিষ্ট দপ্তরে অভিযোগও জানিয়েছে কাজ হয়নি। আগামী ১৫ দিনের মধ্যে জলের কানেকশন প্রতিটি বাড়িতে না আসলে বৃহত্তর আন্দোলনে হুমকি দিয়েছেন স্থানীয় গ্রামবাসীরা

কাজীগ্রাম পঞ্চায়েত সদস্যা দীপালি মণ্ডল জানিয়েছেন, দীর্ঘদিন ধরে এলাকায় পাইপ পরে রয়েছে। অনেক পাইপ ফেটে গিয়েছে। কিন্তু আর্সেনিকমুক্ত পরিচিত পানীয় জল সরবরাহ বাড়ি বাড়ি চালু হয়নি, বিষয়টি জেলা প্রশাসনকে জানানো হবে।অন্যদিকে ইংরেজবাজার পঞ্চায়েত সমিতির সদস্যা শম্পা সেন এই সমস্যার কথা স্বীকার করেছেন।

তিনি বলেন, এলাকার মানুষ আর্সেনিকমুক্ত পানীয় জল পাচ্ছেন না। এ বিষয় নিয়ে তিনি সংশ্লিষ্ট দপ্তরকে এর আগে জানিয়েছেন। কিন্তু কাজ হয়নি। জেলাশাসক নীতিন সিংগানিয়া জানিয়েছেন, বিষয়টি খোঁজখবর নেবেন এবং জল যাতে এলাকার মানুষ পায় সে বিষয়ে পিএইচই দপ্তরকে জানানো হবে।

দীনেশ-রবীন্দ্র পত্র সম্মান

নিজস্ব প্রতিনিধি: সম্প্রতি ময়মনসিংহের গীতিকার শতবর্ষ উপলক্ষে বাংলাদেশের বিশিষ্ট সাহিত্য গবেষক সৈয়দ রুখসানা জামান শানুকে দীনেশ-রবীন্দ্র পত্র সম্মানে সম্মানিত করা হয়। অনুষ্ঠানে সংস্থার সম্পাদিকা দেবকন্যা সেন সম্মানটি অর্পণ করেন।

হুগলির তপসিলি জাতি আদিবাসী কৃষিবিকাশ কেন্দ্রের সরকারি স্বীকৃতি

নিজস্ব প্রতিনিধি: হুগলি জেলার ধনিয়াখালি তপসিলি জাতি আদিবাসী প্রাক্তন সৈনিক কৃষি বিকাশ শিল্প কেন্দ্র সংস্থাটি ভারত সরকারের আদিবাসী বিষয়ক মন্ত্রকের অনুসারী সংস্থা হিসেবে মান্যতা লাভ করেছে। এর ফলে সংস্থার কর্মী এবং সামগ্রিকভাবে রাজ্যের আদিবাসী সম্প্রদায় বিশেষ সুবিদা পাবেন। নভেম্বর মাস থেকে রাজ্যে বিশেষ পর্যবেক্ষণ এবং সীমক্ষার কাজ শুরু হয়েছে, ফলে সংস্থার কর্মীরা আর্থিকভাবে সুবিধা লাভ করবেন বলে জানা গিয়েছে। সংশ্লিষ্ট বিষয়ে এনসিআর-এর তত্ত্বাবধানে সিএসওআই-এর উদ্যোগে এক আলোচনাসভার আয়োজন করা হয়। যৌথ কৃষিকাজ, ডেয়ারি ফার্মিং, ঔষধি উদ্ভিত, লাদা চাষ, মৎস্য চাষ, পশুপালন, পোলট্রি ইত্যাদি প্রকল্পগুলি আরও সুচারুভাবে রূপায়ণের বিষয়ে আলোচনা হয়।

এসএসকেএম-এ প্রভাবশালীরা বেড দখল করে কতদিন ভর্তি থাকবেন? রিপোর্ট তলব

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: অসুস্থ হলেই এসএসকেএম!

রাজ্যের সরকারি হাসপাতালে এমন হাই প্রোফাইল রোগীর সংখ্যা কত? জানতে চাইল হাইকোর্ট। এ ব্যাপারে রিপোর্ট চেয়ে পাঠিয়েছে হইকোর্টের প্রধান বিচারপতি টি এস শিবজ্ঞানমের ডিভিশন বেঞ্চ। বিভিন্ন মামলায় অভিযুক্ত চিকিৎসাধীন প্রভাবশালীদের স্বাস্থ্যের বর্তমান কী অবস্থা এবং তাঁদের সুস্থ হতে কতদিন সময় লাগবে, তাও হলফনামা আকারে এসএসকেএমের ডিরেক্টরকে জানানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

সম্প্রতি নিয়োগ দুর্নীতি সংক্রান্ত একাধিক মামলায় হাই কোর্টে এসএসকেএমের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তোলে ইডি। পরে এই এসএসকেএম হাসপাতাল নিয়ে জোড়া জনস্বার্থ মামলাও দায়ের হয়। মামলাকারীর দাবি, বিভিন্ন দুর্নীতিতে যুক্ত থাকা ব্যক্তিদের আশ্রয়স্থল হয়ে দাঁড়িয়েছে এসএসকেএম হাসপাতাল।

সূত্রের খবর, বৃহস্পতিবার শুনানির সময় জেল হেপাজত থেকে প্রভাবশালীদের এসএসকেএম হাসপাতালে এনে চিকিৎসা প্রসঙ্গে প্রধান বিচারপতি বলেন, 'কাউকে গ্রেপ্তার করার পরেই তাঁর স্বাস্থ্য পরীক্ষা হয়। তিনি সুস্থ হলে তাঁকে সঙ্গে সঙ্গে জেলে পাঠানো হয়। শরীর খারাপ হলে জেলের হাসপাতালে পাঠানো হয়, আরও শরীর খারাপ হলে বড় হাসপাতালে পাঠানো হয়। তিন চার দিন পরেই জেল কর্তৃপক্ষ চিকিৎসকদের কাছ থেকে রিপোর্ট চেয়ে পাঠায়। সুস্থ হলে আবার জেলে ফেরত পাঠানো হয়।' প্রধান বিচারপতির মন্তব্য, এসএসকেএম হাসপাতাল প্রভাবশালী অভিযুক্তদের আশ্রয়স্থল হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে বলে যে অভিযোগ উঠেছে, তা সত্যি হলে সেই অভিযোগ গুরুতর।

বৃহস্পতিবার এসএসকেএম হাসপাতালে বিভিন্ন মামলায় গ্রেপ্তার প্রভাবশালী অভিযুক্তদের চিকিৎসা পদ্ধতি নিয়ে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্যও করেন প্রধান বিচারপতি। প্রধান বিচারপতি জানতে চান, কেন শিশুদের জন্য বরাদ্দ বেডে রাখা হয়েছিল সুজয়কৃষ্ণ ভদ্রকে? হালকা মেজাজে কার্যত ব্যঙ্গ করেই তিনি বলেন, এসএসকেএম হাসপাতালে প্রভাবশালীদের রাখার জন্যই আলাদা ওয়ার্ড তৈরি করা হোক। এই সব মন্তব্য রাজ্যের পক্ষে যথেষ্টই অস্বস্তিকর। অভিযোগ, সুজয়কৃষ্ণ ভদ্র সহ কেন্দ্রীয় সংস্থার হাতে গ্রেপ্তার হওয়া একাধিক অভিযুক্তর আশ্রয়স্থল হয়ে দাঁড়িয়েছে এসএসকেএম হাসপাতাল। দীর্ঘদিন ধরে এই প্রভাবশালীরা হাসপাতালের বেড দখল করে রেখেছেন। এ নিয়ে দায়ের হয়েছে জনস্বার্থ মামলা।

পাশাপাশি এদিন প্রধান বিচারপতি টি এস শিবজ্ঞানম বারবারই জানতে চান, যে প্রভাবশালী অভিযুক্তরা এসএসকেএম হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন, তাঁদের সুস্থ হতে কতদিন সময় লাগবে? তিন মাস না আরও চার মাস? এর জবাবে সরকারি আইনজীবী তপন মুখোপাধ্যায় জানান, সেটা চিকিৎসকরাই বলতে পারবেন।

ভর দুপুরে কামারহাটিতে শুটআউট, আশঙ্কাজনক গুলিবিদ্ধ তৃণমূল কর্মী

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: তৃণমূল কর্মীকে লক্ষ্য করে এলোপাথাড়ি গুলি। বৃহস্পতিবার ভর দুপুরে কামারহাটির ষষ্ঠীতলায় গুলিবিদ্ধ হলেন তৃণমূল কর্মী আসিফ ওরফে কাল্লু। তাঁকে রক্তাক্ত অবস্থায় প্রথমে কামারহাটির সাগরদত্ত হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। অবস্থার অবনতি হলে তাঁকে কলকাতার এসএসকেএম হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। জানা গিয়েছে, আসিফের ডান হাতে ও ডান পায়ে গুলি লেগেছে।

প্রত্যক্ষদর্শী এক ব্যক্তি জানান, এদিন দুপুরে তাঁরা কয়েকজন রাস্তায় বসেছিলেন। প্রথমে দুটি বাইকে চেপে ছয় জন এসে এলাকা ঘুরে চলে যায়। কিছুক্ষনের মধ্যেই তারা ফের ঘুরে আসে। দু'টি বাইক থেকে চার জন নেমে কাল্লুকে লক্ষ্য করে এলোপাথাড়ি গুলি চালায়। কাল্লু ভাইয়ের হাতে ও পায়ে গুলি লাগে। যদিও দুষ্কৃতীরা এলোপাথাড়ি গুলি চালিয়ে এলাকা থেকে চম্পট দেয়। ওই প্রত্যক্ষদর্শী জানান,তিন জনকে চিনতে পেরেছেন। ওই তিন জন পাঁচমাথা মোড়ের বাসিন্দা। আর বাকি তিনজন বহিরাগত। স্থানীয়দের দাবি, আসিফ এলাকায় তৃণমূলের সক্রিয় কর্মী হিসেবেই পরিচিত। কামারহাটির সাগর দত্ত মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে দালাল চক্র নিয়ে তিনি প্রথম সরব হয়েছিলেন। যদিও কী কারণে এই গুলির ঘটনা, তা এখনও পুলিশের কাছে স্পষ্ট নয়। ঘটনায় রাজনীতির যোগ আছে কিনা, অথবা ঘটনার নেপথ্যে অন্য কোনও কারন আছে, তা পুলিশ খতিয়ে দেখছে। যদিও জনবহুল ষষ্ঠীতলায় দিনেদুপুরে গুলির ঘটনায় যথেষ্ট আতঙ্কে এলাকাবাসী। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে ঘটনাস্থলে পুলিশ মোতায়ন করা হয়েছে।

ফাঁপরে পড়ে প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার টাকা ফেরত দিতে চান তৃণমূল নেতা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ২০১৯-২০ বর্ষে প্রধানমন্ত্রীর আবাস যোজনায় ঘর বানাতে টাকা নিয়েছিলেন রাজারহাট নিউটাউন শহর তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি অচিন্ত্য মণ্ডল। একদিকে যেমন এই টাকা তাঁর অ্যাকাউন্টে জমা পড়েছে ঠিক তারই সঙ্গে স্মার্ট সিটি নিউ টাউনের বুকে তৈরিও হচ্ছিল ঝাঁ-চকচকে তিন তলা এক বাড়ি। এরপরই খুব স্বাভাবিক ভাবে প্রশ্ন ওঠে, সামর্থ্য থাকলেও কেন প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার টাকা নিয়েছেন তিনি। এ প্রশ্নও ওঠে এই টাকা আর্থিক ভাবে প্রান্তিক মানুষদের পাওয়ার কথা, সেখানে ক্ষমতা বলে প্রভাব খাটিয়ে গরিবের ঘরের টাকা নিয়েছেন কি না তা নিয়েও।

এদিকে এই ঘটনা প্রকাশ্যে আসতেই নড়েচড়ে বসে বিধাননগর পুরনিগম। অবশেষে টাকা ফেরত দিতে চাওয়ার আবেদন করেন রাজারহাট নিউটাউনের তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি অচিন্ত্য মণ্ডলের স্ত্রী শিখা মণ্ডল। এই প্রসঙ্গে বিধাননগর পুরনিগমের তরফ থেকে জানানো হয়েছে, 'আমরা প্রাথমিকভাবে পর্যবেক্ষণ করার পরে প্রথম কিস্তির টাকা প্রদান করি। পরবর্তী সময়ে পর্যবেক্ষণ করতে গিয়ে দেখা যায় তিনি তিন তলার ছাদ ঢালাই করেছেন।' এরপরেই তাঁর ফাইলটি আটকে দেওয়া হয়। সরকারি বরাদ্দ টাকা ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য নোটিস করা হবে বলে জানা গিয়েছে। যদি টাকা ফেরত না দেন, তাহলে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলেও জানিয়েছে কর্তৃপক্ষ।

বাম জমানায় লড়াই করে শ্যামনগর উৎসবের সূচনা হয়েছিল: অর্জুন সিং

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: বামজমানায় অনেক লড়াই করে প্রতিকূলতার মধ্য দিয়ে শুরু হয়েছিল শ্যামনগর উৎসব। সেইসময় এলাকায় অনুষ্ঠান করা যেত না। বৃহস্পতিবার ১৬ তম শ্যামনগর উৎসবের সূচনা পর্বে এসে এভাবেই পুরানো স্মৃতি রোমন্থন করলেন ব্যারাকপুরের সাংসদ অর্জুন সিং। এদিন তিনি বলেন, 'উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে এক হাজার উদীয়মান শিল্পীদের সুযোগ দেওয়া হয়েছে। সাত দিন চলা এই উৎসবে প্রায় সাড়ে সাত হাজার শিল্পী অংশ নেবে। এটাই উৎসবের সার্থকতা।' সাংসদের দাবি, উৎসব ও মেলার মধ্য দিয়ে মানুষের মেলবন্ধন ঘটাতে হবে। ভাটপাড়া পুরসভার ২৭ নম্বর ওয়ার্ডের গুড়দহ কল্যাণ সংঘের মাঠে শ্যামনগর উৎসবের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে এদিন হাজির ছিলেন তৃণমূলের রাজ্য সভাপতি তথা সাংসদ সুব্রত বক্সী, ব্যারাকপুরের পুরপ্রধান উত্তম দাস, ভাটপাড়ার উপ-পুরপ্রধান দেবজ্যোতি ঘোষ, ভাটপাড়া পুরসভার সিআইসি হিমাংশু সরকার, উৎসব কমিটির সভাপতি তথা স্থানীয় কাউন্সিলর সোমনাথ তালুকদার, কাউন্সিলর দেব প্রসাদ সরকার, সীমা মণ্ডল, প্রবীর বৈদ্য ও সত্যেন রায়, মামুদপুর পঞ্চায়েতের প্রাক্তন উপ-প্রধান হারান ঘোষ, তৃণমূল নেতা সঞ্জয় সিং, মানিক নট্ট প্রমুখ। তৃণমূলের রাজ্য সভাপতি সুব্রত বক্সী বলেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে বাংলা জুড়ে সংস্কৃতির জোয়ার এসেছে। সেই জোয়ারে সবাই অংশ নেবেন। কারণ, এই উৎসবে উদীয়মান শিল্পীদের সুযোগ দেওয়া হয়। উদ্যোক্তাদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, 'এই মিলন মেলা যাতে কোনওদিন বন্ধ না হয়। সেদিকে সকলকে নজর রাখতে হবে।'

বিভাগীয় উন্নতির পরীক্ষায় বাতিল ৩২৬ জন পুলিশকর্মী স্যাট-এ যাচ্ছেন

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: নিয়ম না মানায় বাতিল হয়েছে পরীক্ষা। সেই নির্দেশিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলে এবার স্যাট (স্টেট অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ট্রাইবুনাল)-এ যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছেন ৩২৬ জন পুলিশ কর্মী। সূত্রের খবর, বিভাগীয় উন্নতির পরীক্ষায় বাতিল হওয়ায় এবার স্যাটে যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছেন তাঁরা। জানা গিয়েছে, আইনি পথে চলার জন্য এই বিষয়ে ওই পুলিশ কর্মীরা আইনজীবীদের সঙ্গে আলোচনাও শুরু করেছেন।

পুলিশ প্রশাসন সূত্রে খবর, রিপোর্ট রাইটিংয়ের নিয়ম না মানার কারণে তাঁদের বাতিল করা হয়েছে। অন্য দিকে, প্রশ্নের বদলে উত্তরপত্রে কেন রিপোর্ট রাইটিং সংক্রান্ত নির্দেশিকা দেওয়া হল সেই বিষয়টিকেই হাতিয়ার করেছেন পরীক্ষার্থীরা।

জানা গিয়েছে, ডিসেম্বর মাসে কনস্টেবল থেকে এএসআই পদে উন্নীত হওয়ার পরীক্ষা হয়। সেই পরীক্ষার একটি ধাপ ছিল রিপোর্ট রাইটিং। অর্থাৎ কোনও ঘটনাস্থল ঘুরে দেখার পর থানায় ফিরে কী ভাবে গোটা বিষয়টি লিখবেন বা এই সংক্রান্ত প্রয়োজনে বিভিন্ন দপ্তরে কী ভাবে চিঠি পাঠাবেন। রাজ্য পুলিশের একটি সূত্রে খবর, রিপোর্ট রাইটিংয়ের ক্ষেত্রে নির্দেশিকায় উল্লেখ করা হয়েছিল, চিঠির বয়ান লেখার পর নীচে কোনও কনস্টেবল নিজের নাম লিখতে পারবেন না। ওই জায়গায় লিখতে হবে এবিসিডি। মূলত উত্তরপত্র দেখার সময় যাতে নিরপেক্ষতা বজায় থাকে, সেই জন্যই এই নিয়ম করা হয় বলে খবর। কিন্তু এই সংক্রান্ত নির্দেশিকা প্রশ্নের মধ্যে ছিল না। সেটি উত্তরপত্রে লেখা ছিল, যা বেশিরভাগ কনস্টেবলই ভালোভাবে পড়েননি।

চিংড়িঘাটা উড়ালপুলের আর এক দফা স্বাস্থ্যপরীক্ষা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: শহরের অন্যতম ব্যস্ত চিংড়িঘাটা উড়ালপুলের আরেক দফা স্বাস্থ্যপরীক্ষার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। কলকাতা মেট্রোপলিটন ডেভেলপমেন্ট অথরিটি -কেএমডিএ সূত্রে এখবর জানা গিয়েছে। উল্লেখ্য মাঝেরহাট ব্রিজ ভেঙে পড়ার পর রাজ্য সরকার রাজ্যের সবকটি উড়ালপুলের স্বাস্থ্য পরীক্ষার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। পূর্ত দপ্তপ, কেএমডিএ এবং এইচআরবিসি নিজেদের অধীনে থাকা সেতুগুলির স্বাস্থ্য পরীক্ষা শুরু করে। ২০১৯ সালে সেতু পরীক্ষায় নিযুক্ত বিশেষজ্ঞ সংস্থা নিজেদের রিপোর্টে পাঁচ বছরের মধ্যে চিংড়িঘাটা উড়ালপুল ভেঙে ফেলে নতুন ভাবে তৈরি করার পরামর্শ দেয়। প্রশাসনিক সূত্রে জানা গিয়েছে, আর্থিক সমস্যার কারণে প্রস্তাবিত উড়ালপুল তৈরির কাজ করা যাচ্ছে না। এমতাবস্থায় দ্বিতীয়বারের জন্য চিংড়িঘাটা ব্রিজের স্বাস্থ্যপরীক্ষার সিদ্ধান্ত হয়েছে।

ঘুমন্ত দুই সন্তানকে রেখে পাশের ঘরে আত্মঘাতী মা! নাকি নেপথ্যে অন্য কিছু!

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: কোয়ার্টারের এক ঘরে দুই সন্তান ঘুমিয়ে। ছিলেন স্বামীও। বৃহস্পতিবার সাত সকালে কোয়ার্টারের একটি ঘর থেকেই উদ্ধার হল বধূর ঝুলন্ত দেহ। ঘটনাটি ঘটেছে বালিগঞ্জ ডোভার পার্কে। মৃতার নাম রেশমি বর্মা। তিনি ছিলেন দুই সন্তানের মা। তিনি কি আত্মহত্যা করেছেন? প্রাথমিকভাবে তেমনটাই সন্দেহ করছে পুলিশ।

কিন্তু তাই যদি হবে, তবে কেন? মাত্র ৩২ বছরে দুই সন্তানকে রেখে এমন সিদ্ধান্ত কেন নিলেন তিনি পুলিশ সেই উত্তর খুঁজছে। বধূর স্বামী ব্যাঙ্কের আধিকারিক। এই মৃত্যুর নেপথ্যে স্বামীর কোনও ভূমিকা আছে কি না খতিয়ে দেখছে পুলিশ। বালিগঞ্জ ডোভার পার্কের অভিজাত এলাকায় কোয়ার্টারে ব্যাঙ্ক আধিকারিকের স্ত্রীর দেহ উদ্ধারে দানা বেঁধেছে রহস্য।

পরিবারের দাবি, বুধবার রাতে খাওয়াদাওয়ার পর ঘুমোতে যান। সন্তানদের ঘুম পাড়ান। এর পর বৃহস্পতিবার সকালে দেখা যায় ওই ঘরে নেই বধূ। পাশের ঘরে গিয়ে চোখ কপালে ওঠে সকলের। দেখা যায় সিলিং ফ্যান থেকে ঝুলছেন বধূ। খবর দেওয়া হয় পুলিশে। দেহ উদ্ধার করে পুলিশ ময়নাতদন্তে পাঠায়। প্রাথমিকভাবে পুলিশের অনুমান, হয়তো বাচ্চারা ঘুমিয়ে পড়ার পর পাশের ঘরে গিয়ে আত্মহত্যা করেন বধূ। ঘটনার সময় স্বামী বাড়িতে ছিলেন। তাহলে কী দাম্পত্যে কলহে নিজেকে শেষ করে দিলেন? নাকি বধূর মৃত্যুর নেপথ্যে রয়েছে অন্য কোন কারণ। ময়নাতদন্তের রিপোর্ট পাওয়ার পরই মৃত্যুর প্রকৃত কারণ জানা যাবে বলেই আশা তদন্তকারীদের।

বিশ্বের সেরা ১০টি বিমান বন্দরের তালিকায় স্থান কলকাতা বিমানবন্দরের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: নতুন বছরের শুরুতেই জোড়া সাফল্যের মুকুট কলকাতা বিমান বন্দরের মাথায়। বিশ্বের সেরা দশ বিমান বন্দরের তালিকায় স্থান পেল কলকাতা বিমানবন্দর। বিশ্বের সব মধ্যম আকারের বিমান বন্দরের মধ্যে নবম স্থান পেয়েছে কলকাতার নেতাজি সুভাষ আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর। এছাড়া দেশের মধ্যে দ্বিতীয় লাভজনক বিমানবন্দর হিসাবে স্থান পেয়েছে কলকাতা। এদিকে বৃহৎ বিমান বন্দরের বিভাগে যথাক্রমে দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান পেয়েছে হায়দরাবাদ ও বেঙ্গালুরু বিমান বন্দর। উড়ান টিকিটের ভাড়ার নিরিখে অষ্টম স্থান পেয়েছে বেসরকারি উড়ান সংস্থা ইন্ডিগো। এশিয়া প্রশান্ত মহাসাগরীয় এলাকায় বিমান পরিষেবার কোম্পানিগুলির মধ্যে চতুর্থ স্থানে রয়েছে ভারতের এই সংস্থা। সম্প্রতি বিভিন্ন বিভাগে বিশ্বের সেরা বিমানবন্দরগুলির তালিকা প্রকাশ করেছে আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর পর্ষদ। সেখানে কর্মদক্ষতা ও সময়ানুবর্তীতার নিরিখে দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান পেয়েছে বেগালুরু ও হায়দ্রাবাদ এই দুই বিমানবন্দর।

উল্লেখ্য, বিমানবন্দর বা উড়ান সংস্থার র‍্যাঙ্কিং দেওয়া হয় অন টাইম পারফরম্যান্স বা ওটিপি-র উপর ভিত্তি করে। নবম স্থানে থাকা কলকাতা বিমানবন্দরের ওটিপি ৮৩.৯১ শতাংশ বলে জানা গিয়েছে। বৃহৎ বিমান বন্দরের বিভাগে ৮৪ শতাংশের বেশি ওটিপি পেয়ে দ্বিতীয় স্থানে উঠেছে এসেছে হায়দরাবাদের রাজীব গান্ধী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর। এই বিভাগে তৃতীয় স্থান পাওয়া বেঙ্গালুরুর কেম্পেগৌড়া আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের ওটিপি ৮৪. ৪ শতাংশ।

কোভিড পরবর্তী সময়ে কলকাতা বিমানবন্দর সবচেয়ে বেশি যাত্রী পেয়েছে সদস্য সদ্য শেষ হওয়া ২০২৩ সালের ডিসেম্বর মাসে। কলকাতা বিমানবন্দরের তথ্য বলছে, সর্বমোট ১৮ লক্ষ ৫০ হাজার যাত্রী ডিসেম্বর মাসে কলকাতা বিমানবন্দরে পা রেখেছেন বিমান ধরতে বা বিমানে করে এসে। কোভিডের সময় একাধিক নিষেধাজ্ঞার জন্য বিমানযাত্রীর সংখ্যা কমে গিয়েছিল কলকাতায়। কিন্তু কোভিড বিধি উঠে যাওয়ার পর থেকে কলকাতা সহ রাজ্য এবং দেশের জনজীবন যত স্বাভাবিক ছন্দে ফিরেছে ততই ফের কলকাতা বিমানবন্দর হয়ে যাতায়াতের জন্য যাত্রীদের ভিড় বেড়েছে। তারমধ্যেই দেখা যাচ্ছে ২৩'র ডিসেম্বরেই কলকাতা বিমানবন্দরে রেকর্ড সংখ্যক যাত্রী হয়েছে। কোনও একটি মাসের ক্ষেত্রে এই যাত্রীসংখ্যা অভূতপূর্ব। এখন প্রশ্ন হচ্ছে বিমানবন্দরে যাত্রী বৃদ্ধির সঙ্গে রাজ্যের আর্থিক উন্নতির কী যোগ আছে?

বিশেষজ্ঞদের দাবি, বিমান ভাড়া বাস ও রেলের থেকে অনেকটাই বেশি। তা সে টিকিট আগে কিনে রাখা হোক কী পরে। সাধারণত বিমানের টিকিটের ক্ষেত্রে ভাড়া বাড়ে প্রিমিয়াম হারে। অর্থাৎ বিমানের যাত্রার সময় যত এগিয়ে আসে, সেই বিমানের টিকিটের ভাড়াও ততই বাড়ে। এই ভাড়া বহণ করার ক্ষমতা কতজনের আছে সেটার ওপরেই একটি বিমানের পরিষেবা প্রদানের ক্ষেত্রে লাভজনক বা ক্ষতির বিষয়টি চিহ্নিত হয়। অর্থাৎ বিমান চালিয়ে লাভ হচ্ছে না ক্ষতি হচ্ছে তা টিকিট বিক্রির টাকা থেকেই বোঝা যায়। এখন কোনও সংস্থাই অলাভজনক রুটে বিমান চালাতে চায় না। সবাই লাভজনক রুটেই বিমান চালাতে চাইছে। সেই হিসাবে দেখা যাচ্ছে কলকাতা থেকে কোভিপরবর্তী সময়ে দেশের মধ্যেকার নানা শহরে যাওয়ার জন্য যত নতুন রুট চালু হয়েছে তার কোনওটাই বন্ধ হয়ে যায়নি। সেই সব রুটে যাত্রী পাওয়া যাচ্ছে।

চেতলার বস্তিতে আগুনের নেপথ্যে অন্তর্ঘাত! ইঙ্গিত মেয়র ফিরহাদের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: বৃহস্পতিবার ভোররাতে আচমকা আগুন। বিধ্বংসী আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে চেতলার নন্দীগ্রাম বস্তি। ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে প্রায় ১০০ ঝুপড়ি। এর নেপথ্যে অন্তর্ঘাতকেই দায়ী করলেন কলকাতার মেয়র ফিরহাদ হাকিম। জানান প্রকৃত সত্য জানতে ফরেনসিক পরীক্ষা হবে। চেতলার বন্দর এলাকার শীতলা লকগেটের কাছে নন্দীগ্রাম বস্তি। বস্তিতে প্রায় ১০০ পরিবারের বসবাস। বৃহস্পতিবার ভোররাতে যখন সকলেই গভীর ঘুমে তখনই অগ্নিকাণ্ড। ফলে লোকজন টের পেয়ে আগুন নেভানোর চেষ্টা করার আগেই লেলিহান শিখা ছড়িয়ে পলে ঘিঞ্জি বস্তির এক থেকে অন্য ঘরে। দাউ দাউ করে জ্বলে ওঠে বস্তি। খবর দেওয়া হয় দমকলে। দীর্ঘক্ষণের চেষ্টায় আয়ত্তে আসে পরিস্থিতি। বৃহস্পতিবার দুপুরে ঘটনাস্থলে যান মেয়র ফিরহাদ হাকিম। কথা বলেন ক্ষতিগ্রস্ত বাসিন্দাদের সঙ্গে। এর পরই বিস্ফোরক দাবি করেন তিনি। ঘটনার নেপথ্যে অন্তর্ঘাতের আশঙ্কা করেন তিনি। বলেন, 'অনেকে এই জায়গাটা খালি করার চেষ্টা করছেন। কিন্তু এভাবে গরিব মানুষকে সরানো যায় না। এই জিনিস আমরা বরদাস্ত করব না।' একই সঙ্গে ফিরহাদ বলেন, 'কীভাবে এভাবে পুড়ে ছাই হয়ে গেল, তার কারণটা জানা দরকার। ফরেনসিক পরীক্ষা করা হবে।'

এদিন সকালে এলাকায় গিয়ে দেখা যায়,বস্তিটা শশ্মানের আকার নিয়েছে। চারিদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে রয়েছে পোড়া আসবাব থেকে শীতের পোশাক। মেয়র বস্তিবাসীদের যথাযোগ্য সাহায্যের আশ্বাস দিয়েছেন। তবে শীতের দিনে আশ্রয় থেকে সর্বস্ব হারিয়ে বস্তিবাসীর চোখে জল। তিলতিল করে টাকা জমিয়ে কেনা আসবাব, কারও সামান্য সঞ্চয় সবই অগ্নিগর্ভে চলে গিয়েছে। সেই হাহাকার বস্তিজুড়ে।

নতুন বছরেই ৫টি জিআই ট্যাগের স্বীকৃতি বাংলার

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: নতুন বছরের শুরুতেই পাঁচ পাঁচটি জিআই ট্যাগের স্বীকৃতি পেল বাংলা। এর মধ্যে রয়েছে বাংলার শাড়ি। নদিয়া ও পূর্ব বর্ধমানের টাঙ্গাইল, মুর্শিদাবাদ ও বীরভূমের কড়িয়াল ও গরদকে এবার জিওগ্রাফিক্যাল ইন্ডিকেশন বা জিআই ট্যাগ দেওয়া হয়েছে। এছাড়াও এই তালিকায় রয়েছে সুন্দরবনের মধু এবং উত্তরবঙ্গের সুগন্ধি কালোনুনিয়া চালও।

বাংলার এই নতুন প্রাপ্তির খুশিতে এক্স হ্যান্ডেলে রাজ্যবাসীকে অভিনন্দন জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও। রাজ্যের তিন শাড়ি টাঙ্গাইল, গরদ ও কড়িয়ালের জিআই ট্যাগ প্রাপ্তির কথা তুলে ধরে মুখ্যমন্ত্রী বাংলার সব বস্ত্রশিল্পীকে অভিনন্দন জানান এই সাফল্যের জন্য। লিখেছেন, 'তাঁদের সকলের জন্য গর্বিত।'

সামনে লোকসফভা নির্বাচনকে ঘিরে ধীরে ধীরে উত্তপ্ত হচ্ছে বঙ্গ রাজনীতি। এমনই এক প্রেক্ষিতে নতুন বছরের শুরুতেই বাংলার জন্য নিঃসন্দেহে এ এক বড় প্রাপ্তি। বাংলার নতুন পাঁচটি জিআই ট্যাগ প্রাপ্তি নিয়ে খুশি মন্ত্রী উজ্জ্বল বিশ্বাসও। তার মধ্যে সুন্দরবনের মধুর উপর যে ম্যানগ্রোভ অঞ্চলের প্রচুর মানুষের জীবন-জীবিকা নির্ভর করে, সেকথাও জানিয়েছেন মন্ত্রী।

উল্লেখ্য, এর আগেও বেশ কিছু জিনিসের উপর জিআই ট্যাগ পেয়েছে বাংলা। যেমন রসগোল্লা ও মিহিদানাকে অনেকদিন আগেই জিওগ্রাফিক্যাল ইন্ডিকেশনের স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। জিআই ট্যাগ পেয়েছে পুরুলিয়ার ছৌ-নাচের মুখোশও। আর এবার সুন্দরবনের মধু, উত্তরবঙ্গের চাল-সহ বাংলার তিন শাড়ি পেল জিআই ট্য়াগের স্বীকৃতি।

সম্পাদকীয়

নারীদের জন্য দরকার ‘রয়ে যাও, সয়ে যাও’ মন্ত্রের বিসর্জন

অস্তিত্বের পরপার থেকে শোনা যায় ওই নাবালিকার কান্না ‘বড্ড যন্ত্রণা মা। আমি বোধ হয় আর বাঁচব না।’ রক্তাক্ত বিছানায় যন্ত্রণাবিদ্ধ অবস্থায় সে যখন মৃত্যুর মুখোমুখি, কেউ পারেনি তাকে তখন চিকিৎসার আশ্বাস দিতে, কিংবা বেঁচে থাকার কোনও আশা দেখাতে। ন্যায়ের আশা তখন তার চিন্তার অতীত। স্বজন-পরিজন কিংবা মা-বাবার ভুবন জুড়ে ছিল ভয়ের অন্ধকার। ঘর পুড়ে যাওয়ার ভয়, লজ্জিত হয়ে বেঁচে থাকার ভয়। কারণ, তাঁদের মেয়ে ধর্ষিতা হয়েছে। ধর্ষণকারীদের কোনও ভয় নেই সমাজের অথবা আইনকানুনের। যত ভয়, অপবাদ, লজ্জা, সব কিছু প্রাপ্য ধর্ষিতা এবং তার আত্মীয়-পরিজনদের। ধর্ষণ কিংবা অগ্নিসংযোগে গণহত্যার ঘটনাগুলি দেখাচ্ছে যে, এ দেশে আইনের শাসন নেই, নারীর নিরাপত্তা নেই, আহতের চিকিৎসা নেই। আছে শুধু সর্বগ্রাসী ভয়। দেহ দাহ হওয়ার পর ধর্ষণের অভিযোগ নথিভুক্ত হয়, চিকিৎসকের দেওয়া মৃত্যুর নথি ব্যতিরেকে করা হয় দাহ, লোপাট হয় সাক্ষ্যপ্রমাণ, অপরাধ ঘটে পুলিশ-প্রশাসনের সামনে। সত্তর-আশির দশকে যখন কোনও বালিকা অথবা কিশোরী এসে বাড়িতে নালিশ করত পাড়ার দাদা অথবা কাকার নামে, গুরুজনদের বলতে শোনা যেত, ‘তোর সঙ্গেই এ সব করে কেন! নিজেকে সাবধানে রাখতে শেখ।’ শিখে যেত তারা নিগৃহীত হওয়ার ঘটনাগুলি লুকিয়ে রাখতে। নিপীড়িত-নির্যাতিত কিশোরী অথবা নারীদের আমরা, অভিভাবকরাই পরামর্শ দিই; সামলে চলো, চেষ্টা করো ঝামেলা থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখতে। আজ নারী নির্যাতন, ধর্ষণ যে কদর্য রূপ নিয়েছে, তার সঙ্গে অনেকাংশেই রাজনীতি মিশে গিয়েছে। মহাভারতের কালেও যাঁরা বয়োজ্যেষ্ঠ অথবা অভিভাবক ছিলেন, যাঁরা পারতেন নারীর নিগ্রহ, লাঞ্ছনা ঠেকাতে, তাঁরা তা করেননি। ঠিক সেই রকমই আজ আমরা, যারা অনেকেই ঠেকাতে পারি নারী নির্যাতনের ঘটনাগুলি, তারাও বলে চলি ‘রয়ে যাও, সয়ে যাও।’ দরকার; এই মন্ত্রের বিসর্জন।

শাশ্বত কথা

ব্যাকুলতা

কি জান, যতক্ষণ ভোগ-বাসনা থাকে ততক্ষণ ঈশ্বরকে জানতে বা দর্শন করতে প্রাণ ব্যাকুল হয় না। ছেলে খেলা নিয়ে ভুলে থাকে। সন্দেশ দিয়ে ভুলোও খানিক সন্দেশ খাবে। যখন খেলাও ভাল লাগে না, সন্দেশও ভাল লাগে না, তখন বলে, ‘মা যাব।’ আর সন্দেশ চায় না।যাকে চেনে না, কোনও কালে দেখে নাই, সে যদি বলে, আয় মার কাছে নিয়ে যাই-তারই সঙ্গে যাবে।যে কোলে করে নিয়ে যায় তারই সঙ্গে যাবে। ‘সংসারের ভোগ হয়ে গেলে ঈশ্বরের জন্য প্রাণ ব্যাকুল হয়। কি করে তাঁকে পাব, কেবল এই চিন্তা হয়। যে যা বলে তাই শুনে।’ তিনি তো ধর্ম মা নন, তিনি আপনারই মা, ব্যাকুল হয়ে মার কাছে আবদার কর। তিনি অবশ্য দেখা দিবেন।

— শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণ

জন্মদিন

আজকের দিন

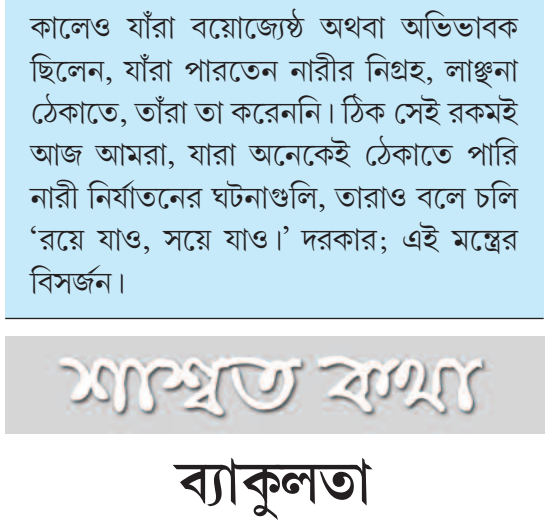

মনসুর আলি খান পতৌদি

১৯৩২ *বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ কল্যান সিংয়ের জন্মদিন।*
১৯৪১ *ক্রিকেট খেলোয়াড় মনসুর আলি খান পতৌদির জন্মদিন।*
১৯৫৫ *বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্মদিন।*

গল্পের নাম: যীশু কাঁদছে

তন্ময় কবিরাজ

ট্রেন তখন সবেমাত্র লামডিং স্টেশন ঢুকেছে। সারা রাত ট্রেন সফর করে খিদেটাও বেজায় পেয়েছে। আপার বার্থে শুয়ে ছিলেন অতনুবাবু। সেলসের কাজে আগরতলা যাচ্ছেন। উপর থেকেই অতনুবাবু লক্ষ্য করলেন, দুটো বাচ্চা গান গাইছে জামাল কুদু আর একটা বাচ্চা মাথায় কি যেন একটা বেঁধে নাচছে। গানের কথা সুর ঠিক না হলেও শুনতে মন্দ লাগছে না। লোয়ার বার্থে এক যুবক তার স্ত্রীকে সতর্ক করলো, ‘এরা ছোটো হলে কি হবে ভালো হাত সাফাই জানে।’ স্ত্রী ব্যাগটা সরিয়ে রাখল। অতনুবাবুর এসব চেনা ছবি। কাজের শেষে বাড়ি ফেরার পথে লোকাল ট্রেনে হামেশাই এসব দেখতে তিনি অভ্যস্ত। নিজের অফিস পাড়ায় এই রকম তিনটি বাচ্চাকে তিনি চেনেন। ওরা হলো গদা, হরেন, আর লালমনি। অতনুবাবু আপার থেকে নেমে এলেন। যুবককে আশ্বস্থ করে বললেন, ‘ভয় পাবেন না। এরা চোর নয়। বাবা মা নেই। পেটের দায়ে গান করে।’ যুবক হালকা হেসে উত্তর দিলো, ‘তবু সাবধান তো নিজেদেরকেই হতে হবে।’

লামডিং স্টেশন চত্বরে অনেক দোকান। সকালের খাবারে রুটি আর সয়াবিন আলুর তরকারি। দাম ত্রিশ টাকা। এক প্লেট কিনে নিলেন অতনুবাবু। বাইরে বাচ্চা তিনটে নিজেদের মধ্যে পয়সা ভাগ করে পরের বগিতে চলে গেল। অতনুবাবু তাকিয়ে রইলেন। ভারী অদ্ভুত লাগছিল। এতো সকালে করো হয়তো এখনো ঘুম ভাঙেনি,কেউ বা বাঁচার জন্য রাস্তায় নেমেছে। একবার অতনুবাবু গদাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, ‘তোদের কষ্ট হয় না?’ গদা নিরুতাপভাবে উত্তর দিয়েছিল, ‘কষ্ট হলে খাবো কি?’ অতনুবাবু যে আবেগের কথা জানতে চেয়েছিলেন তার উত্তর দেবার বয়স হয়নি গদা, হরেন আর লালমনির। ওদের কাছে বেঁচে থাকাটাই ধর্ম। করো কথা গায়ে মেখে বসে থাকলে তো আর জীবন চলবে না।

অতনুবাবু একটা এনজিওর হয়ে কাজ করেন। এনজিওটা বাচ্চাদের উপর কাজ করে। তাই বাচ্চাদের বিষয়ে তাঁর বিশেষ আগ্রহ আছে। ২০২২ সালের সমীক্ষায় তিনি দেখেছেন সব থেকে বেশি শিশু বঞ্চিত হয়েছে আসাম আর তেলেঙ্গানায়। মনোবিদরা মনে করছেন, ভোগবাদী জীবনের কুফল। অতনুবাবু বুঝতে পারেন না, খেতে না পাওয়া বাচ্চাগুলো কিভাবে ভোগবাদে আকৃষ্ট হয়ে পড়ছে? তাহলে কি তারা বড়োদের কাছ থেকে শিখছে? ভারতে ১০.১ মিলিয়ন বাচ্চা শিশুশ্রমে যুক্ত। শতাংশের বিচারে ৩.৯ শতাংশ। অতনুবাবু জানেন, ভারতে ২০ শতাংশ শিশু ঝুঁকিপূর্ন কাজের সঙ্গে যুক্ত। কেউ চাষবাস করে, কেউবা সিগারেট বিড়ি বা তাঁতের মিলে কাজ করে। এরা যেদিন দেশের নাগরিক হবে সেদিন দেশের মানব শ্রম বলে কিছুই থাকবে না। অথচ দেশে রাজনীতি ছাড়া আর কোনো বিষয়ে চর্চা হয় না।

আবেগটা চেপে রাখতে পারলেন না অতনুবাবু। স্টল মালিককে প্রশ্নটা করেই বসলেন, ‘দাদা, বাচ্চাগুলো কি এখানেই থাকে?’ ‘বলতে পারব না। তবে অনেকেই আসে, অনেকেই যায়। স্টেশনে পুলিশ থাকতে দেবে না। এখানে আর্মির লোকেরা আসে তাই ওরা পয়সা পাবার লোভে চলে আসে। যেদিন পুলিশের চক্করে পড়বে সেদিন ধোলাই হবে।’

কথাটা শেষ হতেই লালমনিকে মনে পড়ে গেলো। সেদিন লালমনি জানতে চেয়েছিল, ‘বাবু তোর মা আছে? মা কেমন হয় রে?’ প্রশ্নগুলো এতো আঘাত করেছিল অতনুবাবুকে যে কোনো উত্তর দিতে পারেননি। শুধু পকেট থেকে একশ টাকা বার করে বলেছিলেন, ‘মিষ্টি খাস।’ গদা বড়ো। বয়স এগারো বারো হবে। হরেন তারপরে। লালমনি ছোটো। বছর আটেক। ভারী মিষ্টি দেখতে। চুল দুটো বিনুনি করা। দাদারা গান করে আর লালমনি নাচে। গদার কাছ থেকে শোনা, লালমনি ওদের নিজের বোন নয়। তবে কার বোন সেটা জানে না। জানার আগ্রহও নেই। রাতে ওভার ব্রিজের নীচে ঘুমিয়ে পড়ে।খুব ভোরে উঠে কাজে বেড়িয়ে যায়। লালমনির শরীর খারাপ হলে হরেন কাজে যায় না। সেদিন সে বোনের পাশেই থাকে। গদা চায়ের দোকানে বাসন মেজে দেয় তাই দোকানদার একটা রুটি আর এক গ্লাস চা দেয়।ওটাই সে এনে হরেন, লালমনির সঙ্গে ভাগ করে খায়। দুপুরে যে হোটেলে কাজ করে সেখানেই ভাত ডাল দেয়, ওটা গদা হরেন লালমনির সঙ্গে ভাগ করে নেয়। লালমনির শরীর খারাপ হলে ইনকাম বন্ধ হয়ে যায়।তখন চলন্ত ট্রেনে কয়লা ফেলার কাজ করে গদা। বোনের জন্য একটা জামা কিনতে হবে। অতনুবাবু ভাবেন, ভারতবর্ষে এখনও কত মানুষ আছে যাদের বাঁচার ঠিকানা নেই। তারা আমাদের অবহেলায় বেঁচে আছে। তাদের খবর কেউ রাখে না।

সেলসের কাজের সূত্রেই অনেকের সাথেই অতনুবাবুর আলাপ। তারই মধ্যে অনাদিমোহন সরকার একজন। জেলা শিশু নিরাপত্তা বিভাগে চাকরি করেন। তিনি আক্ষেপ করেছিলেন, ‘সংবিধানে ১৫ ও ৩৯নং ধারাতে আমাদের শিশু সুরক্ষা কথা বললেও আমরা তা পালন করতে ব্যর্থ হচ্ছি। রাষ্ট্রপুঞ্জের তথ্য বলছে, ২০২০সালে ৫ বছর বয়সি প্রতি ১০ জন শিশুর মধ্যে একজন শিশু শ্রমিক। শিশুরা স্কুলে যাচ্ছে না। অপরাধের জড়িয়ে পরছে। বিচারপতিরা বারবার বলছেন, শিশুদের সহানুভূতি নয়, সহমর্মিতা দরকার। সমাজ রাজনীতি শিশুদের নিয়ে সদয় নয়। আইন আছে, সরকারের প্রকল্প আছে কিন্তু সঠিক রূপায়ণ নেই। অনেকেই জানে না, শিশু সুরক্ষা বলে কোনো দপ্তর রয়েছে। আপনি হয়তো জানেন না, ভারতে ৬৭শতাংশ শিশু অপুষ্টির শিকার।’

অনাদিমোহনবাবু চেষ্টা করে কিন্ত একার হাতে সবটা করে উঠতে পারেন না। তাই সরস মন্তব্য করেন, ‘বইমেলাতে শিশু সাহিত্য যেমন অবহেলিত, সমাজে শিশুরাও তেমন বঞ্চিত। মানুষ যদি নিজে তার গুরুত্ব না বোঝে তাহলে সে সমস্যার সমাধান কোনোদিন হবে না। সবাই ভাবে নিজের ছেলেকে ভালো করে মানুষ করবো। তাই অন্যের কথা কেউ ভাবে না। সংক্রমিত হচ্ছে রোগ। তাই বেপথে চলে যাচ্ছে কতো ভালো ছেলে।’

অনাদিমোহনবাবুর কথাগুলো হঠাৎ মনে এলো। গাড়ির সিগনাল হয়ে গেল। তাড়াতাড়ি উঠে গেল অতনুবাবু। ট্রেন আস্তে আস্তে প্ল্যাটফর্ম পার করছে। শেষবারের মতো বাচ্চাগুলোকে দেখার আগ্রহে ট্রেনের গেটেই দাঁড়িয়ে রইলেন অতনুবাবু। কিন্তু দেখা হলো না। মন খারাপ হলো। এমনিতে লামডিং ছাড়লে মন ভালো হয়ে যায়। এরপরেই নিউ হাফলং। চারদিকে পাহাড়, কুয়াশার মাঝখানে রেললাইন। মনে হয়, কবিতার গালিচায় শব্দরা শুয়ে আছে। অনেকটা সেবক স্টেশনের মত। আজ আর ভাল লাগছে না। সাইড লোয়ারটা ফাঁকা। অতনুবাবু শুয়ে পড়লেন। আপারের এসির হাওয়াতে কাল রাতে ভালো ঘুম হয়নি। পাশের যুবকটা জানতে চাইলো, ‘কোথায় নামবেন?’ অতনুবাবু উত্তর দিলেন,‘আগরতলা।’ খানিক বিরতির পরে যুবকটি বললো, ‘জানেন দাদা, এখন সমাজ পরিস্থিতি আপনাকে এমন জায়গায় দাঁড় করিয়াছে যে আপনি কাউকে বিশ্বাস করতে পারবেন না। আপনি ভালো কাজ করতে চাইলেও আপনাকে ভালো কাজ করতে দেবে না।’ কথাগুলো শুনতে ভালো লাগলো অতনুবাবুর। যুবকটির উপর ধারনা পরিবর্তন হলো কিছুটা। হালকা হাসিতে অতনুবাবু বললেন, ‘তাতে কি ভাই। মানুষের উপর বিশ্বাস রাখতেই হবে। আমরা যদি ছোটোদের বিশ্বাস না করি কাল কিন্তু ওরাও আমাদের উপর বিশ্বাস রাখবে না।’ ‘ঠিক কথা।’ ঘাড় নাড়ল যুবক। বললো, ‘আমারও বাড়িতে বাচ্চা আছে। বাচ্চা দেখলে নিজের ছেলের কথা মনে হয়। খারাপ লাগে। কেন জানি না অন্য বাচ্চাকে দেখলে নিজের মত করে কাছে টেনে নিতে পারি না।’

চুপ করে গেলেন অতনুবাবু। শুধু বোঝার চেস্টা করতে লাগলেন, মানুষের ভেতর কতো রকমের মানুষ থাকে। বাইরে থেকে তার কতটুকুই বা বোঝা যায়। নিজেকে গুছিয়ে নিয়ে অতনুবাবু বললেন, ‘আর কে নারায়নের লিলাস ফ্রেন্ড গল্পটা পড়বে। ‘যুবকটি অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল। অতনুবাবু কথার জোর বাড়িয়ে বলতে শুরু করলেন, ‘গল্পে শেষে দেখবে একজন নিরীহ মানুষ সাজা ভোগ করছে। যারা জানে সে অপরাধ করেনি তারা কিন্ত তা স্বীকার করেনি।’

যুবকটি কৌতুহল প্রকাশ করলো, ‘কেন?’

‘সমাজের চোখে ছোটো হয়ে যাবে তাই। গরীব মরলে মরুক। এদেশে দুচারটে গরীব মরলে কারো কিছু এসে যাবে না। বরং তা নিয়ে ভালো রাজনীতি হবে।’

‘এখানেও ধনী গরীব?’ যুবক অবাক।

‘অর্থনৈতিক বৈষম্য ছাড়া খেলা জমবে না। আমরা সবাই সব জেনেও চুপ করে বসে আছি। শুধু ভাবছি আমি তো নিরাপদে। এভাবে কিন্তু নিরাপদে থাকা যাবে না। ২০২৫সালের মধ্যে সরকার শিশু শ্রম বন্ধ করার টার্গেট নিয়েছে। হবে বলে তো মনে হচ্ছে না।’

‘কেন এমন বলছেন?’ যুবকের প্রশ্ন ধেয়ে এল।

‘২০০৯সালে শিক্ষার অধিকার এলো। পেটে খিদে নিয়ে কিভাবে জ্ঞান লাভ হবে? করোনার সময় শিশু শ্রম বেড়েছে এক লাফে ২৮ শতাংশ থেকে ৭৯ শতাংশ। কতো সম্মেলন হলো। ১৯৭৩ সালে, ১৯৯৯ সালে। ২০১৬ সালে বিল পাস হলো। ১৯৭৬ সালে আইন হলো। লাভ তো কিছু হলো না। শুধু ভারত নয়, আফ্রিকা, দক্ষিণ আফ্রিকা, ইউরোপের বিভিন্ন দেশে শিশু শ্রম ছড়িয়ে পড়েছে। আইএলও রিপোর্ট দিচ্ছে বারবার। তবু অবস্থার পরিবর্তন নেই। কারন মূল সমাজ শিশুদের মানুষ বলে মনে করে না। তাদের কাছ থেকে ভোট আসবে না। অথচ শিশুদের মাসুম চেহারা দেখিয়ে দুনম্বরি কাজ হাসিল করিয়ে নিচ্ছে সবাই। পুলিশ সব জেনেও চুপ।’

একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস পড়লো। যুবকটি বললো, ‘আমার ব্লেকের চিমনি সুইপারস কবিতার কথা মনে পড়ে গেলো। কৈলাস সত্যর্থী যে বাচপান বাঁচাও আন্দোলন করেছিলেন তার কি কোনো প্রভাবই সমাজে পড়ছে না?’

‘সমাজের শুধু একাংশের চেষ্টায় অসুখ সরবে না। মধ্যপ্রদেশে তো রেসিডেনসিয়াল ট্রেনিং সেন্টার খোলা হয়েছে। মাদার টেরেসাও এ নিয়ে অনেক কাজ করেছেন। আসলে যেহেতু এটা ভোটের ইস্যু নয় তাই কেউ তেমন গুরুত্ব দেয়না।’

কথা বলতে বলতে ট্রেন কখন ধর্মনগর পার হয়ে গেছে অতনুবাবুর খেয়াল নেই। আপার থেকে সব কিছু নামিয়ে গুছিয়ে নিলেন। আগরতলায় যখন ট্রেন ঢুকলো তখন সন্ধ্যে হয়ে এসেছে। পাশের প্লাটফর্মে দেওঘর যাবার ট্রেন দাঁড়িয়ে। স্টেশনে খুব ভিড়। সামনের দিকে যাওয়া যাচ্ছে না। হঠাৎ অতনুবাবুর হাত ঠেলে কারা যেনো এগিয়ে গেলো। ভিড়ের মধ্যে ভালো করে বোঝা গেলো না। মনে হলো, গদা, হরেন, লালমনি হয়তো ভিড় ঠেলে এগিয়ে গেলো পরের ট্রেন ধরার জন্য। ওভার ব্রিজ পেরিয়ে যখন বাইরে এলেন তখন চারদিকে আলো। অটোরা কালীমন্দির যাবার জন্য হাঁকছে। খোলা আকাশের নিচে দাঁড়িয়ে অতনুবাবু। বিষণ্ণ মনের কথা শুধু তিনি নিজেই শুনছেন। ‘ধর্ম সব ভেঙেছে, দেশ, জাতি, রাজ্য। কালী মায়ের কাছে একটাই অনুরোধ, দয়া করে এই অসহায় শিশুদের বেঁচে থাকার স্বপ্নটা যেনো না ভাঙে।’

ট্রাম থাকুক স্বমহিমায়

শুভজিৎ বসাক

কলকাতাই হলো এশিয়ার একমাত্র শহর যেখানে এখনও টিমটিম করে ট্রাম চলে। ১৮৭৩ সালের ২৪ ফেব্রুয়ারি শিয়ালদহ থেকে আর্মেনিয়ান ঘাট পর্যন্ত ৩.৯ কিলোমিটার পথে শহরে ট্রামের চাকা গড়িয়েছিল প্রথমবার। সে ছিল ঘোড়ায় টানা ট্রাম। যদিও বেশিদিন চলেনি। তবে ফিরে এসেছিল নতুনভাবে, নতুন মহিমায়। সবই চিরতরে চলে যাচ্ছে চার ইতিহাসের ধূসর পাতায়। শহরে ট্রাম রুট ক্রমশ সঙ্কুচিত হয়ে আসার বিষয়টি নিয়ে সম্প্রতি দায়ের হওয়া দু'টি আলাদা মামলার পরিপ্রেক্ষিতে কলকাতা হাইকোর্ট রাজ্য সরকারকে বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ নিয়ে কলকাতায় ট্রাম ফিরিয়ে আনার উপায় খুঁজে বার করতে নির্দেশ দিয়েছিল এবং একইসাথে কলকাতা পুলিশ এবং পুরসভার সঙ্গে বৈঠক করে রাজ্য ট্রাম নিয়ে তাদের অবস্থান জানাতেও নির্দেশ দেয়। সেইমতো গত ১৫ ডিসেম্বর পুলিশ এবং পুরসভার প্রতিনিধিদের সঙ্গে বৈঠক শেষে জানান হয় যে কলকাতায় রাস্তার অপ্রতুলতার কারণে সব রুটে ট্রাম ফেরানো সম্ভব নয়। হাতে গোনা কয়েকটি রুটে ট্রাম চালানো যেতে পারে। সরকারের এই অবস্থানে ক্ষুব্ধ ট্রামপ্রেমী সংগঠনের সদস্যেরা। বুধবার বিশিষ্টজনেদের উপস্থিতিতে পাল্টা তথ্য তুলে ধরে ট্রাম ফিরিয়ে আনার দাবিতে সরব হন সংগঠনের নেতৃত্ব। সমীক্ষা হিসাবে দেখা যায় যে গত দশ বছরে ট্রাম রুটের সংখ্যা এমনিতেই ৩৭ থেকে কমে ৮ হয়েছে। লকডাউনের পর পরিষেবা ফেরার আগেই প্রবল ধাক্কা দিয়েছে আম্ফান। তার ছিঁড়ে, পরিকাঠামো বিপর্যস্ত হয়ে বন্ধই ছিল সব রুট। লকডাউন শুরুর আগের অবস্থায় ফিরতে অন্তত ৫-৬ কোটি টাকার আশু প্রয়োজন। কিন্তু ট্রামের উন্নয়নে সরকারের বাৎসরিক বরাদ্দই দেড় কোটি। অবস্থা সামাল দিতে বন্ধ রুটের ওভারহেড তার খুলে ঝড়ে ছিঁড়ে পড়া তারের জায়গায় ব্যবহার করতে হচ্ছে। সম্প্রতি একটা মাত্র রুটে-বালিগঞ্জ-টালিগঞ্জের পথে ছ'টি ট্রাম চলছে। সেটুকুই শহরের পথে টিকিয়ে রেখেছে এই পরিবেশবান্ধব যানের অস্তিত্ব। রাজ্য পরিবহণ দপ্তর সূত্রের তথ্যানুযায়ী, প্রতিদিন এই একটা রুটে ট্রাম চালাতেই অন্তত এক লক্ষ টাকা খরচ হচ্ছে। কিন্তু আয় ১০ হাজারের বেশি নয়।

আজকের উন্নয়ন ভাবনা একমাত্রিক, একচোখা। নগরায়ন মানে ঝাঁ চকচকে বাড়ি, চওড়া রাস্তা, নিত্য নতুন মডেলের গাড়ি। তার জন্য জলাভূমি ও সবুজ ধ্বংস, গাছ কাটা , এসব ‘কোল্যাটারাল ড্যামেজ’। আধুনিক নগরে এরা ব্রাত্য। সেদিক থেকে দেখতে গেলে বিদ্যুৎচালিত ট্রাম পরিবেশবান্ধব। বায়ুদূষণ রোধে এই পরিবহনের গুরুত্ব অপরিসীম। পরিবেশবান্ধব বলে একদিকে ব্যাটারিচালিত বাসের কথা বলা হচ্ছে, আরেক দিকে ট্রাম তুলে দেওয়া হচ্ছে। কম ভাড়ার জন্য গরীব, নিম্নবিত্ত ও মধ্যবিত্ত বহু মানুষের কাছে ট্রামের উপযোগিতা অস্বীকার করা যায় না। এমন করেই তুলে দেওয়া হয়েছে দোতলা বাস, নন-এসি বাসের সংখ্যা কমিয়ে এসি বাসের সংখ্যা বাড়ানো হয়েছে। তাই একই ভুল করে ট্রাম পরিষেবাও উঠিয়ে দেওয়া কখনই সমীচীন ভাবনা হতে পারে না। উন্নয়নের এই গোলকধাঁধায় আমরা ভুলে যেতে বসি, নগর কেবল ধনী বা উচ্চবিত্তদের জন্য হতে পারে না। নগরায়ন মানে গরীব, নিম্নবিত্তেরও জীবনযাত্রার উন্নয়ন। শহরের রাজপথ মানে প্রাইভেট গাড়ির গতি বৃদ্ধি নয়, গণপরিবহন ব্যবস্থারও উন্নয়ন। ট্রাম সেখানে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে সক্ষম।

কলকাতার সঙ্গে ট্রাম অঙ্গাঙ্গী ভাবে জড়িত। শহরের রাস্তা থেকে ট্রাম তুলে দেওয়া মানে তা তিলোত্তমার অঙ্গহানি। দেশের অন্য কোনও রাজ্যে আর ট্রামের অস্তিত্ব নেই। কলকাতা তথা সমগ্র এশিয়ার নিরীখে এই স্পর্শকাতর ও আবেগজড়িত বিষয়টি নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ আশু প্রয়োজন, যাতে শহরের রাস্তায় ট্রাম পরিষেবা স্বমহিমায় চালু থাকে।

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

শ্রেণিকক্ষের ভগ্নদশার জেরে ক্লাস চলছে গাছতলায়, ক্ষোভে ফুঁসছে আরামবাগের মলয়পুরবাসী

মহেশ্বর চক্রবর্তী

হুগলি: ভেঙে পড়ছে স্কুলের শ্রেণিকক্ষ, ক্লাস চলছে গাছতলায়। উদাসীন প্রশাসন। প্রায় তিন চার বছর ধরে গাছে তলায় স্কুল চললেও ঢিল ছোঁড়া দূরত্ব এসআই অফিসের আধিকারিক দেখতে পান না। এই ঘটনা দেখা যাচ্ছে আরামবাগের মলয়পুর এক নম্বর অঞ্চলের একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। যে কোনও সময় ভেঙে পড়তে পারে মলয়পুর বামাপদ দত্ত নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়। তাই দুর্ঘটনার হাত থেকে বাঁচতে পড়ুয়াদের ক্লাস নেওয়া হচ্ছে গাছতলায়। বছরের পর বছর ধরে এমন ভাবেই চলছে স্কুলটি। এক অভিভাবিকা প্রিয়াঙ্কা দে বলেন, স্কুলের যা অবস্থা, তাতে আমাদের ছেলেকে স্কুলে পাঠাতেই ভয় হয়। যখন তখন স্কুলের ছাদের চাঙড় ভেঙে মাটিতে পড়ে। গত অক্টোবর মাসে এমন দুর্ঘটনা ঘটেছিল। তাই স্কুলের শিক্ষকরা গাছতলায় পড়াতে বাধ্য হন। স্কুলের পাঁচটা রুমের মধ্যে তিনটি রুম ড্যামেজ হয়ে যাওয়ায় চাবি দেওয়া রয়েছে। আমরা আতঙ্কের মধ্য দিয়ে স্কুলে ছেলেকে পাঠাতে বাধ্য হই। এই বিষয়ে বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সুনীল মাঝি বলেন, স্কুল ভবনটির সংস্কার না হওয়ায় বর্ষাটুকু বাদে অন্য সময়ে স্কুলের সামনে গাছতলাতে ক্লাস নিতে হচ্ছে। আমরা বিষয়টি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানিয়েছি। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মলয়পুর গ্রামে বামাপদ দত্তের পরিবারের পক্ষ থেকে একটি স্কুল তৈরির জন্য জমি দান করা হয়। সেই জমির ৩৪ শতক জায়গার উপর ১৯৬১ সালে স্থাপিত হয় মলয়পুর বামাপদ দত্ত নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়। বর্তমানে ওই স্কুলটিতে ১০২ জন ছাত্রছাত্রী পড়াশোনা করে। রয়েছেন তিনজন শিক্ষক এবং একজন শিক্ষিকা। চুনসুরকি গাঁথনি দেওয়া টালির ছাদের ওই স্কুলটিতে ঘরের সংখ্যা ৫টি। বর্তমানে ওই ঘরগুলির মধ্যে একটি ভালো এবং চারটি ড্যামেজ হয়ে রয়েছে। একটি ঘরে প্রি প্রাইমারি ও ক্লাস ওয়ানের ছাত্রছাত্রীরা পড়াশোনা করে। অন্য একটি ঘরে টু এবং থ্রির ছাত্রছাত্রীরা পড়াশোনা করে। ক্লাস ফোরের ছাত্রছাত্রীদের ঘুরিয়ে ফিরিয়ে কখনও গাছতলায়, কখনও ভাঙা বিল্ডিংয়ে পড়াশোনা করানো হয়। যখন ছাদ থেকে চাঙড় খসে খসে পড়ে, তখন অভিভাবকদের কথা রাখতে স্কুল বিল্ডিং ছেড়ে ছাত্রছাত্রীদের গাছতলায় এনে ক্লাস করান শিক্ষক-শিক্ষিকারা। এতে ক্লাস করায় বিঘ্ন ঘটে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে চরম ক্ষুব্ধ অভিভাবকরা। পাশাপাশি ছাত্র ছাত্রীরাও আতঙ্কিত। এই বিষয়ে আরামবাগ পূর্ব চক্রের অবর বিদ্যালয় পরিদর্শক অবন্তি পোড়েল বলেন, স্কুলটা ষাটের দশকের। স্টেট ফান্ডে আবেদন করা হয়েছে। কর্তৃপক্ষকে জানানো হয়েছে। আশা করি তাড়াতাড়ি হয়ে যাবে। অপরদিকে আরামবাগের বিডিও সুব্রত মল্লিক বলেন, আমরা বিষয়টা শুনলাম। ওই স্কুলের শ্রেণিকক্ষের প্রয়োজনীয়তা আছে। তাড়াতাড়ি যাতে সমস্যাটা মিটে যায় সেই বিষয়ে চেষ্টা করা হচ্ছে।

সবমিলিয়ে নতুন স্কুলভবন তৈরি না হওয়ায় ব্যাপক ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে আরামবাগের মলয়পুর গ্রামের মানুষের মধ্যে। এখন দেখার প্রশাসন কি পদক্ষেপ গ্রহণ করে।

কেন্দ্রের বিজেপি সরকার গরিব মারার সরকার, দাবি নারায়ণ গোস্বামীর

নিজস্ব প্রতিবেদন, বারাসাত: কেন্দ্রের বিজেপি সরকার গরিব মারার সরকার। বড় লোকেদের সরকার। শিল্পপতিদের দালাল। বৃহস্পতিবার বারাসাতে জেলাশাসকের দপ্তরে দাঁড়িয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের বঞ্চনার বিরুদ্ধে এমনই মন্তব্য করেন জেলা পরিষদের সভাধিপতি নারায়ণ গোস্বামী। এদিন তিনি বলেন, কেন্দ্রের বিজেপি সরকার গরিব দিন আনা দিন খাওয়া মানুষদের হকের টাকা আটকে রেখেছে। দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুমতিক্রমে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে যে আন্দোলন তৃণমূল কংগ্রেস করেছে তা মানুষের মনে গেঁথে আছে। আমাদের দলের একমাত্র নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তার কাজ এবং তিনি যে দেশনেত্রী তা উন্নত প্রযুক্তি বা অন্যান্য উপায় তুলে ধরার চেষ্টা করছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। সেক্ষেত্রে বাংলায় বিজেপি দুই সংখ্যাতেই পৌঁছতে পারবে না। অনেকেরই লম্ফঝম্প বন্ধ হয়ে যাবে। দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি, বিভিন্ন সরকারি সংস্থা বিক্রি, পেট্রোল ডিজেলের দাম নিত্যদিন ঊর্ধ্বমুখীর প্রতিবাদে দেশের মানুষ ফুঁসছে। তার থেকে মুখ ঘুরিয়ে দিতেই আবার ধর্মীয় তাস খেলতে রামমন্দির ইস্যুকে সামনে আনা হচ্ছে। বিজেপি যে দেশ চালাতে ব্যর্থ তা ঢাকা দেওয়ার জন্যই এসব করছে। রাম আমাদের হিন্দু সনাতন ধর্মের দশ অবতারের এক অবতার। তিনি আমাদের আরাধ্য দেবতা। তিনি আমার বাড়ির মন্দিরেও আছেন, আমাদের অন্তরেও আছেন। রাম লালার মূর্তি নিয়ে দেশের প্রধানমন্ত্রী ৫০০ মিটার কেন ৫০০ কিলোমিটার হাঁটলেও দেশের গরির মানুষ বড়লোক হয়ে যাবে না। গরিব গরিবই থেকে যাবে। তাই দেশ বিক্রি থেকে মানুষের চোখ ঘোরাতে গিমিক পলিটিক্স করছে বিজেপি। ধর্মের তাস খেলে নিজেদের ব্যর্থতা ঢাকতে চাইছে। এই খেলা দেশের মানুষ ও বাংলার মানুষ বুঝে গেছে। তারা এটাও জানেন শীত গ্রীষ্ম বর্ষা তৃণমূল কংগ্রেসেই ভরসা, শীত গ্রীষ্ম বর্ষ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ই ভরসা।

SBI

স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, বাঁশবেরিয়া (০৫৯১৯)
৪৫, রুদ্র মেন রোড বাঁশবেরিয়া
জেলা - হুগলি, পশ্চিমবঙ্গ ৭১২৫০২

দখল বিজ্ঞপ্তি
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)
(রুল ৮(১))

যেহেতু
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, বাঁশবেরিয়া শাখার অনুমোদিত অফিসার হিসেবে নিম্নস্বাক্ষরকারী ২০০২ (২০০২-৫৪) সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা এবং তৎসহ পঠিতব্য ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে ০৪.১০.২০২৩ তারিখে ঋণগ্রহীতা **শ্রী অজয় লাল এবং শ্রীমতি রিম্পি লাল** কে নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ **১৪,৩০,২২১.০০ টাকা (চোদ্দ লাখ তিরিশ হাজার দুশো একুশ টাকা) টাকা ০৪.১০.২০২৩ অনুযায়ী** এবং পরবর্তী সুদ, তাৎক্ষণিক ব্যয়, মূল্য, চার্জ ইত্যাদি সহ নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য এক দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।
ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা উক্ত বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণের প্রতি অবগত করা হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৪) এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে **৪ জানুয়ারি ২০২৪** তারিখে নিম্নোক্ত জামিনদত্ত সম্পত্তির স্বত্ব দখল করেছেন।
ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে কোনওভাবেই সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির লেনদেন না করতে এবং কোনওরূপ লেনদেন **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, ১৪,৩০,২২১.০০ টাকা (চোদ্দ লাখ তিরিশ হাজার দুশো একুশ টাকা) টাকা ০৪.১০.২০২৩ অনুযায়ী** এবং পরবর্তী সুদ, তাৎক্ষণিক ব্যয়, মূল্য, চার্জ ইত্যাদি সহ আদায়দান সাপেক্ষ।
ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

স্বত্ব দলিল দ্বারা বন্ধকদত্ত সম্পত্তির বিবরণ

সংশ্লিষ্ট সকল অংশ ফ্ল্যাট নং '১', তৃতীয় তলে, পরিমাণ আনুমানিক সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ৭৫৮.৪৬ বর্গফুট ঢাকা এরিয়া ৬২৩.৭২ বর্গফুট "বিভূতি অ্যাপার্টমেন্ট" নামে পরিচিত ভবনে, আরএস খতিয়ান নং ২৯৩, আরএস দাগ নং ১৫৪, এলআর খতিয়ান নং ২৫৭৫, এলআর দাগ নং ১৯০, মৌজা-মানসপুর, জেএল নং ০৪, অবস্থিত কাজীডাঙ্গা, দেবনন্দপুর জিপি অধীন, থানা-চুঁচুড়া, জেলা-হুগলি, পিন নং - ৭১২১২৩, দলিল নং ১-৫১৫৯/১৫ তারিখ ০৬ নভেম্বর ২০১৫।
সম্পত্তি শ্রী অজয় লাল এর নামে।

দ্রষ্টব্য- ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতাকে ইতিমধ্যেই স্পিড পোস্টে দখল নোটিশ পাঠানো হয়েছে। ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা কোনও কারণে নোটিশ না পেয়ে থাকলে সংশ্লিষ্ট এই নোটিশকে বিকল্প নোটিশ হিসেবে গণ্য করতে হবে।

তারিখ - ০৪.০১.২০২৪
স্থান - চুঁচুড়া

অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

বলাগড়ের তৃণমূল বিধায়কের নামে থানায় অভিযোগ দায়ের তৃণমূল যুবনেত্রী রুনা খাতুনের

বনস্পতি দে ● বলাগড়

বিধায়কের নামে বলাগড় থানায় অভিযোগ দায়ের করলেন নেত্রী। পাশাপাশি সিঙ্গুরের কামারকুণ্ডুতে হুগলি জেলা গ্রামীণ পুলিশ দপ্তরে গিয়ে সরাসরি হুগলি জেলা গ্রামীণ পুলিশ সুপার কামনাশিস সেনের সঙ্গেও দেখা করেন নেত্রী ও তাঁর স্বামী। রুনা খাতুন বলেন, 'বিধায়ক আমার নামে ব্যক্তিগতভাবে ফেসবুকে যে ভাষা লিখেছেন আমি জানি না সুস্থ মস্তিষ্কের কোনও মানুষ এটাকে সমর্থন করেন কিনা। জনমত নির্বিশেষে প্রশ্ন কোন মহিলাকে এটা লেখা যায়? ধিক্কার জানাচ্ছি।' তিনি আরও বলেন, 'নিজেই নিজের মানসিকতাকে উলঙ্গ করে দেখিয়ে দিচ্ছেন। তাঁর সম্পর্কে আমি আর কী বলতে পারি। জননীর জঠরের লজ্জা, ওঁর লজ্জা হওয়া উচিত। ওঁর যদি ক্ষমতা থাকে রাজনৈতিকভাবে সংগঠন করে মানুষকে নিয়ে মোকাবিলা করুন। উন্নয়ন হোক লড়াইয়ের। এইভাবে কুৎসা অপপ্রচারের নয়।' পাশাপাশি তিনি এও বলেন, 'এখনও সময় আছে, ও ক্ষমা চেয়ে নিক দলের নির্দেশ মতো চলুক।' যদিও কুরুচিকর মন্তব্যের জন্য ইতিমধ্যে সোশ্যাল মিডিয়ায় অন্য একটি পোস্ট করে 'মস্ত ভুল ভুল হয়েছে' বলে অনুরাগীদের কাছে ক্ষমা চেয়েছেন বিধায়ক। এবং পাল্টা লিখেছেন, 'আমি লেখক, ওদের মতো নীচু নিকৃষ্ট জীব নই।' যুব নেত্রী রুনা খাতুন সে প্রসঙ্গেই বলেন, 'অশ্বত্থামা ইতি গজ হল না তো? নিজেই লিখছেন, নিজেই ক্ষমা চাইছেন আবার নিজেই বলছেন, কে নিকৃষ্ট আর আর উৎকৃষ্ট? বৃক্ষ তোমার নাম কী, ফলেন পরিচয়। সেটা প্রমাণ হচ্ছে।' প্রসঙ্গত, সোশ্যাল মিডিয়ার একটি পোস্টে রুনা সম্পর্কে অশালীন বিশেষণ ব্যবহার করে তিনি লেখেন, 'তোর হুমকিতে যে ভয় পায় পাক, আমি পাইনি। তোর চ্যালেঞ্জ আমি গ্রহণ করলাম।' তারপরই অবশ্য সে পোস্ট ডিলিট করে মনোরঞ্জন ব্যাপারী বলেন, 'আমার মাথা গরম হয়ে গিয়েছিল তাই কু-কথা লিখে ফেলি ফেসবুকে। রাত দশটা নাগাদ সেই পোস্ট লেখার দশ কুড়ি সেকেন্ডের মধ্যে বুঝতে পারি -একটা মস্ত বড় ভুল হয়ে গেছে। সঙ্গে সঙ্গে সেটা মুছে দিই। কিন্তু কয়েকজন যারা সর্বক্ষণ শকুনের মতো আমার প্রোফাইলে নজর পেতে বসে আছে তাঁরা সেটার স্ক্রিনশট নিয়ে নেয়।'

প্রতারণার অভিযোগে গ্রেপ্তার এক

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: কলেজে ভর্তি করিয়ে দেওয়ার নাম করে প্রতারণার অভিযোগে এক ব্যক্তি গ্রেপ্তার। পরে বিপুল পরিমাণে টাকার প্রতারণার হদিস পেল কাঁকসা থানার পুলিশ। কাঁকসা থানার পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে ধৃত ব্যক্তির নাম বিনোদ সিং। তার বাড়ি ঝাড়খণ্ডে। ধৃত ব্যক্তি কাঁকসার একটি বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পড়াশোনার জন্য ভর্তি করিয়ে দেওয়ার নাম করে কয়েক লক্ষ লক্ষ টাকা নেয় পড়ুয়াদের অভিভাবকদের কাছ থেকে। নির্ধারিত সময়ে ভর্তি হতে এসে তারা বুঝতে পারেন যে তারা প্রতারিত হয়েছেন। অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তে নেমে গত ২৫ ডিসেম্বর কাঁকসা থানার পুলিশ ঘটনার তদন্তে নেমে ওই ব্যক্তির সন্ধান পেয়ে তাকে ঝাড়খণ্ড থেকে তুলে নিয়ে আসে। ওই ব্যক্তি অন্য একটি ঘটনায় ঝাড়খণ্ডে জেলে সাজা কাটছিলেন। ওই ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য কাঁকসা থানায় আনার পর তাকে গত ২৬ ডিসেম্বর মহকুমা আদালতে পেশ করে কাঁকসা থানার পুলিশ। ৭ দিনের পুলিশ হেপাজত নিয়ে তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করতেই টাকা নেওয়ার কথা স্বীকার করে ওই ব্যক্তি। পুলিশের জেরায় ওই ব্যক্তি জানিয়েছে শুধু কাঁকসার ওই বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নয় আরও বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পড়াশোনার জন্য ভর্তি করিয়ে দেওয়ার নাম করে প্রতারণার ঘটনা ঘটিয়েছে ওই ব্যক্তি।

FORM A
PUBLIC ANNOUNCEMENT
[Under Regulation 6 of the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) Regulations, 2016]
FOR THE ATTENTION OF THE CREDITORS OF M/S SPASHT MARKETING PRIVATE LIMITED

RELEVANT PARTICULARS

1.	Name of corporate debtor	**M/S SPASHT MARKETING PRIVATE LIMITED**
2.	Date of incorporation of corporate debtor	28th February, 2001
3.	Authority under which corporate debtor is incorporated / registered	Registrar of Companies, West Bengal
4.	Corporate Identity No. / Limited Liability Identification No. of corporate debtor	U51909WB2001PTC092951
5.	Address of the registered office and principal office (if any) of corporate debtor	THE MILLENNIUM, 235/2A, AJC BOSE ROAD, 3RD FLOOR, KOLKATA, West Bengal, India, 700020
6.	Insolvency commencement date in respect of corporate debtor	01st January, 2024
7.	Estimated date of closure of insolvency resolution process	180 days from date of Commencement of resolution process, which is 28th June, 2024
8.	Name and registration number of the insolvency professional acting as interim resolution professional	Name: Anal Basu Registration No: IBBI/IPA-001/IP-P-02436/2021-2022/13742
9.	Address and e-mail of the interim resolution professional, as registered with the Board	Address: 27, Haladhar Bardhan Lane, Kolkata-700012, West Bengal **E-Mail ID: basu_anal@rediffmail.com**
10.	Address and e-mail to be used for correspondence with the interim resolution professional	Address: 27, Haladhar Bardhan Lane, Kolkata-700012, West Bengal. **E-Mail I: spashtmarketingcirp0124@gmail.com**
11.	Last date for submission of claims	15th January, 2024
12.	Classes of creditors, if any, under clause (b) of sub-section (6A) of section 21, ascertained by the interim resolution professional	NIL
13.	Names of Insolvency Professionals identified to act as Authorised Representative of creditors in a class (Three names for each class)	Not Applicable
14.	(a) Relevant Forms and (b) Details of authorized representatives are available at:	Weblink: http://www.ibbi.gov.in/downloadform.html Physical Address: As mentioned against item No. 10

Notice is hereby given that the National Company Law Tribunal has ordered the commencement of corporate insolvency resolution process of the **M/S SPASHT MARKETING PRIVATE LIMITED** on **01st January, 2024**.
NOTE: The Order has been communicated on 03.01.2024. Hence, the Public Announcement is made on 05.01.2024.
The creditors of **M/S SPASHT MARKETING PRIVATE LIMITED** are hereby called upon to submit their claims with proof on or before **15th January, 2024** to the interim resolution professional at the address mentioned against entry No. 10.
The financial creditors shall submit their claims with proof by electronic means only. All other creditors may submit the claims with proof in person, by post or by electronic means.
A financial creditor belonging to a class, as listed against the entry No. 12, shall indicate its choice of authorized representative from among the three insolvency professionals listed against entry No. 13 to act as authorized representative of the class [specify class] in Form CA.
Submission of false or misleading proofs of claim shall attract penalties.

Sd/-
Anal Basu
Name and Signature of Interim Resolution Professional
Registration No: IBBI/IPA-001/IP-P-02436/2021-2022/13742

Date : 05.01.2024
Place : Kolkata

ফর্ম বি
সাধারণ ঘোষণা
২০১৬ সালের ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপ্টসি বোর্ড অফ ইন্ডিয়া
(লিকুইডেশন প্রসেস) রেগুলেশনসের রেগুলেশন ১২ অধীনে)
ম্যাক্সগ্রো ওভারসিজ লিমিটেড-এর বিনিয়োগকারীগণের অবগতির জন্য

সংশ্লিষ্ট বিস্তারিত

১.	কর্পোরেট ডেটরের নাম	ম্যাক্সগ্রো ওভারসিজ লিমিটেড
২.	কর্পোরেট ডেটরের গঠনের তারিখ	০৫.০৮.২০০৮
৩.	যে কর্তৃপক্ষের অধীনে কর্পোরেট ডেটর গঠিত/নথিভুক্ত	রেজিস্ট্রার অফ কোম্পানিজ, কলকাতা
৪.	কর্পোরেট ডেটরের কর্পোরেট আইডেন্টিটি নং	U51909WB2008PLC128225
৫.	কর্পোরেট ডেটরের রেজিস্টার্ড অফিস এবং প্রধান অফিস (যদি কিছু থাকে) ঠিকানা	নথিভুক্ত ঠিকানা : ন্যাচারাল হাইট কমপ্লেক্স, ১সি, বিল্ডিং নং ৫, ফেজ I, ভিআইপি রোড, হলদিরামের বিপরীতে (এয়ারপোর্ট) কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ - ৭০০০৫২ অন্য ঠিকানা : ১০৩, হাবটাউন সোলারিস, এন এস ফাদকে মার্গ আন্ধেরি (পূর্ব) মুম্বই, মহারাষ্ট্র - ৪০০০৬৯
৬.	ইনসলভেন্সি প্রস্তাব প্রক্রিয়া সমাপ্তির তারিখ	২০.১২.২০২৩
৭.	লিকুইডেশন প্রক্রিয়া শুরুর তারিখ	২১.১২.২০২৩
৮.	লিকুইডেটরের নাম, ঠিকানা, ইমেল ঠিকানা, টেলিফোন নম্বর এবং রেজিস্ট্রেশন নম্বর	সন্দীপ কুমার কেজরিওয়াল লিকুইডেটর - ম্যাক্সগ্রো ওভারসিজ লিমিটেড অফিস ঠিকানা : ১, আর এন মুখার্জি রোড, ৩২২, ৪র্থ তল, মার্টিন বার্ন হাউস, কলকাতা - ৭০০০০১ ইমেল : **sandipkej2@gmail.com** ফোন : ৯৮৩১০৭৪১২৪ আইবিবিআই রেজি নং IBBI/IPA-002/IP-N00236/2017-18/10687
৯.	দাবি দাখিলের শেষ তারিখ	২০.০১.২০২৪
১০.	সংশ্লিষ্ট ফর্ম	https://ibbi.gov.in/en/home/downloads

এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত হচ্ছে ন্যাশনাল কোম্পানি ল ট্রাইব্যুনাল, কলকাতা বেঞ্চ-II, নির্দেশ দিয়েছে ম্যাক্সগ্রো ওভারসিজ লিমিটেড-এর কর্পোরেট ইনসলভেন্সি প্রস্তাব প্রক্রিয়া শুরুর তারিখ ২০.১২.২০২৩।
ম্যাক্সগ্রো ওভারসিজ লিমিটেড-এর বিনিয়োগকারীগণকে প্রামাণ্য নথি সহ তাদের দাবি ২০.০১.২০২৪ তারিখে অর্ন্তবর্তীকালীন প্রস্তাবক পেশাদারগণের নিকট ক্রম নং ৮-এ উল্লিখিত ঠিকানায় পেশ করতে।
আরও অবগত করা হচ্ছে বিনিয়োগকারীগণ লিকুইডেশন প্রক্রিয়ার সময়ে তাদের দাবি দাখিল না করে থাকলে, সংশ্লিষ্ট বিনিয়োগকারী পরবর্তীতে তার দবি দাখিল করে থাকলে, এবং যথাযথভাবে অন্তবর্তীকালীন প্রস্তাবক পেশাদর কর্তৃক বা প্রস্তাব পেশাদার কর্তৃক স্বীকৃত হলে, অবস্থা যেমনই হোক, কর্পোরেট ইনসলভেন্সি প্রক্রিয়াকালে ২০১৬ সালের ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপসি বোর্ড অব ইন্ডিয়া (ইনসলভেন্সি রেজলিউশন প্রসেস ফর কর্পোরেট পার্সনস) রেগুলেশনস অধীনে এবং সংশ্লিষ্ট ধারা ৩৮ অধীনে দবি দাখিলকৃত হয়েছে বলে গণ্য হবে।
আর্থিক বিনিয়োগকারীগণ প্রামাণ্য নথি সহ কেবল বৈদ্যুতিন মাধ্যমেই তাদের দাবি দাখিল করতে পারবেন। অন্যান্য বিনিয়োগকারীগণ তাদের দাবি প্রামাণ্য নথি সহ ব্যক্তিগতভাবে বা ডাকযোগে বা বৈদ্যুতিন মাধ্যমে দাখিল করতে পারেন।
মিথ্যা অথবা বিভ্রান্তকারী প্রমাণ সহ দাবি দাখিলের ক্ষেত্রে জরিমানা হতে পারে।

স্বা/-
লিকুইডেটর - সন্দীপ কুমার কেজরিওয়াল
IBBI/IPA-002/IP-N00236/2017-18/10687
এএফএ : AA2/10687/02/050224/202623 বৈধ ০৫.০২.২০২৪ পর্যন্ত

তারিখ : ৩০.১২.২০২৩
স্থান : কলকাতা

বলাগড়ের বিধায়কের কার্যালয়ের অবস্থা লন্ডভন্ড, ভাঙচুর চেয়ার টেবিল

নিজস্ব প্রতিবেদন, বলাগড়: উত্তপ্ত বলাগড়। তৃণমূল বিধায়ক মনোরঞ্জন ব্যাপারীর কার্যালয় ভাঙচুর। শুধু তাই নয়, বিধায়ক ঘনিষ্ঠ এক ব্যক্তির বাড়িও ভেঙে দেওয়া হয়েছে বলে খবর। এই ঘটনার পিছনে ফের তৃণমূল নেত্রী রুনা খাতুনকে নিশানা করেছেন বিধায়ক মনোরঞ্জন। বুধবার থেকে কার্যত গরম রয়েছেন বিধায়ক। এর আগেও দলের একাংশ নেতাদের বিরুদ্ধে বেসুরো মন্তব্য করতে শোনা গিয়েছিল। তবে বুধবার যেন সকাল থেকেই 'অ্যাটাকিং' মুডে ছিলেন বলাগড়ের বিধায়ক। তৃণমূল নেত্রী রুনা খাতুনকে দুর্নীতি নিয়ে বেঁধেন তিনি। শুধু তাই নয়, বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায়ের দ্বারস্থ হওয়ার কথাও বলেন বুধবার রাতে মনোরঞ্জন ব্যাপারী। এরপর রাত্রিবেলা দলের কার্যালয় ভাঙচুর করা হয়েছে বলে ফেসবুকে ফের পোস্ট করেন তৃণমূল বিধায়ক। এক্ষেত্রেও রুনা খাতুনকেই দায়ী করেন তিনি। ফেসবুকে লেখেন, 'খবর পাওয়া গিয়েছে রুনা খাতুন গিয়ে আমার বিধায়ক কার্যালয় ভাঙচুর করেছে। পাল্টা দেওয়ার সময় এসেছে।' এরপর বৃহস্পতিবার সকালে দেখা যায় বিধায়কের কার্যালয়ের অবস্থা লন্ডভন্ড। ভাঙচুর চেয়ার টেবিল। এই নিয়ে এদিন সকালেও ফেসবুকে লেখেন মনোরঞ্জন। নিজের আশঙ্কার কথা উল্লেখ করে তিনি লেখেন, 'বলেছিলাম আমার ওপর হামলা হতে পারে। আমার কথার বারো ঘণ্টা কাটতে না কাটতেই রাত আঁধারে জিরাটের আমার বিধায়ক কার্যালয়ে উপরে হামলা হয়েছে। অফিসের লোকদের মেরে হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।' এদিকে, যার বিরুদ্ধে অভিযোগ রুনা খাতুন বলেন, 'উনি টাইমলাইনে থাকার জন্য আমাকে কুরুচিকর আক্রমণ করছেন। আর কার্যালয় ভাঙচুর নিয়ে আমায় দুষছেন। আমি তো বলব নিজে খোঁজ নিন আগে। উনি কার থেকে টাকা নিয়ে রেখেছেন, কী করছেন। এটা জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত ক্ষোভ নয়তো।'

কৃষকদের স্বার্থে দ্বারকেশ্বর ও কানা মুণ্ডেশ্বরী নদীর খাল পরিদর্শনে হুগলি জেলা প্রশাসন

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: কৃষকদের স্বার্থে হুগলি জেলা পরিষদের কৃষি দপ্তরের আধিকারিকরা আরামবাগের মজে যাওয়া খালগুলি পরিদর্শন করলেন বৃহস্পতিবার। মহকুমার খাল সংস্কার ও স্লুইস গেটগুলো সংস্কার হলে উপকৃত হবেন লক্ষাধিক কৃষক। আরামবাগে কানা দ্বারকেশ্বর, কানা মুণ্ডেশ্বরী খালের আমূল সংস্কারের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। আরামবাগ মাস্টার প্লানের প্রথম পর্যায়ের কাজে কানা দ্বারকেশ্বর ও আরোরা কালের বেশ কিছুটা অংশ সংস্কার করা হয়েছিল। যদিও সেই কাজ সম্পূর্ণ হয়নি। উল্টে সংস্কার হওয়া খালের অনেক জায়গা আবার নতুন করে মজে গিয়েছে। মহকুমার চাষিদের যার জেরে ক্ষতির মুখে পড়তে হয়েছে। মিগজাউমের জেরে কিছুদিন আগে হঠাৎ করে টানা বৃষ্টি হয়। বৃষ্টির জমা জল বের হওয়ার পথ না পেয়ে মাঠের পর মাঠ ভাসিয়ে দেয়। ফসল নষ্ট হওয়ায় মহকুমার চাষিরা বিপুল ক্ষতির মুখে পড়েন। চাষিদের তরফে এরপরেই খাল সংস্কারের জোরালো দাবি ওঠে। বৃহস্পতিবার জেলা পরিষদের আধিকারিকরা মজে যাওয়া কানা দ্বারকেশ্বর ও কানা মুণ্ডেশ্বরী খাল পরিদর্শনে এসে মজে যাওয়া অংশগুলি সরেজমিনে খতিয়ে দেখেন। জেলা পরিষদের কৃষি, সেচ সমবায়ের কর্মাধ্যক্ষ মদন মোহন কোলে বলেন, আরামবাগ মাস্টার প্লানের মাধ্যমে ২০১৯ সাল থেকে মহকুমার খালগুলির সংস্কার চলছে। কানা দ্বারকেশ্বর ও কানা মুণ্ডেশ্বরী খাল সুপরিকল্পিতভাবে সংস্কার করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। এছাড়াও ভেঙে যাওয়া স্লুইসগেটগুলো নতুন করে সংস্কার করা হবে। খাল সংস্কারের কাজ থমকে থাকা ও পরিকল্পনার সঠিক রূপায়ণ না হওয়া নিয়ে প্রশ্ন করা হলে আধিকারিকরা মুখ খুলতে চাননি। আরামবাগে পুরসভার ৭, ৮, ১০, ১১, ১৭ নম্বর ওয়ার্ড ও মায়াপুর, হরিণখোলা এলাকা হয়ে কানা দ্বারকেশ্বর খানাকুলে অরোরা খালে মিশেছে। কানা মুণ্ডেশ্বরী খালটির বর্তমান অস্তিত্ব আরান্ডি-২ পঞ্চায়েতের হিয়াৎপুর হয়ে মায়াপুর-১ পঞ্চায়েতের বলরামপুর পর্যন্ত। দুটি খালের জল অরোরা খাল হয়ে রূপনারায়ণে মিশলে আরামবাগ ও খানাকুলের দুটি ব্লকের বিস্তীর্ণ কৃষি

জমি প্লাবিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে না। একইসঙ্গে খালের জল পতিত এলাকায় পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হবে। জেলা পরিষদের সদস্য সুজাহান বেগম বলেন, হিয়াৎপুর থেকে কড়ুই পর্যন্ত কানা মুণ্ডেশ্বরী একদম মজে গিয়েছে। আরান্ডি, হরিণখোলার বিস্তীর্ণ নিচু জমি এলাকার জল বের হওয়ার কোন পথ নেই। বৃষ্টির জমা জল ফসল নষ্ট করে দেয়। বিষয়টি নিয়ে এলাকার চাষিরা সরাসরি নবান্নে জানিয়েছিলেন। এদিন জেলা পরিষদের কৃষি আধিকারিকরা খালের মজে যাওয়া অংশ পরিদর্শনে যান। সংস্কারের কাজ দ্রুত শুরু করার আশ্বাস দেওয়া হয়েছে। পুরসভার ৬ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর স্বপন নন্দী বলেন, পশ্চিম বর্ধমানের মোগলমারী থেকে জমা জল ১৫ নম্বর ক্যানেল দিয়ে আরামাগ পুরসভার বেশ কয়েকটি ওয়ার্ডের ফসলি জমি ডুবিয়ে দেয়। ফসল নষ্ট হয়। এরপরেই বড় খালগুলির সঙ্গে ছোট খালগুলি সংস্কারের জন্য সর্বোচ্চ রাজ্য প্রশাসনের কাছে দরবার করা হয়েছিল। সবমিলিয়ে খালগুলো দ্রুত সংস্কার করার উদ্যোগ নেওয়ায় খুশি এলাকার চাষিরা।

বৈঙ্ক অফ ইন্ডিয়া Bank of India BOI Relationship beyond banking

বর্ধমান জোনাল অফিস
৪৪৬/এন, আর্মস্ট্রং এভিনিউ, বিধান নগর, সেক্টর -২এ, দুর্গাপুর,
জেলা - বর্ধমান, পিন - ৭১৩২১২, ফোন নং - ০৩৪২-২৬৬৫৭০৩

দখল বিজ্ঞপ্তি

যেহেতু
নিম্নস্বাক্ষরকারী **ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া,** অনুমোদিত অফিসার হিসেবে সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন ২০০২ এর ১৩(১২) ধারা এবং তৎসহ পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে **০৬.১০.২০২৩ তারিখে** ঋণগ্রহীতা **শ্রী কৌশিক বসাক এবং শ্রীমতি সুমিত্রা বসাক (প্রয়াত ঋণগ্রহীতা শ্রী সমীরণ বসাকের আইনি উত্তরাধিকারীগণ)** কে নোটিশে উল্লিখিত বকেয়া পরিমাণ **৭,৯২,১৮৮.০৫ টাকা এবং সুদ (সাত লাখ বিরানব্বই হাজার একশ অষ্টআশি টাকা এবং পাঁচ পয়সা) টাকা** নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায় দেওয়ার জন্য এক দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।
আইনি উত্তরাধিকারীগণ সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় প্রয়াত ঋণগ্রহীতা শ্রী সমীরণ বসাকের আইনি উত্তরাধিকারীগণ এবং সাধারণকে বিজ্ঞাপিত করা হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী সংশ্লিষ্ট আইনের ১৩(৪) ধারা এবং উক্ত রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে নিম্নোক্ত জামিনদত্ত সম্পত্তি/সমূহের স্বত্ব দখল করেছেন **৪ জানুয়ারি ২০২৪ তারিখে।**
আইনি উত্তরাধিকারীকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে কোনওভাবেই জামিনদত্ত সম্পত্তির লেনদেন না করতে এবং কোনওরূপ লেনদেন **ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া, ধাত্রীগ্রাম শাখার** নিকট বকেয়া পরিমাণ **৭,৯২,১৮৮.০৫ টাকা** এবং পরবর্তী সুদ আদায়দান সাপেক্ষ।
আইনি উত্তরাধিকারীর অবগতির জন্য বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া পরিমাণ আদায়দান সাপেক্ষে উক্ত জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

সংশ্লিষ্ট সকল অংশ সম্পত্তি এলআর প্লট নং ১৭৩২, এলআর খতিয়ান নং ১১৩৩/২৩, মৌজা- ধাত্রীগ্রাম, জেএল নং ৮৭, থানা-কালনা, শ্রেণি-বাস্তু, জমির এরিয়া ৫.০ ডেসিমেল/২১৮১.৮ বর্গফুট/৩.০৩ কাঠা, একতলা, এরিয়া ৯৪৬.৩৬ বর্গফুট ধাত্রীগ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, ধাত্রীগ্রাম (সাজার মাতলা), পো- ধাত্রীগ্রাম, পূর্ব বর্ধমান, পিন- ৭১৩৪০৫, চৌহদ্দি : উত্তরে : বরুণ কুন্ডুর ভবন, দক্ষিণে : কৃষ্ণচন্দ্র বসাকের ভবন, পূর্বে : মালিকের সম্পত্তি, পশ্চিমে : ৭ ফুট চওড়া সাধারণ চলার পথ সমন্বিত।

তারিখ- ০৪.০১.২০২৪
স্থান- ধাত্রীগ্রাম

অনুমোদিত অফিসার
ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া

পঞ্জাব নৈশনল বৈংক pnb punjab national bank

দখল বিজ্ঞপ্তি
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

সার্কেল সস্ত্র মুর্শিদাবাদ, ২৬/১১, শহিদ সূর্য সেন রোড
পো. বহরমপুর, জেলা - মুর্শিদাবাদ, (পব), ইমেল : cs8283@pnb.co.in

যেহেতু,
নিম্নস্বাক্ষরকারী **পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক,** অনুমোদিত অফিসার হিসেবে ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩ ধারা এবং তৎসহ পঠিতব্য ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতাগণকে প্রতিটি অ্যাকাউন্টের অধীনে সংশ্লিষ্ট তারিখ অনুযায়ী নোটিশে উল্লিখিত বকেয়া পরিমাণ নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য দাবি নোটিশ/গুলি ইস্যু করেছেন।
ঋণগ্রহীতাগণ উক্ত বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতাগণ এবং সাধারণের প্রতি বিজ্ঞাপিত হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৪) এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট এনফোর্সমেন্ট রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নোক্ত তারিখে সংশ্লিষ্ট জামিনদত্ত সম্পত্তি(সমূহ) স্বত্ব দখল করেছেন।
ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতা/বন্ধকদাতার অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্দিষ্ট তারিখের মধ্যে বকেয়া পরিমাণ আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পদ উদ্ধার করতে পারেন।
ঋণগ্রহীতাগণকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে তারা যেন কোনওভাবেই জামিনদত্ত সম্পত্তি/সমূহের কোনরূপ লেনদেন না করেন। সংশ্লিষ্ট সম্পত্তি/সমূহের কোনরূপ লেনদেন **পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্কের** সমুদয় বকেয়া পরিমাণ সুদ সহ আদায়দান সাপেক্ষ।

ক্রম নং	ক) অ্যাকাউন্ট নাম খ) শাখার নাম	বন্ধকদত্ত সম্পত্তির বিস্তারিত	ক) দাবি নোটিশের তারিখ খ) দখলের তারিখ গ) দাবি নোটিশ অনুযায়ী বকেয়া পরিমাণ
১.	**ক) নিমাই চন্দ্র সিংহ** পিতা বিজয় প্রতাপ সিংহ **এবং শ্রীমতি সুতপা সিংহ,** স্বামী শ্রী নিমাই চন্দ্র সিংহ **খ) রঘুনাথগঞ্জ শাখা**	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বসবাসের ফ্ল্যাট নং সি, দক্ষিণ-পূর্ব অংশে ৩য় তলে, পরিমাণ ৮১০ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া (জি-৪) তলা "নিলাদ্রি বিজয় অ্যাপার্টমেন্ট" ভবন অবস্থিত পুরসভা প্রেমিসেস নং ২২, বেলিয়াঘাটা মেন রোড, বর্তমানে ড. সুরেশ চন্দ্র ব্যানার্জি রোড, থানা-বেলিয়াঘাটা, ওয়ার্ড নং ৩৪, স্থানীয় কলকাতা পৌর সংস্থা অধীন, কলকাতা-৭০০০১০, পশ্চিমবঙ্গ, শ্রী নিমাই চন্দ্র সিংহ, পিতা বিজয় প্রতাপ সিংহ, এবং শ্রীমতি সুতপা সিংহ, স্বামী শ্রী নিমাই চন্দ্র সিংহ, টাউন/গ্রাম : ইন্দিরাপল্লি, পো এবং থানা- রঘুনাথগঞ্জ, জেলা-মুর্শিদাবাদ, পিন-৭৪২২২৫,পশ্চিমবঙ্গ। **স্বত্বাধিকারী : ১. শ্রী নিমাই চন্দ্র সিংহ,** পিতা বিজয় প্রতাপ সিংহ, **২. শ্রীমতি সুতপা সিংহ,** স্বামী শ্রী নিমাই চন্দ্র সিংহ, পুরসভা হোল্ডিং নং ৬৯/৭৩, ইন্দিরাপল্লি,ওয়ার্ড নং ১৯, জাঙ্গিপুর পুরসভা অধীন, পো এবং থানা -রঘুনাথগঞ্জ, জেলা-মুর্শিদাবাদ, পিন- ৭৪২২২৫, পশ্চিমবঙ্গ। **চৌহদ্দি :** উত্তরে : বসবাসের ভবন অন্যান্যর, দক্ষিণে : সড়ক (মেন), পূর্বে : রাস্তা (পাকা), পশ্চিমে : অন্যান্যর বসবাসের ভবন।	**ক) ২৪.০৫.২০২৩** **খ) ০৩.০১.২০২৪** **গ) ৪১,০২,১৯৩.০০ টাকা (একচল্লিশ লাখ দুই হাজার একশ তিরানব্বই টাকা) টাকা** ২৪.০৫.২০২৩ অনুযায়ী প্রযোজ্য সুদ এবং ০১.০৫.২০২৩ পর্যন্ত পরবর্তী সুদ সহ

তারিখ : ০৩.০১.২০২৪
স্থান : বেলিয়াঘাটা, কলকাতা

অনুমোদিত অফিসার
পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক

বৈঙ্ক অফ ইন্ডিয়া Bank of India BOI Relationship beyond banking

ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া
রাস বিহারি এভিনিউ ব্রাঞ্চ
১৬১/৩, রাস বিহারি এভিনিউ
কলকাতা - ৭০০০১৯

ক্যুরিয়ার/রেজিস্টার্ড পোস্ট এ/ডি মাধ্যমে
হইতে
ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া
রাস বিহারি এভিনিউ ব্রাঞ্চ
প্রতি
শ্রী সিদ্ধার্থ বটব্যাল
পিতা রামানুজ বটব্যাল
২৩/১২, ভুবন মোহন রায় রোড, বরিষা, ঠাকুরপুকুর বর্তমানে হরিদেবপুর,
কলকাতা-৭০০০০৮
মহাশয়/মহাশয়া

বিষয় : অ্যাডভান্স এ/সি (সিদ্ধার্থ বটব্যাল) এ/সি নং : ৪০১৫৭৫১১০০০০০৯১
২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(২) ধারা অধীনে নোটিশ

১. আপনাদের অনুরোধক্রমে ব্যাঙ্ক কর্তৃক ঋণসুবিধাদি/ঋণ প্রদান করা হয়েছে যার মোট পরিমাণ **৩৫,৬২,০০০ টাকা**। আমরা বিভিন্ন ঋণসুবিধাদির বিস্তারিত নিম্নোক্ত মতে উল্লেখ করছি এবং বকেয়া পরিমাণ এবং নোটিশে তারিখ :-

ক্রম নং	সুবিধাদি	মঞ্জুরির সীমা	সংশ্লিষ্ট তারিখ পর্যন্ত বর্তমান দায়বদ্ধতা সুদ সহ
১	গৃহ ঋণ	৩৫,৬২,০০০.০০ টাকা	৩১,১৬,০০৩.৫১ টাকা এবং ২৮.১১.২০২৩ থেকে সুদ সহ

২. ব্যাঙ্ক কর্তৃক উক্ত ঋণ সুবিধাদি মঞ্জুর করা হয়েছিল নিম্নোক্ত সম্পদ/জামিন (ব্যাঙ্কের নিকট সম্পত্তি/সম্পদ দায়বদ্ধ বিশেষভাবে) :-
মূল জামিন : ১) ফ্ল্যাট ডি ৩য় তল, প্রেমিসেস নং ২৮, রামচন্দ্র কলোনি, থানা হরিদেবপুর, ওয়ার্ড নং ১২৩, কেএমসি, কলকাতা ৭০০০০৮, পরিমাণ ১১৩৪ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া কম বেশি অবস্থিত মৌজা পূর্ব বরিষা, জেএল নং ২৩, তৌজি নং ২৩৬, আরএস ৪৩ দাগ নং ২০২ এবং ২০৩, খতিয়ান নং ১৩৪৪, থানা হরিদেবপুর, কলকাতা ৭০০০০৮ সম পরিমাণ বন্ধকদত্ত।
৩. আপনারা ব্যাঙ্কের বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় সংশ্লিষ্ট ঋণ অ্যাকাউন্ট **নন পারফর্মিং অ্যাসেট শ্রেণিভুক্ত হয়েছে ২৮.১১.২০২৩** তারিখে ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নির্দেশাবলি/পরিচালন নীতি অনুযায়ী।
৪. উক্ত কারণে আমরা সংশ্লিষ্ট আইনের ১৩(২) ধারা অধীনে আপনাদের উদ্দেশে নোটিশ প্রেরণের বাধ্যবাধকতার দরুন সংশ্লিষ্ট ব্যাঙ্কের নিকট বকেয়া পরিমাণ **৩১,১৬,০০৩.৫১ টাকা (সংশ্লিষ্ট নোটিশের তারিখ পর্যন্ত চুক্তি মোতাবেক হারে বকেয়া) এবং পরবর্তী সুদ ১০ শতাংশ বার্ষিক হারে গৃহ ঋণের জন্য মাস অন্তর হিসেবে নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে ব্যয়, চার্জ, শুল্ক ইত্যাদি আদায়দানের নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে,** অন্যথায় ব্যর্থ হলে অনুগ্রহ করে অবগত হোন আমরা আপনাদের সম্পূর্ণ ঝুঁকি, শুল্ক এবং অবস্থার প্রেক্ষিতে ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩ ধারার সংস্থান অধীনে জামিনদত্ত সম্পত্তির বিনিময়ে আদায়ে বাধ্য হব।
৫. ব্যাঙ্কের নিকট বকেয়া সমুদয় প্রযোজ্য সুদ, সমুদয় শুল্ক, চার্জ এবং ব্যয় সংশ্লিষ্ট প্রক্রিয়া গ্রহণের জন্য আদায় দিতে নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে উল্লিখিত সময়ের মধ্যে, আপনারা আপনাদের জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন সংশ্লিষ্ট সারফেসি আইনের ১৩(৮) ধারা সংস্থান অধীনে সমুদয় বকেয়া নির্ধারিত সময়ের মধ্যে আদায় দিয়ে এবং বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে সংশ্লিষ্ট জামিনদত্ত সম্পত্তি লিজ, বিক্রয়, হস্তান্তর ইত্যাদির মাধ্যমে হস্তান্তর করা থেকে বিরত থাকতে নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে।
৬. উপরে উল্লিখিত ক্ষমতা প্রয়োগের মাধ্যমে যে পরিমাণ অর্থ আদায় করা হয়েছে, তা প্রথমে আমাদের দ্বারা করা সমস্ত খরচ, চার্জ এবং খরচ এবং/অথবা আনুষঙ্গিক যেকোন খরচ এবং দ্বিতীয়ত উপরে উল্লিখিত ব্যাঙ্কের বকেয়া পরিশোধে প্রয়োগ করা হবে। এই নোটিশের তারিখ থেকে প্রকৃত আদায়ের তারিখ পর্যন্ত চুক্তিভিত্তিক সুদ এবং অর্থের অবশিষ্টাংশ, যদি থাকে, ব্যাঙ্কের সম্পূর্ণ বকেয়া (ব্যাঙ্কের কাছে আপনার অন্য যে কোনও পাওনা সহ, ঋণগ্রহীতা বা গ্যারান্টার হিসাবে) সম্পূর্ণরূপে আদায় হয়ে যাওয়ার পরে, আপনাকে অর্থ প্রদান করা হবে।
৭. যদি উল্লিখিত বকেয়াগুলি সুরক্ষিত সম্পদের বিরুদ্ধে উল্লিখিত ক্ষমতা প্রয়োগের সময় আদায়কৃত অর্থ থেকে সম্পূর্ণরূপে পুনরুদ্ধার করা না হয়, তাহলে আমরা ঋণ পুনরুদ্ধারের আগে আইনি/পুনরুদ্ধারের পদক্ষেপগুলি দায়ের সহ আপনার এবং আপনার অন্যান্য সম্পদের বিরুদ্ধে এগিয়ে যাওয়ার আমাদের অধিকার সংরক্ষণ করি। ডেটস রিকভারি ট্রাইব্যুনাল/ আদালত, আপনার কাছ থেকে আনুষঙ্গিক সমস্ত খরচ ইত্যাদির সাথে বকেয়া অবশিষ্ট পরিমাণ পুনরুদ্ধারের জন্য।
৮. অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন যে উপরোক্ত আইনের উপ-ধারা (১৩) অনুযায়ী, এই নোটিশটি প্রাপ্তির পরে, আপনি বিক্রয়, ইজারা, লাইসেন্স, উপহারের মাধ্যমে উল্লিখিত সুরক্ষিত সম্পদগুলি হস্তান্তর বা কোনও দায়বদ্ধতা তৈরি করা থেকে বিরত থাকবেন বন্ধক বা অন্যথায়।
৯. নিম্নস্বাক্ষরকারী এই নোটিশ জারি করার জন্য ব্যাংকের যথাযথভাবে অনুমোদিত অফিসার এবং উপরোক্ত আইনের ১৩ ধারার অধীনে ক্ষমতা প্রয়োগ করেন।
১০. উল্লেখ করা বাহুল্য যে এই নোটিশটি ব্যাঙ্কের কাছে উপলব্ধ অন্য কোনও অধিকার বা প্রতিকারের প্রতি কোনো বাধা ছাড়াই আপনাকে সম্বোধন করা হয়েছে।

স্থান : কলকাতা
তারিখ : ২৯.১১.২০২৩

স্বা/- চিফ ম্যানেজার এবং অনুমোদিত অফিসার
ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

প্রদর্শনী এবং শিক্ষামূলক মেলার উদ্বোধন হল রতুয়ায়, কেন্দ্রের সমালোচনায় মন্ত্রী বেচারাম মান্না

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: রাজনৈতিক আক্রোশের জেরেই কেন্দ্রের মোদি সরকার পশ্চিমবঙ্গে ১০০ দিন কাজের টাকা বন্ধ রেখেছে। ওরা ভেবেছিল এই অভিসন্ধির মাধ্যমে রাজ্যে ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচনে তারা ফায়দা নেবে। কিন্তু সে গুড়ে বালি হয়েছে বিজেপির। বৃহস্পতিবার রতুয়ায় প্রদর্শনী এবং শিক্ষামূলক একটি মেলার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে এসে কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের এভাবেই সমালোচনা করেছেন রাজ্যের কৃষি বিপণন দপ্তরের মন্ত্রী বেচারাম মান্না। তাঁর অভিযোগ, ১০০ দিনের কাজের টাকা বন্ধ হয়ে যাওয়ায় গ্রামীণ এলাকাতে প্রভাব পড়েছে। মুদিখানার দোকান থেকে হাটবাজার ব্যবসায়ীদের মধ্যে বেচাকেনা কমেছে। যারা এই প্রকল্পের কাজের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, এখন জবকার্ড হোল্ডার হলেও ১০০ দিনের কাজ পাচ্ছেন না। ফলে সেইসব জবকার্ড হোল্ডারেরা নিজেদের গ্রামীণ এলাকায় মুদি থেকে মাছ-মাংসের দোকানে কেনাকাটা কমিয়েছে। আর তার লোকসানের বোঝা ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের বইতে হচ্ছে। এর প্রভাব আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে অবশ্যই পড়বে এবং মানুষ এর যোগ্য জবাব দেবে।

এদিন চাঁচল মহকুমার রতুয়া থানা সংলগ্ন একটি বেসরকারি নার্সিং স্কুল প্রাঙ্গণে এই মেলার আনুষ্ঠানিক ভাবে উদ্বোধন করা হয়। প্রদর্শনী এবং শিক্ষামূলক এই মেলার নাম দেওয়া হয়েছে 'আমার মেলা'। আগামী ৭ জানুয়ারি পর্যন্ত চলবে এই মেলা। রতুয়ার একটি বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষের উদ্যোগে এবছর দ্বিতীয় বর্ষে পড়ল আমার মেলা। তবে এই মেলার অন্যতম উদ্যোক্তা হলেন মালদা জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি তথা মালতিপুর বিধানসভার বিধায়ক আব্দুর রহিম বক্সি। এদিন ফিতে কেটে ও প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মধ্য দিয়ে এই মেলার উদ্বোধন করা হয়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্য সরকারের মন্ত্রী বেচারাম মান্না, বস্ত্র দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী তাজমুল হোসেন, সেচ দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিন, জেলা তৃণমূলের সভাপতি তথা বিধায়ক আব্দুর রহিম বক্সি। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন মালদার জেলাশাসক নীতিন সিংহানিয়া, পুলিশ সুপার প্রদীপ কুমার যাদব, জেলা পরিষদের সভাধিপতি লিপিকা বর্মন ঘোষ সহ মালদা ও উত্তর দিনাজপুরের একাধিক বিধায়করা।

এদিন বক্তব্য রাখতে গিয়ে কৃষি বিপণন দপ্তরের মন্ত্রী বেচারাম মান্না

গোঘাটে মণীষাঙ্গণ উদ্বোধনে আরামবাগের মহকুমা শাসক

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: হুগলির গোঘাট এক নম্বর ব্লক প্রশাসনের অভিনব উদ্যোগে। পঞ্চায়েত সমিতি ও ব্লক প্রশাসনের ব্যবস্থাপনায় মণীষাঙ্গণ গড়ে তোলা হয়। বৃহস্পতিবার বিডিও অফিস চত্বরে গড়ে ওঠা মণীষাঙ্গণের উদ্বোধন হয়। এই কর্মসূচির উদ্বোধন করেন আরামবাগের মহকুমা শাসক সুভাষীনি ই। পাশাপাশি উপস্থিত ছিলেন গোঘাট এক নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি বিজয় রায়, বিডিও সম্রাট বাগচি-সহ বিশিষ্টজনেরা। ছয়জন মনীষীর এদিন মূর্তি উন্মোচন হয়। পাশাপাশি এলাকার মেধাবী ও দুঃস্থ ছাত্র ছাত্রীদের ছবি আঁকার জন্য ফ্রি কোচিং এর ব্যবস্থা করে প্রশাসন। এমনকি শরীর চর্চার জন্য যোগা প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়। এই বিষয়ে আরামবাগ মহকুমা শাসক সুভাষীনি ই বলেন, গোঘাট এক নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির উদ্যোগে হল। এটা খুবই ভালো উদ্যোগ। আমরা খুবই আনন্দিত। অপরদিকে গোঘাট এক নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি বিজয় রায় বলেন, শপথ নেওয়ার পরেই ঠিক করেছিলাম, অভিনব কিছু করতে হবে। এদিন ছয় জন মনীষীর মূর্তি উন্মোচন করতে পেরে খুব ভালো লাগছে। সবমিলিয়ে প্রশাসনের এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানায় এলাকার মানুষ

পুলিশ পেট্রোলিংয়ের সময় ভয়াবহ দুর্ঘটনা বাগনানের বরুন্দায়, মৃত ২ পুলিশ কর্মী

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাগনান: বৃহস্পতিবার ভোরে ঘটল এক মর্মান্তিক দুর্ঘটনা ঘটে। হাওড়ার বাগনানের বরুন্দায় ১৬ নম্বর জাতীয় সড়কের ওপর পুলিশের পেট্রোলিং গাড়ি ও একটি বড় ট্রাকের সঙ্গে ধাক্কায় দুই পুলিশ কর্মীর মৃত্যু হল। মৃতদের নাম সুজয় দাস (এসআই), পলাশ সামন্ত (কনস্টেবল)। এই ঘটনায় চালক ও আরও দুই পুলিশ কর্মীকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় কলকাতায় স্থানান্তরিত করা হয়েছে। জানা গিয়েছে, বরুন্দার কাছে পুলিশ পেট্রোলিংয়ের গাড়িটি বাগনানের দিকে ফিরছিল। বরুন্দার কাছে পিছন থেকে একটি বড় ট্রাক সজোরে ধাক্কা মেরে চলে যায়। আশপাশের লোকজন ছুটে এসে পুলিশ কর্মীদের উদ্ধার করে বাগনান হাসপাতালে পাঠায়। সেখানে সুজয় ও পলাশকে মৃত বলে ঘোষণা করা হয়। অন্য তিনজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় তাদের কলকাতায় স্থানান্তরিত করা হয়। কেন্দ্রীয় নতুন আইনের প্রতিবাদ জানাতে গিয়ে ট্রাক চালকরা এমনিতে কর্ম বিরতি করছে। তবে কি চালকের রাগ পুলিশের ওপর পড়ল? উঠছে প্রশ্ন। গাড়ির পিছনের দিকটি এমনভাবে দুমড়ে মুচড়ে গিয়েছে যে, ঘাতক গাড়ির গতি সহজেই অনুমেয়। ঘটনার পর থেকেই ঘাতক গাড়িটির খোঁজে তল্লাশি শুরু করে পুলিশ।

একটি সন্দেহভাজন গাড়িকে উলুবেড়িয়ার নিমদিঘি থেকে আটক করেছে পুলিশ। হাওড়া গ্রামীণ পুলিশ সুপার এস ভাণ্ডালিয়া তদন্ত শুরু করেছেন। এদিন সাত সকালেই ঘটনাস্থলে চলে আসেন রাজ্য পুলিশের কর্তারা। পুলিশ আটক গাড়িটির চালককে জিজ্ঞাসাবাদ করছে বলে জানা গিয়েছে। মৃত এস আইয়ের বাড়ি হাওড়ার বেলুড়ে। তাঁর স্ত্রী ছাড়া ও এক কন্যা ও এক পুত্র রয়েছে। মৃত হোমগার্ড পলাশের বাড়ি বাগনানের দ্বীপামালিতায়। বাড়িতে স্ত্রী, মা, বাবা ছাড়া ও একটি পাঁচ বছরের মেয়ে রয়েছে। পরিবারের একমাত্র উপার্জনক্ষম পুরুষ ছিল পলাশ। এদিন খবর পাওয়ার পরেই মৃত হোমগার্ড পলাশের বাড়িতে যান এলাকার প্রাক্তন বিধায়ক অসিত মিত্র। তিনি মৃতের পরিবারের একজনকে দ্রুত চাকরির দাবি জানান। তবে এই ঘটনার জেরে গ্রামীণ পুলিশের অন্দরে এবং বেলুড় ও দ্বীপামালিতায় শোকের ছায়া নেমে আসে।

লক্ষ টাকা ব্যয়ে নির্মিত কর্মতীর্থ পরিণত হয়েছে জঙ্গলে, উদাসীনতার অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: সরকারি লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয়ে নির্মিত কর্মতীর্থ পরিণত হয়েছে জঙ্গলে, অব্যবহৃত অবস্থায় ঝোপ ঝাড়ে ঢাকা পড়ছে ভবন। এই নিয়ে শুরু রাজনৈতিক চাপানউতোর। এলাকার বেকার যুবকদের কর্মসংস্থানের উদ্দেশ্যে সরকারি কোষাগারের লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে তৈরি হয়েছিল কর্মতীর্থ। বছর ছয়েক আগে সেই কর্মতীর্থ নির্মাণের কাজও শেষ হয়। কিন্তু তারপর থেকে

অব্যবহৃত অবস্থায় পড়ে থাকতে থাকতে নষ্ট হচ্ছে বিশাল পরিকাঠামো। ভবন ক্রমশ ঢাকা পড়ছে ঝোপঝাড়ে। যে কর্মতীর্থ এলাকার বেশ কিছু বেকারের মুখে ভাত তুলে দিতে পারত সেই কর্মতীর্থ জুড়ে এখন শুধুই জঙ্গল।

রাজ্যের অন্যান্য ব্লকের মতো বাঁকুড়ার ইন্দাস ব্লকেও ২০১৭ সালে কর্মতীর্থ গড়ে তোলার উদ্যোগ নেয় রাজ্য সরকার। ওই বছরই নির্মাণের পর ঘটা করে তার উদ্বোধনও হয়। কিন্তু সেখানেই থেমে যায় কর্মতীর্থের পথচলা। ১০টি স্টল ও দুটি লম্বা ছাউনিতে কোনওদিন না বসেছে বাজার না চলেছে ব্যবসা। স্থানীয়রা বলছেন, কর্মতীর্থের মূল ভবন বছরভর থাকে তালাবন্ধ। বাইরের দুটি ছাউনিতে স্থানীয়রা বর্ষার দিনে ধান শুকান। এহেন কর্মতীর্থকে নিয়ে স্বাভাবিক ভাবেই শুরু হয়েছে রাজনৈতিক চাপানউতোর।

ইন্দাস বিধানসভার বিজেপি বিধায়ক নির্মল কুমার ধাড়া বলেন, সরকারি কোষাগারের যে ৬০ লক্ষ টাকা এই কর্মতীর্থের জন্য বরাদ্দ করা হয়েছিল তার একটা বড় অংশই তৃণমূল নেতাদের পকেটে ঢুকেছে। বিজেপি বিধায়কের অভিযোগ মানতে চায়নি তৃণমূল। ইন্দাস পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি চন্দন রক্ষিত বলেন, ওই কর্মতীর্থের প্রতিটি স্টলই ভাড়া দেওয়া আছে। বেকার যুবকরা বিভিন্ন কারণে অন্যত্র ব্যবসা করলেও স্টলগুলিতে তাঁরা মালপত্র রাখেন। নিয়মিত খোলা হয় ওই কর্মতীর্থটি।

সিউড়িতে নিজের স্কুলে চন্দ্রযানের সফল অবতরণের কথা শোনালেন ইসরোর মহাকাশ বিজ্ঞানী দেবজ্যোতি ধর

মিলন গোস্বামী

সিউড়ি: নিজের স্কুলে সংবর্ধিত হলেন ইসরোর বিজ্ঞানী দেবজ্যোতি ধর। বৃহস্পতিবার এক আবেগঘন পরিবেশে নিজের মাস্টারমশাইদের সঙ্গ পেয়ে স্বভাবতই আবেগ তাড়িত হয়ে পড়েন চন্দ্রযান থ্রি'র সফল অবতরণের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য বাঙালি বিজ্ঞানী, বীরভূমের সিউড়ির ভূমিপুত্র তথা বীরভূম জেলা স্কুলের প্রাক্তন ছাত্র দেবজ্যোতি ধর। বৃহস্পতিবার নিজের স্কুলে বর্তমান ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে পেয়ে বক্তব্য রাখতে গিয়ে তুলে ধরেন জীবনের সফল হওয়ার কাহিনি। স্মৃতিচারণ করেন স্কুল জীবনের নানান কথা, তুলে ধরেন তৎকালীন শিক্ষক শিবনাথ চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে মধুর সম্পর্কের কথাও। চন্দ্রযান থ্রি-র সফলভাবে চাঁদের মাটিতে অবতরণ করার ক্ষেত্রে যিনি নেতৃত্ব দিয়েছেন তাকে সামনে পেয়ে খুশি বীরভূম জেলা স্কুল সহ সিউড়ি শহরের নটি স্কুলের উপস্থিত ছাত্র ছাত্রীরা। সর্বশিক্ষা মিশনের উদ্যোগে গড়ে ওঠা ছাত্র-ছাত্রীদের উৎসাহ ও প্রেরণা দেওয়ার ক্ষেত্রে নানান উদ্যোগ গ্রহণ করা শুরু হয়েছে স্কুলে স্কুলে। সেই উদ্যোগেরই অঙ্গ হিসাবে বীরভূম জেলা স্কুলকে হাব স্কুল সেন্টার হিসেবে গড়ে তোলা হয়েছে, আর বৃহস্পতিবার এই স্কুলেই সংবর্ধনা জানানো হয় প্রাক্তন ছাত্র তথা ইসরোর বিজ্ঞানী দেবজ্যোতি ধরকে। চন্দ্রযান থ্রি'র সফল অভিযানের বর্ণনা এবং অভিজ্ঞতার কথা বলতে গিয়ে দেবজ্যোতি ধরের কথায় উঠে এসেছে উৎসাহ, বিষয়ের প্রতি একাগ্রতা ও সময় নিষ্ঠার কথা। জেলা স্কুলের প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক শিবনাথ চট্টোপাধ্যায় বলেন, ছাত্রদের বিষয়ের প্রতি উৎসাহ থাকা দরকার তাহলেই সাফল্য আসবে। আর এই প্রসঙ্গ ধরেই তিনি তার ছাত্র দেবজ্যোতি ধরের সাফল্যের কথা বলেন। বীরভূম জেলা স্কুলের বর্তমান প্রধান শিক্ষক চন্দন সাহা বলেন, ছাত্রদের সার্বিক বিকাশের ক্ষেত্রে এই ধরনের প্রোগ্রাম আরও করা হবে। বৃহস্পতিবার বীরভূম জেলা স্কুল প্রাঙ্গণে ইসরোর বিজ্ঞানী দেবজ্যোতি ধরের সংবর্ধনা সভায় হাজির ছিলেন অতিরিক্ত জেলাশাসক উন্নয়ন বিশ্বজিৎ মোদক, সর্বশিক্ষা মিশনের অতিরিক্ত জেলা প্রকল্প আধিকারিক মৈত্রী চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ।

SBI **আরএএসএমইসিসিসি-কাম-এসএআরসি, বর্ধমান**
৪র্থ তল, মিউনিসিপ্যাল মার্কেট, বর্ধমান - ৭১৩১০১ (প.ব.),
ফোন - ০৩৪২-২৫৬৭১৪১, মো. ৮০০১১৯৩৭০৬, ই-মেল - sbi.10264@sbi.co.in

২০০২ সালের সারফেসি আইনের ১৩(২) ধারা অধীনে নোটিশ

এতদ্বারা ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য বিজ্ঞাপিত হচ্ছে ব্যাঙ্ক থেকে গৃহীত ঋণ সুবিধার মূল এবং সুদ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় তাঁর ঋণ অ্যাকাউন্ট নন পারফর্মিং অ্যাসেটস (এনপিএ) শ্রেণিভুক্ত হয়েছে। উক্ত নোটিশ ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস এন্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(২) ধারা অধীনে ইস্যু করা হয়েছে এবং সর্বশেষ জ্ঞাত ঠিকানায় প্রেরণ করা হয়েছিল, কিন্তু তা অবণ্টিত অবস্থায় ফিরে এসেছে ফলে এই নোটিশ মারফত অবগত করা হচ্ছে।

ক্রম নং	ঋণগ্রহীতাগণের নাম এবং ঠিকানা	সম্পত্তির বিস্তারিত/দায়বদ্ধ জামিনদত্ত সম্পদের ঠিকানা	নোটিশের তারিখ	এনপিএ তারিখ	বকেয়া পরিমাণ (নোটিশের তারিখ অনুযায়ী)
১.	**ঋণগ্রহীতা :** **শ্রীমতি মৌমিতা কংসবণিক** স্বামী নাসির মল্লিক **ঠিকানা :** ১) ২বি, ৩য় তল, স্মার্ট হোমস টাওয়ার-ফাল্গুনি-১০, রেনেসাঁ টাউনশিপ, বর্ধমান, জেলা-পূর্ব বর্ধমান, পিন - ৭১৩১০২। ২) বাবুরবাগ পশ্চিম পাড়া, শ্যামলাল, পো-রাজবাটী, জেলা-পূর্ব বর্ধমান, পিন-৭১৩১০৪।	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বসবাসের ফ্ল্যাট নং ২বি, ৩য় তলে, স্মার্ট হোমস-ফাল্গুনি-১০, প্রকল্প "রেনেসাঁ টাউনশিপ" নামে পরিচিত পরিমাণ এরিয়া কমবেশি ৬৫৮ বর্গফুট এসবিএ এবং সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির অবিভক্ত অংশের যথাযথ ভাগ অংশ অবস্থিত মৌজা- কাত্রাপোতা, জেএল নং ২৮, আরএস এবং এলআর নং ৮১ থেকে ৯৩, এলআর খতিয়ান নং ৩৬১, অবস্থিত থানা- বর্ধমান, জেলা-পূর্ব বর্ধমান, পিন-৭১৩১০২। উক্ত ফাল্গুনি-১০ টাওয়ার এর **চৌহদ্দি :** উত্তরে : প্রকল্প এলাকার বাইরে খালি জমি, দক্ষিণে : গ্রুপ হাউসিং, পূর্বে : রিং রোড, পশ্চিমে : প্রকল্প এলাকার বাইরে খালি জমি সমন্বিত। **সম্পত্তি শ্রীমতি মৌমিতা কংসবণিক এর নামে উল্লেখ্য দলিল নং : ১-৪০৭৮-২০২২ সালের।**	২৫.১০.২০২৩	২০.১০.২০২৩	২০,০০,১৮০.০০ টাকা (কুড়ি লাখ একশ আশি টাকা) (এ/সি নং ৪০৯৩৫৩৯৫০১১ -১৯,৬০,৬১৮ টাকা এ/সি নং ৪০৯৪৭৫৯৫৭১৯- ৩৯,৫৬২ টাকা) **২৫.১০.২০২৩ অনুযায়ী** আপনারা ২৬.১০.২০২৩ থেকে উক্ত পরিমাণের সঙ্গে ব্যয় শুল্ক চার্জ ইত্যাদি সহ পরবর্তী সুদ, ব্যয়, শুল্ক, চার্জ ইত্যাদি চুক্তি মোতাবেক হারে আদায় দিতে দায়বদ্ধ।

নোটিশের বিকল্প পরিষেবা হিসেবে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। উক্ত ঋণগ্রহীতাগণ এবং/বা জামিনদাতাগণ (যেখানে প্রযোজ্য) সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে, ব্যর্থ হলে সংশ্লিষ্ট ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৪) অধীনে এই নোটিশের ৬০ দিনের পরবর্তীতে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।
ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে সংশ্লিষ্ট সময়ের মধ্যে নির্দিষ্ট পরিমাণ আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

[দ্রষ্টব্য : এতদ্বারা অবগত করা হচ্ছে ২০০২ সালের সারফেসি আইন অধীনে সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট অনুযায়ী আপনাদের নিকট প্রেরিত পূর্বেকার সকল নোটিশ বাতিল এবং/বা প্রত্যাহার করা হল]

তারিখ : ০৫.০১.২০২৪
স্থান - বর্ধমান

অনুমোদিত অফিসার
এসবিআই, আরএএসএমইসিসিসি-কাম-এসএআরসি, বর্ধমান

পঞ্জাব নেশনল বৈঙ্ক pnb punjab national bank (Govt. of India Undertaking)

ই-অকশন বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

সার্কেল সস্ত্র সেন্টার, সার্কেল অফিস : কলকাতা দক্ষিণ
ইউনাইটেড টাওয়ার (১০ম তল), ১১, হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা - ৭০০০০১, ই-মেল : cs8267@pnb.co.in

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট এক্ট এবং তৎসহ পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) এবং ৯(১) সংস্থান অধীনে স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির ই-অকশন বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।
এতদ্দ্বারা সাধারণভাবে জনগণকে এবং বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতা(গণ) ও জামিনদার(গণ)কে বিজ্ঞাপিত করা হচ্ছে যে, নিম্নে বর্ণিত স্থাবর সম্পত্তি ব্যাঙ্ক /সুরক্ষিত ঋণদাতা-র কাছে বন্ধকী/ চার্জযোগ্য ঠিকানা, যার বাস্তবিক/গঠনমূলক/প্রতীকী দখল নিয়েছেন পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক -এর অনুমোদিত আধিকারিক, তা **"যেখানে যেমন আছে"**, **"যেখানে যা আছে"** এবং **"যেখানে যা-কিছু আছে"** ভিত্তিতে বিক্রি হবে অত্র নিম্নে বর্ণিত তারিখে, স্ব-স্ব ঋণগ্রহীতাগণ এবং জামিনদারগণ-এর কাছ থেকে ব্যাঙ্ক /সুরক্ষিত ঋণদাতা-র কাছে বকেয়া পাওনা এবং অতিরিক্ত সুদ, চার্জ এবং মূল্য ইত্যাদি বকেয়া পুনরুদ্ধারের জন্য। সংরক্ষিত মূল্য এবং বায়না অর্থ জমা সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির বিপরীতে নীচের টেবিলে উল্লিখিত হবে।

সুরক্ষিত সম্পদের তফসিল

লট. নং	ক) শাখার নাম খ) অ্যাকাউন্টের নাম গ) ঋণগ্রহীতা(গণ)/জামিনদার(গণ) অ্যাকাউন্টের নাম ও ঠিকানা	বন্ধকীকৃত স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ/মালিকের নাম (সম্পত্তি(সমূহ)-র বন্ধকদাতা)	ক) সারফেইসি অ্যাক্ট ২০০২-এর সেকশন ১৩(২) অধীনে দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ খ) বকেয়া অর্থাঙ্ক গ) সারফেইসি অ্যাক্ট ২০০২-এর সেকশন ১৩(৪) অধীনে দখলের তারিখ ঘ) দখলের ধরণ	ক) সংরক্ষিত মূল্য (লক্ষ টাকায়) খ) ইএমডি (ইএমডি জমার শেষ তারিখ) গ) দর বৃদ্ধির পরিমাণ	ই-অকশনের তারিখ এবং সময়
১.	**ক) মূল শাখা : গড়িয়া (০১৪৩২০)** **খ) মেসার্স মা টেলিকম অ্যান্ড ভ্যারাইটি স্টোর স্বত্বাধিকারী- মনোজ কুমার দাস** থানা - মগরাহাট, গ্রাম ও পোঃঅঃ- আলিদা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, মগরাহাট, পশ্চিমবঙ্গ, পিন- ৭৪৩ ৩৫৫ **অ্যাকা. নং : ০১৪৩২৫০০১১৮৭৫** **সম্পত্তি আইডি : PUNMAATELECOM**	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ সম্পত্তি ৫.৫০ ডেসিমেল বাস্তু জমি এবং তদস্থিত দোতলা ভবন (উত্তর পশ্চিম দক্ষিণ অংশ সংশ্লিষ্ট অনুমোদিত প্ল্যানের অংশ) গ্রাম- আলিদা , ধামুয়া দক্ষিণ গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, মৌজা- শ্যামপুর, জেএল নং ৪৩, আরএস খতিয়ান নং ৪৭৯, এলআর খতিয়ান ২৯৫১, আরএস এবং এলআর দাগ নং ৪৪১০, থানা- মগরাহাট, পো- আলিদা, জেলা-দক্ষিণ ২৪ পরগনা, দান দলিল নং ১-১৩০-২০১৫ সালের যথাযথভাবে রেজিস্ট্রিকৃত এডিএসআর মগরাহাট, নথিভুক্ত বুক নং ১, সিডি ভলুম নং ০১, পৃষ্ঠা ১৬৯৩ থেকে ১৭০২ অনুযায়ী **শ্রী কুমার দাস,** পিতা শ্রী স্বপন কুমার দাস **এর নামে। উক্ত সম্পত্তির চৌহদ্দি নিম্নমতে** : উত্তরে : পুকুর, দক্ষিণে : ৬ ফুট চওড়া সাধারণ চলার পথ, পূর্বে : তপন দাসের ভবনের অংশ , পশ্চিমে : পুকুর সমন্বিত। **স্থান সংশ্লিষ্টের : ২২.২৯৫১৬০ ডিগ্রি এন ৮৮.৩৭৮০৩৫ ডিগ্রি ই,** আলিদা বাগনার হাইস্কুল, ধামুয়ার নিকট	ক) ১২.০৬.২০২৩ খ) ২৩,৯৪,২৭৭.২৫ টাকা সহ আরও সুদ গ) ০৭.১০.২০২৩ **ঘ) প্রতীকী দখল (ডিএম আবেদন ফাইল কৃত)**	ক) ১৪.১৫ লক্ষ টাকা খ) ১.৪২ লক্ষ টাকা (২০.০১.২০২৪) গ) ০.২৫ লক্ষ টাকা	২২.০১.২০২৪ সকাল ১১:০০টা থেকে বিকাল ৪:০০টা
২.	**ক) মূল শাখা : গড়িয়া (০১৪৩২০)** **খ) শ্রী প্রদীপ কুমার দে এবং শ্রীমতী শুক্লা দে** ৩য় তল, ১৪২৫ সার্ভে পার্ক, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ, কলকাতা-৭০০০৭৫ **অ্যাকা. নং : ০১৪৩৩০০০৪২৮২০** **সম্পত্তি আইডি : PUNBPRADIPKRDEY**	'ঊষা সুন্দরী' নামক জি+৪ তলা বিল্ডিং এর ৫ম তলায় অবস্থিত আবাসিক ফ্ল্যাট নং ৪সি এর এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যার পরিমাপ কমবেশি প্রায় ৭৫০ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এলাকা এর মধ্যে আছে ০২টি বেড রুম, ১টি লিভিং কাম ডাইনিং, ১টি রান্নাঘর এবং ০২ টি টয়লেট সেইসঙ্গে ১৬ ডেসিমেল জমির অবিভক্ত আনুপাতিক শেয়ার যার অবস্থান রাজপুর-সোনারপুর পৌরসভা ওয়ার্ড-১৯ হোল্ডিং নং ৩০৬ (৫৪৪/এ৩০৬), আরএন চক্রবর্তী রোড, থানা- সোনারপুর পোস্ট-সুভাষগ্রাম, মৌজা- বংশীধরপুর, কলকাতা-৭০০১৪৭ জেএল-৩৪ আরএস দাগ নং ৪৬৪/২৮৯, ৪৬৪/৮২৮, ৪৬৪, ৪৬৪/৫২৪, এলআর দাগ নং ৭৭২, ৭৭০, ৭৭৩, ৭৭১, আরএস খতিয়ান নং ২৫৮, ৫৯২, ৫৯৩, ৫৯৪, এলআর খতিয়ান নং ৬৫, ২৮৬৯, ২৮৭০, ২৮৭১, ৫৫৯, ৪১০, ৯৭৩, ৫৯ দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলায় এডিএসআর সোনারপুর পঃবঃ-এর অফিসে নিবন্ধিত বুক-১ ভলিউম-১৬০৮-২০১৯ পৃষ্ঠাগুলি ৪২৬৮৫ থেকে ৪২৭১৯ পর্যন্ত, বিয়িং নং ১৬০৮০১৭৭৩ সাল-২০১৯ তারিখ ০২.০৪.২০১৯ এ নিবন্ধিত **শ্রী প্রদীপ কুমার দে,** পিতা- শ্রী পরিমল চন্দ্র দে এবং **শ্রীমতী শুক্লা দে,** স্বামী-প্রদীপ কুমার দে-**এর নামে, দলিল অনুসারে জমিটি চতুর্দিক পরিবেষ্টিত-** উত্তর- আরএস দাগ ৪৬৪, দক্ষিণ- ২০ ফুট চওড়া আরএনসি রোড, পূর্ব- পূর্ব রেলওয়ে, পশ্চিম- কমন প্যাসেজ এবং অন্যের জমি। **অবস্থান স্থানাঙ্ক- ২২.৪১৩৭৭০° উঃ ৮৮.৪৩৩৯৪৯° পূঃ,** সুভাষগ্রাম রেলস্টেশনের পাশে।	ক) ১০.১০.২০২৩ খ) ৩১,৫২,১৩৩.১০ টাকা সহ আরও সুদ গ) ২৯.১২.২০২৩ **ঘ) বাস্তবিক দখল**	ক) ২৪.৮৮ লক্ষ টাকা খ) ২.৪৯ লক্ষ টাকা (২০.০১.২০২৪) গ) ০.২৫ লক্ষ টাকা	২২.০১.২০২৪ সকাল ১১:০০টা থেকে বিকাল ৪:০০টা
৩.	**ক) মূল শাখা- গড়িয়াহাট** **খ) মেসার্স চন্দ্রিমা কন্সট্রাকশনাল কর্পোরেশন, স্বত্বাধিকারী- শ্রী উৎপল সর্বাধিকারি** **অফিস-** ১০/৩, পঞ্চাননতলা রোড, কলকাতা - ৭০০০২৯। **গ) শ্রী উৎপল সর্বাধিকারি** পিতা- প্রয়াত সুধাংশু সর্বাধিকারি ১০/৩, পঞ্চাননতলা রোড, কলকাতা - ৭০০ ০২৯। **অ্যাকা. নং : ০০৯২৩০০০১১৫৭৭** **সম্পত্তি আইডি : PUNB826520200053**	উল্লেখিত সম্পত্তি "ম্যাগনাম শপিং-কাম-রেসিডেন্সিয়াল কমপ্লেক্স"-এর প্রথম তলা এবং ২য় তলায় বাণিজ্যিক দোকান যার হোল্ডিং নং ১৪/১, কুলপি রোড, ভট্টাচার্য পাড়া, পোস্ট ও থানা- বারুইপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগণা, কলকাতা-৭০০ ১৪৪ বারুইপুর পৌরসভার অধীনে অবস্থিত। মোট পরিমাপ ১০৬৮২ বর্গফুট। (১ম তল = ৩৮০০ + ২য় তল = ৬৮৮২)। **স্বত্বাধিকারীর নাম- শ্রী উৎপল সর্বাধিকারী। সম্পত্তি মানচিত্র অবস্থান: অক্ষাংশ ২২.৩৫৫০৮, দ্রাঘিমাংশ ৮৮.৪৩৫৮৩ (গুগল ম্যাপ)**	ক) ০৪.০৭.২০১১ খ) ৯৮,৮৭,৪৫৭.০০ টাকা বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী সহ আরও সুদ এবং চার্জ। গ) ০২.০৬.২০১২ **ঘ) প্রতীকী দখল (ডিএম আবেদন ফাইল করা হয়েছে)**	ক) ২৫৭.০০ লক্ষ টাকা খ) ২৫.৭০ লক্ষ টাকা (২০.০১.২০২৪) গ) ০.২৫ লক্ষ টাকা	২২.০১.২০২৪ সকাল ১১:০০টা থেকে বিকাল ৪:০০টা
৪.	**ক) মূল শাখা : গড়িয়া (০১৪৩২০)** **খ) সুমন্ত্র নাথ ভাদুড়ি** **গ) ১. সুমন্ত্র নাথ ভাদুড়ি** পিতা প্রয়াত নরেন্দ্র নাথ ভাদুড়ি **২. মঞ্জরি ভাদুড়ি** স্বামী সুমন্ত্র নাথ ভাদুড়ি **উভয়ের ঠিকানা:** শ্রী ভবন, ৮৬ গানিমা রোড, মল্লিকপুর, কলকাতা-৭০০১৪৫। **এখানেও :** রাধা কুঞ্জ অ্যাপার্টমেন্ট, ১৪, আর.এন.টি. রোড হরিনাভী, পোঃঅঃ- রাজপুর, থানা- সোনারপুর, কলকাতা-৭০০১৪৮ **অ্যাকা. নং : ০১৪৩৩০০৫০০১৭০ (টিএল)** **সম্পত্তি আইডি : PUNBU59413186001**	তিনটি স্বয়ংসম্পূর্ণ আবাসিক ইউনিট নিয়ে গঠিত রাধা কুঞ্জ ব্লক-২ নামের একটি জি+৩ তলা বিল্ডিং-এ ৩টি ফ্ল্যাট এবং ৩টি গাড়ি পার্কিং স্পেসের ন্যায়সঙ্গত বন্ধক যার দ্বিতীয় তলার পরিমাপ ১০১৫ বর্গফুট, তৃতীয় তলার পরিমাপ ১০১৫ বর্গফুট, চতুর্থ তলার পরিমাপ ১০১৫ বর্গফুট এবং প্রথম তলায় ৮০০ বর্গফুট পার্কিং স্পেস, যার অবস্থান ১৪ আরএনটি রোড হরিণাভি, পো-রাজপুর,থানা-সোনারপুর, কলকাতা-৭০০১৪৮, মৌজা- হরিণাভি জেএলনং-৩৬ আরএস নং-১৫১, তৌজি নং-১০৯, আরএস দাগ নং-২১১ হোল্ডিং নং-১৪ আরএনটি রোড কলকাতা- ৭০০১৪৮। **সম্পত্তিটি নিম্নরূপ চতুর্দিক পরিবেষ্টিত-** উত্তর- মিত্র পাড়া ২৬ ফুট চওড়া, পূর্ব- অন্যান্য জমি, পশ্চিম- দাগ নং-২৩৮, দক্ষিণ- জি+৪ তলা বিল্ডিং ব্লক-১। **সম্পত্তির স্বত্বাধিকারী- সুমন্ত্র নাথ ভাদুড়ী এবং মঞ্জরী ভাদুড়ী (ঋণগ্রহীতা)। সম্পত্তির মানচিত্র অবস্থান- অক্ষাংশ- ২২.৪১৫৬৫৭, দ্রাঘিমাংশ- ৮৮.৪১৬৬৭ (গুগল ম্যাপ)**	ক) ০৩.০৬.২০১৯ খ) ৬৩,৮০,৯১০.০০ টাকা সহ আরও সুদ গ) ২৩.০৮.২০১৯ **ঘ) বাস্তবিক দখল**	ক) ৬৮.২৭ লক্ষ টাকা খ) ৬.৮৩ লক্ষ টাকা (২০.০১.২০২৪) গ) ০.২৫ লক্ষ টাকা	২২.০১.২০২৪ সকাল ১১:০০টা থেকে বিকাল ৪:০০টা
৫.	**ক) মূল শাখা : গড়িয়া (০১৪৩২০)** **খ) মেসার্স আর.এস.টি. প্যাকেজিং ইন্ডাস্ট্রি স্বত্বাধিকারী- রঞ্জনা চৌবে** **গ) রঞ্জনা চৌবে** ১৮৯, রায় বাহাদুর রোড, মেইল-২৪০, বেহালা, কলকাতা - ৭০০ ০৫৩। **অ্যাকা. নং : ০১৪৩২৫০০১২০৯৬** **সম্পত্তি আইডি : PUNBRST001**	নাহাজারী গ্রাম পঞ্চায়েত মৌজা নাহাজারীর অধীনে প্রায় ৮.২৫ ডেসিমেল পরিমাপের শালি জমি এবং কারখানার এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যার জেএল নং ১৪, আরএস নং ৯১, তৌজি নং ৩৫২, পরগনা - বালিয়া, আরএস খতিয়ান নং ২১৫০ আরএস এবং এলআর দাগ নং ১৪১৯৮, থানা- বিষ্ণুপুর, জেলা-দক্ষিণ ২৪ পরগনা শ্রীমতী রঞ্জনা চৌবে এর নামে বিক্রয় দলিল নং ১৬১৩০৬৪৬৩ এর মাধ্যমে এডিএসআর বিষ্ণুপুর, আলিপুর ৪ এর জেলা রেজিস্ট্রেশন অফিসে যথাযথভাবে নিবন্ধিত। **সম্পত্তিটি চতুর্দিক পরিবেষ্টিত:** উত্তরে- আরএস দাগ নং ১১৪৯, দক্ষিণে - আরএস দাগ নং ১১৯৮, পূর্বে- ২৫' কমন প্যাসেজ, পশ্চিমে - আরএস দাগ নং ১১৪৮। **সম্পত্তির স্বত্বাধিকারী: রঞ্জনা চৌবে,** স্বামী- গোপাল চৌবে। **সম্পত্তি মানচিত্র অবস্থান: অক্ষাংশ ২২.৪৪০৪৭, দ্রাঘিমাংশ ৮৮.২৫০৫৬ (গুগল ম্যাপ)**	ক) ১৬.০৭.২০২১ খ) ৫৫,৫৫,২৭৬.৯০ টাকা সহ আরও সুদ গ) ০৩.০২.২০২২ **ঘ) বাস্তবিক দখল**	ক) ১৯.১৭ লক্ষ টাকা খ) ১.৯২ লক্ষ টাকা (২০.০১.২০২৪) গ) ০.২৫ লক্ষ টাকা	২২.০১.২০২৪ সকাল ১১:০০টা থেকে বিকাল ৪:০০টা
৬.	**ক) মূল শাখা : গড়িয়া (০১৪৩২০)** **খ) মেসার্স গুড উইল এন্টারপ্রাইজেস স্বত্বাধিকারী- রত্নেশ্বর মিশ্র** ২৩, সাধনা ঔষধালয় রোড, কলকাতা - ৭০০ ০২৬। **গ) রত্নেশ্বর মিশ্র,** পিতা- হরি নারায়ণ মিশ্র ই-৩, পঞ্চম তল, প্রমিত অ্যাপার্টমেন্ট, গোরক্ষা বাসি রোড, কলকাতা - ৭০০ ০২৮। **অ্যাকা. নং : ১৪৩২৫০০১১৯৫৪** **সম্পত্তি আইডি : PUNBU64640555001**	মৌজা সিতগাছি, জেএল নং ২০, আরএস খতিয়ান নং ৩৯০, আরএস দাগ নং ৩৫১০ দক্ষিণ দমদম পৌরসভার অধীনে, প্রেমিসেস নং ৩৭৩, গৌরক্ষা বাসি রোড, থানা- দমদম, কলকাতা -৭০০ ০২৮, জেলা - উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ এর অধীনে ০৫ কাঠা ১২ ছটাক পরিমাপের বাস্তু জমির উপর ৫ম তলায় ফ্ল্যাট নং ই-৩-এর ন্যায়সঙ্গত বন্ধক পরিমাপ ৭৫০ বর্গফুট সুপারবিল্ট আপ সেইসঙ্গে অবিভক্ত আনুপাতিক বাস্তু জমির শেয়ার। **সম্পত্তিটি নিম্নরূপ চতুর্দিক পরিবেষ্টিত** : উত্তর-কমন প্যাসেজ দ্বারা, দক্ষিণ-পথ দ্বারা, পূর্ব-গোরক্ষা বাসি রোড দ্বারা, পশ্চিম-পথ দ্বারা। **সম্পত্তির স্বত্বাধিকারী- রত্নেশ্বর মিশ্র,** পিতা- হরি নারায়ণ মিশ্র **(ঋণগ্রহীতা)। সম্পত্তি মানচিত্র অবস্থান: অক্ষাংশ ২২.৬২১১০৪, দ্রাঘিমাংশ ৮৮.৪১৮৮৬৭ (গুগল ম্যাপ)**	ক) ১১.০৮.২০১৯ খ) ৯৩,৭৯,৬০৭.৫০ টাকা তদুপরি ০১.০৮.২০১৯ থেকে কার্যকর আরও সুদ গ) ০৩.১০.২০১৯ **ঘ) প্রতীকী দখল (ডিএম আবেদন ফাইল করা হয়েছে)**	ক) ১৬.৪১ লক্ষ টাকা খ) ১.৬৫ লক্ষ টাকা (২০.০১.২০২৪) গ) ০.২৫ লক্ষ টাকা	২২.০১.২০২৪ সকাল ১১:০০টা থেকে বিকাল ৪:০০টা
৭.	**ক) মূল শাখা- চেতলা (০০৯৪২০)** **খ) মেসার্স বি. এস. ট্রেডার্স** ২০এ, রুসা রোড (দক্ষিণ), থার্ড লেন, , কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ- ৭০০০৩৩ **গ) শ্রী অলক দেব, অমিতাভ দেব এবং একায়ন দেব** ৫০/২৭, এমজি রোড, অ্যারো রেস্তোরাঁ এবং ফিওবি বিউটি পার্লারের বিপরীতে, বজবজ, পিন- ৭০০১৩৭, পঃবঃ **অ্যাকা. নং - ০০৯৪২৫০০০৫৭২৭** **সম্পত্তি আইডি: PUNB826520200014**	উল্লিখিত জমি ও দোতলা আবাসিক ভবন এর সকল, মৌজা- গর্বভুক্ত নন্দনপুর, জে.এল. নং- ৮, এল.আর. খতিয়ান নং-৫৪৯৭, ৫৪৯৮, এলআর দাগ নং ২০২৮, হোম নং ১৫৯১৪ থানা- বজবজ, বজবজ মিউনিসিপ্যালিটির অধীনে, ওয়ার্ড নং-১২, জেলা- দক্ষিণ ২৪ পরগণা, কলকাতা-৭০০১৩৭ **প্রয়াত দীপ্তি রাণী দেবের নামে আছে এখন আইনি উত্তরাধিকার সূত্রে মালিক অলক দেব ও অমিতাভ দেব**। জমির পরিমাপ- ৮ ডেসিমেল। প্রথম তলে- ১২৫৪ বর্গফুট। ২য় তলার পরিমাপ-১৩২৬ বর্গফুট। **সম্পত্তি মানচিত্র অবস্থান: অক্ষাংশ ২২.৪৮১৪২৬, দ্রাঘিমাংশ ৮৮.১৮৯১৮ (গুগল ম্যাপ)**	ক) ১৮.০২.২০১৯ **খ) ১,১৪,৬৬,৫৪৫.০০ টাকা তদুপরি আরও সুদ** গ) ২২.০৪.২০২২ **ঘ) বাস্তবিক দখল**	ক) ৪৭.২০ লক্ষ টাকা খ) ৪.৭২ লক্ষ টাকা (২০.০১.২০২৪) গ) ০.২৫ লক্ষ টাকা	২২.০১.২০২৪ সকাল ১১:০০টা থেকে বিকাল ৪:০০টা
৮.	**ক) শাখা- টালিগঞ্জ ট্রাম ডিপো (০৬৭৫২০)** **খ) মেসার্স বিশ্বাস এন্টারপ্রাইজ স্বত্বাধিকারী- অমল বিশ্বাস** মল্লিকপুর উত্তর হিন্দু পাড়া, বারুইপুর দক্ষিণ ২৪ পরগনা, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ- ৭০০১৪৫ **অ্যাকা.নং.- ০৬৭৫২১০৩০৫৯১৪ এবং ০৬৭৫৩০০০১৩০৫৯** **সম্পত্তি আইডি: PUNBBISWASENT**	তথায় বিল্ডিং সহ কমবেশি ২ কাঠা ১১ ছটাক ১৫ বর্গফুট পরিমাপের জমির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকলের ন্যায়সঙ্গত বন্ধক যা মল্লিকপুর মৌজায় অবস্থিত, জেএল নং ১০, আরএস নং ১২, তৌজি ২৫০, আরএস নং ৫২০, আর.এস. খতিয়ান নং ৩৮, জেলা - দক্ষিণ ২৪ পরগণা, থানা- বারুইপুর, ২০১১ সালের বিক্রয় দলিল নং আই-৬৩৮৯ অনুসারে **অমল বিশ্বাসের মালিকানাধীন। উক্ত প্রেমিসেসটি চতুর্দিক পরিবেষ্টিত:** উত্তরে- ২০' প্রশস্ত রোড দ্বারা, উত্তরে- প্লট নং ৩৪ এর জমি, পূর্বে- পাঁচঘড়া মৌজার জমি, পশ্চিমে- প্লট নং ৩২ এর জমি দ্বারা। **সম্পত্তির মানচিত্র অবস্থান: অক্ষাংশ ২২.৪৩৯০২৫, অক্ষাংশ ৮৮.৪৩৯০২৫ (গুগল ম্যাপ)**	ক) ২০.০৭.২০২১ খ) ৩৪,৫৫,১১৭.০০ টাকা সহ আরও সুদ গ) ০৭.১০.২০২১ **ঘ) বাস্তবিক দখল**	ক) ৩৪.১৩ লক্ষ টাকা খ) ৩.৪২ লক্ষ টাকা (২০.০১.২০২৪) গ) ০.২৫ লক্ষ টাকা	২২.০১.২০২৪ সকাল ১১:০০টা থেকে বিকাল ৪:০০টা
৯.	**ক) মূল শাখা- খিদিরপুর (ই-ইউএনআই) (০০৮১২০)** **খ) মেসার্স শেও নাথ সাউ** ১০৭, কালী বাজার, ডি. এইচ. রোড, পশ্চিমবঙ্গ, কলকাতা-৭০০০২৩ **অ্যাকা.নং.- ০০৮১২৫০০২৪৯০৩** **সম্পত্তি আইডি: PUNBSHEONATH**	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ স্বয়ংসম্পূর্ণ, সংবদ্ধ বসবাসের ফ্ল্যাট বিল্ট আপ এরিয়া ৫০০ বর্গফুট, দুই বেডরুম, এক ড্রয়িং, এক কিচেন, এক বাথ এবং প্রিভি পিছনের অংশে একতলায় উক্ত জি+৩ তলা ভবনে অবস্থিত পুর প্রেমিসেস নং ২১বি, মাইকেল দত্ত স্ট্রিট, বর্তমানে মাইকেল মধুসূদন সরণি হিসেবে পরিচিত পো. খিদিরপুর, থানা - ওয়াটগঞ্জ কলকাতা - ৭০০০২৩, কেএমসি ওয়ার্ড নং ৭৬ অধীন জেলা - দক্ষিণ ২৪ পরগনা এবং অবিভক্ত সম্পত্তির যথাযথ ভাগ অংশ জমি ৩ কাঠা ৮ ছটাক ৯ বর্গফুট হস্তান্তর দলিল তারিখ ০৪.১২.২০০৬ রেজিস্ট্রিকৃত অফিস এআরএ-১ কলকাতা অধীন ০৮.০৭.২০০৮ তারিখে, বুক নং ১, ভল্যুম নং ১, পৃষ্ঠা ১-২২, দলিল নং ০০১৩২-২০০৮ সালের অনুযায়ী **শ্রী শেও নাথ সাউ,** পিতা প্রয়াত খারু সাউ-**এর নামে জমির চৌহদ্দি নিম্নোক্ত মতে দলিল অনুযায়ী :** উত্তরে : ২২ মাইকেল মধুসূদন সরণি, দক্ষিণে - ২১ মাইকেল মধুসূদন সরণি, পূর্বে : ৬ জগন্নাথ সরকার লেন, পশ্চিমে - মাইকেল মধুসুদন সরণি সমন্বিত। **যোগাযোগের স্থান : ২২.৫৪২০৮ ডিগ্রি এন, ৮৮.৩২৪০১ ডিগ্রি ই**	ক) ১৭.১০.২০২৩ খ) ৪৭,০২,৮২৭.৪৬ টাকা সহ আরও সুদ গ) ২৭.১২.২০২৩ **ঘ) প্রতীকী দখল**	ক) ১৬.৮৩ লক্ষ টাকা খ) ১.৬৯ লক্ষ টাকা (২০.০১.২০২৪) গ) ০.২৫ লক্ষ টাকা	২২.০১.২০২৪ সকাল ১১:০০টা থেকে বিকাল ৪:০০টা

সুরক্ষিত ঋণদাতার জানা দায়বদ্ধতার বিশদ : ব্যাঙ্কের কাছে অজানা

-: নিয়ম ও শর্তাবলী :-

সংশ্লিষ্ট সম্পত্তি বিক্রয় করা হবে ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের নিয়ম এবং শর্তাদি অধীনে এবং নিম্নোক্ত শর্তাধীনেও
১. সম্পত্তি বিক্রি করা হবে '**যেখানে যেমন ঠিকানা ভিত্তিতে**' এবং '**যেখানে যা ঠিকানা ভিত্তিতে**' এবং '**যেমন ঠিকানা ভিত্তিতে**'।
২. উপরোক্ত তফসিলে বর্ণিত সুরক্ষিত সম্পত্তির বিবরণ সংশ্লিষ্ট অনুমোদিত অফিসারের জ্ঞাত তথ্য অনুযায়ী কিন্তু সংশ্লিষ্ট অনুমোদিত অফিসার কোনও ত্রুটি, ভুল তথ্য অথবা তথ্য বাদ দেওয়া সম্পর্কে দায়ী হবেন না।
৩. **বিক্রয় সম্পাদিত হবে নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক ই-অকশন প্ল্যাটফর্ম এর ওয়েবসাইট https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibabi/index.jsp মাধ্যমে ২২.০১.২০২৪ তারিখ সকাল ১১:০০টা থেকে বিকাল ৪:০০ টার মধ্যে।**
৪. **সংশ্লিষ্ট বিক্রির নিয়ম এবং শর্তাদির বিস্তারিত জানতে অনুগ্রহ করে দেখুন:** https://www.ibapi.in, **https://sww.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi/index.jsp, https://eprocure.gov.in/epublish/app এবং www.pnbindia.in**

তারিখ : ০৪.০১.২০২৪
স্থান: কলকাতা

চিফ ম্যানেজার / অনুমোদিত অফিসার (০৩৩ - ৪০২৭ ৭২১৪)
পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক

রাহুল গান্ধির 'ভারত ন্যায় যাত্রা' হল 'ভারত জোড়ো ন্যায় যাত্রা'

নয়াদিল্লি, ৪ জানুয়ারি: যাত্রা শুরুর ১০ দিন আগে বদলে গেল নাম। আগামী ১৪ জানুয়ারি মণিপুরের রাজধানী ইম্ফল থেকে কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধি যে যাত্রা শুরু করবেন, তার নাম হবে 'ভারত জোড়ো ন্যায় যাত্রা'। এর আগে দলের তরফে জানানো হয়েছিল, ওই যাত্রার নাম হবে 'ভারত ন্যায় যাত্রা'।

কংগ্রেস নেতা জয়রাম রমেশ বৃহস্পতিবার নাম বদলের কথা জানিয়ে বলেন, 'এআইসিসির সাধারণ সম্পাদক, রাজ্যগুলির ভারপ্রাপ্ত পর্যবেক্ষক, প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি এবং পরিষদীয় দলের নেতাদের বৈঠকে আলোচনার মাধ্যমে স্থির হয়েছে, 'ভারত জোড়ো যাত্রা' নামটি মানুষের মনে গেঁথে গিয়েছে। একটি ব্র্যান্ড হয়ে উঠেছে। আমাদের তা হারিয়ে ফেলা উচিত হবে না।' ২০২২ সালের ৭ সেপ্টেম্বর রাহুল দেশের দক্ষিণ থেকে উত্তর প্রান্তে 'ভারত জোড়ো যাত্রা' শুরু করেছিলেন। তামিলনাড়ুর কন্যাকুমারী থেকে কাশ্মীরের শ্রীনগর পর্যন্ত ১৩৬ দিনের সেই পদযাত্রা ছুঁয়ে গিয়েছিল ১৪টি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলকে। এ বার অবশ্য মূলত বাস-নির্ভর হবে উত্তর-পূর্বাঞ্চল থেকে পশ্চিমমুখী যাত্রা। ১৪টি রাজ্যের ৮৫ জেলা ছুঁয়ে ২০ মার্চ শেষ হবে মুম্বইয়ে। ৬৬ দিনের যাত্রাপথের বেশ কিছুটা অংশ পদব্রজেও অতিক্রম করবেন রাহুল এবং তাঁর সঙ্গীরা।

রাহুলের এ বারের যাত্রার লক্ষ্য পূর্ব থেকে পশ্চিম ভারতে জনসংযোগ। ৬,২০০ কিলোমিটার এই যাত্রায় থাকছে মণিপুর, নাগাল্যান্ড, অসম, মেঘালয়, পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, ঝাড়খণ্ড, ওড়িশা, উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, ছত্তিশগড়, রাজস্থান, গুজরাত এবং মহারাষ্ট্র।

রাজধানীতে গ্রেপ্তার হিজবুলের মোস্ট ওয়ান্টেড জঙ্গি মাট্টু

নয়াদিল্লি, ৪ জানুয়ারি: হিজবুল মুজাহিদিনের এক জঙ্গিকে গ্রেপ্তার করল দিল্লি পুলিশের বিশেষ সেল। বৃহস্পতিবার দিল্লি থেকেই গ্রেপ্তার করা হয়েছে ওয়ান্টেড ওই জঙ্গিকে। হিজবুলের ওই জঙ্গির নাম জাভেদ আহমেদ মাট্টু। তার খোঁজ পেতে ৫ লক্ষ টাকা পুরস্কারের ঘোষণা আগেই করেছিল পুলিশ। নতুন বছরের শুরুতেই পুলিশের জালে জড়ালো এই কুখ্যাত জঙ্গি।

দিল্লি পুলিশের বিশেষ সেল জানিয়েছে, জাভেদের খোঁজে ইতিমধ্যেই তল্লাশি অভিযান শুরু করেছিল জাতীয় তদন্তকারী সংস্থা বা ন্যাশনাল ইনভেস্টিগেশন এজেন্সি (এনআইএ)। সেই অভিযানেই দিল্লি পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার হয়েছে জাভেদ।

জাভেদের বাড়ি জম্মু ও কাশ্মীরের সোপোরে। জম্মু ও কাশ্মীরের একাধিক নাশকতামূলক কাজের সঙ্গে জাভেদ জড়িত ছিল বলে পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে। এমনকী পাকিস্তানেও যাতায়াত ছিল জাভেদের। অনেক দিন ধরেই তাঁর খোঁজ চালানো হচ্ছিল। অবশেষে সে গ্রেপ্তার হল।

তবে এ বছর স্বাধীনতা দিবসে এক বিরল দৃশ্য দেখা গিয়েছিল জাভেদের জম্মু ও কাশ্মীরের বাড়িতে। জাভেদের ভাই রইস মাট্টু তাঁদের বাড়িতে স্বাধীনতা দিবসে তেরঙ্গা পতাকা উড়িয়েছিলেন। জাভেদের ভাইয়ের তেরঙ্গা পতাকার উড়ানোর সেই ভিডিও ভাইরাল হয়েছিল সোশ্যাল মিডিয়ায়।

২০ জানুয়ারির মধ্যেই হবে ইন্ডিয়া জোটের আসন রফা

নয়াদিল্লি, ৪ জানুয়ারি: লোকসভা নির্বাচনের আর খুব বেশি দেরি নেই। গত বছরের শেষে ৫ রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনে আঞ্চলিক দলগুলির সঙ্গে আসন কাটাকাটি করে ফল যে ভাল হয়নি, তা টের পেয়েছে কংগ্রেস। তাই এবার লোকসভা নির্বাচনকে পাখির চোখ করে শান্তিপূর্ণভাবে আসন ভাগাভাগিতে বিশেষ জোর দিচ্ছে কংগ্রেস হাইকম্যান্ড। আগামী ২০ জানুয়ারির মধ্যেই সারাদেশে ইন্ডিয়া জোটের দলগুলির সঙ্গে আসন-সমঝোতার আলোচনা শেষ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে কংগ্রেস। আর সেই লক্ষ্যে বৃহস্পতিবার সন্ধ্যাতেই ন্যাশনাল অ্যালায়েন্স কমিটির সঙ্গে বৈঠকে বসেন কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে। মূলত, জোটের বিভিন্ন শরিক দলের সঙ্গে আসন সমঝোতার জন্যই গঠিত হয়েছে ন্যাশনাল অ্যালায়েন্স কমিটি। যেখানে ছিলেন প্রবীণ কংগ্রেস নেতা মুকুল ওয়াসনিক অশোক গেহলট, ভূপেশ বাঘেল, সলমন খুরশিদ ও মোহন প্রকাশ।

Inviting E-Tender Quotation
Memo No. 08/24/CGC/e-Tender Dated: 04.01.2024
E-tenders are being invited from reputed agencies/companies for Engagement of Private Security Personnel and vendors/suppliers to supply Equipment for Physics Department. Application begins from: **5th January, 2024.** For details, visit: **www.chapragovtcollege.org** from **05.01.2024.**
Sd/- Principal
Govt. General Degree College, Chapra.

এবার আমেরিকার যৌন অপরাধের মামলায় উঠে এল বিল ক্লিনটনের নাম

ওয়াশিংটন, ৪ জানুয়ারি: এর আগে কেচ্ছায় নাম জড়িয়েছে মনিকা লিউয়েনস্কির সঙ্গে বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্কের জেরে। এবার আমেরিকার কুখ্যাত 'যৌন অপরাধে'র মামলায় উঠে এল প্রাক্তন মার্কিন প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটনের নাম। আদালতের নথি অনুযায়ী কুখ্যাত যৌন অপরাধী জেফরি এপস্টাইনের বয়ান ছিল, ক্লিনটন যৌনসঙ্গী হিসেবে কমবয়সিদের পছন্দ করতেন। এই ঘটনায় আমেরিকার রাজনৈতিক মহলে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

সম্প্রতি আমেরিকার বৃহত্তম যৌন কেচ্ছা প্রকাশ্যে এসেছে। নিউইয়র্কের এক বিচারক কুখ্যাত যৌন অপরাধী জেফরি এপস্টাইনের সঙ্গে সম্পর্কিত মামলার এক হাজার পাতার নথি প্রকাশ শুরু করছেন। সেই নথি নিয়েই দানা বেঁধেছে তুমুল বিতর্ক। বিল ক্লিনটন, ডোনাল্ড ট্রাম্পের মতো জনপ্রিয় ও বিখ্যাত ব্যক্তিত্বের নাম উঠে এসেছে সেখানে। বুধবারই প্রথম পর্বে প্রকাশিত হয়েছে নথিপত্র। সেখানে নাম রয়েছে ২০০ জন প্রভাবশালী ব্যক্তির। তাঁদের মধ্যে রয়েছেন ডাকসাইটে রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব থেকে শুরু করে ধনকুবের ব্যবসায়ী। রয়েছে মাইকেল জ্যাকসন, প্রিন্স অ্যান্ড্রুর নামও। প্রকাশ্যে আসা নথিতে উল্লেখ করা হয়েছে, ক্লিনটন এপস্টাইনের ব্যক্তিগত বিমানে চড়েছিলেন। এক অভিযোগকারী জোহানা সোজবার্গ ২০১৬ সালের জবানবন্দিতে জানান, এপস্টাইনের দাবি করেছিলেন, যৌনতার ক্ষেত্রে ক্লিনটন কম বয়সিদের পছন্দ করেন। প্রকাশ্যে আসা নথিতে অন্ততপক্ষে ৫০ বার ক্লিনটনের নাম উঠে এসেছে। সব মিলিয়ে ফের নেতিবাচক খবরে আমেরিকার হ্যান্ডসাম প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি। প্রসঙ্গত, হোয়াইট হাউসে প্রশিক্ষণ নিতে এসে বিল ক্লিন্টনের সঙ্গে যৌন সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল বলে আগেই স্বীকার করেছেন মনিকা লিউইনস্কি। ১৯৯৫ থেকে ১৯৯৭ সাল পর্যন্ত ওভাল অফিসের মধ্যে ন'বার মিলিত হয়েছিলেন বলে জানান তিনি। সম্পর্কের বিষয়টি লোকাননি প্রাক্তন মার্কিন প্রেসিডেন্টও। নতুন করে কেচ্ছায় জড়ালেও এখনও পর্যন্ত মুখ খোলেননি ক্লিনটন।

খুনের ৪৮ ঘণ্টা পরও নিখোঁজ গুরুগ্রামের মডেলের দেহ

গুরুগ্রাম, ৪ জানুয়ারি: খুনের পর ৪৮ ঘণ্টা কেটে গিয়েছে। কিন্তু এখনও মডেল দিব্যা পাহুজার দেহ উদ্ধার করতে পারেনি পুলিশ। আর তা নিয়েই রহস্য আরও বাড়ছে। মডেলের দেহ উদ্ধার পুলিশের কাছে এখন বড় চ্যালেঞ্জ। শুধু দিব্যার দেহই নয়, হদিশ মিলছে না তাঁর মোবাইলেরও। খুনের পর যে গাড়ি করে তাঁর দেহ নিয়ে যাওয়া হয়েছিল সেই গাড়িরও কোনও হদিশ পাওয়া যায়নি বলে জানিয়েছে হরিয়ানা পুলিশ।

প্রাথমিক ভাবে পুলিশের অনুমান, অভিযুক্তরা দিব্যার দেহ পঞ্জাবে ফেলে দিয়ে এসেছে। আশঙ্কা করা হচ্ছে, ঘর্ঘরা নদীতে দিব্যার দেহ ভাসিয়ে দেওয়া হয়েছে। যে রাস্তা দিয়ে গাড়ি করে দিব্যার দেহ নিয়ে যাওয়া হয়েছে, পুলিশ সেই সব রাস্তার সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখছে। গত মঙ্গলবার রাতে গুরুগ্রামের একটি হোটেলে খুন হন মডেল দিব্যা। তার পর তাঁর দেহ লোপাট করার অভিযোগ উঠেছে হোটেল মালিক অভিজিৎ সিং এবং তাঁর কয়েক জন সঙ্গীকে।

পুলিশ সূত্রে খবর, জেরায় অভিজিৎ তাদের কাছে দাবি করেছেন, দিব্যার মোবাইলে তাঁর অনেক অশ্লীল ছবি ছিল। সেই ছবি দেখিয়ে বার বার ব্ল্যাকমেল করতেন দিব্যা। তাঁর কাছে মোবাইলের পাসওয়ার্ডও চেয়েছিলেন অভিজিৎ। কিন্তু সেই পাসওয়ার্ড না দেওয়ায় দিব্যাকে গুলি করে খুন করেছেন। কিন্তু অভিজিতের এই দাবির সত্যতা কতটা, তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ। তবে তদন্তকারীদের কাছে এখন সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ দিব্যার দেহ খুঁজে বার করা। অভিজিৎ পুলিশের কাছে আরও দাবি করেছেন যে, দিব্যার দেহ লোপাট করার জন্য দুই সঙ্গীকে ১০ লক্ষ টাকা দিয়েছিলেন। কিন্তু কোথায় সেই দেহ লোপাট করা হয়েছে, সেই তথ্য এখনও বার করতে পারেনি পুলিশ। এই ঘটনায় অভিজিৎ ছাড়াও তাঁর হোটেলের দুই কর্মী ওম প্রকাশ এবং হেমরাজকেও গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

আমিরশাহির উদ্যোগে বন্দি বিনিময় চুক্তি

ফিরলেন রাশিয়া ও ইউক্রেনের মোট ৪৭৮ জন নাগরিক

মস্কো, কিয়েভ, ৪ জানুয়ারি: সংযুক্ত আরব আমিরশাহির মধ্যস্থতায় বন্দি বিনিময় করল রাশিয়া ও ইউক্রেন। রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন এবং ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কির সম্মতিতে বুধবার ঘরে ফিরলেন দু'দেশের মোট ৪৭৮ জন নাগরিক। সাম্প্রতিক সময়ে ইউক্রেনে আক্রমণের ধার বাড়িয়েছে মস্কো। পালটা মার দিচ্ছে কিয়েভও। এই যুদ্ধ আবহেই সফল হল আমিরশাহির মধ্যস্থতা।

সূত্রে খবর, রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধে দু'দেশের বন্দিদের মুক্ত করতে উদ্যোগী হয়েছে সংযুক্ত আরব আমিরশাহি। তাদের মধ্যস্থতাতেই ঐক্যমত্য হন দুই রাষ্ট্রপ্রধান। যার ফলস্বরূপ এদিন ঘরে ফেরেন বন্দিরা। এনিয়ে ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি উচ্ছ্বাস প্রকাশ করে এক্স হ্যান্ডেলে লেখেন, 'আমাদের নাগরিকরা দেশে ফিরে এসেছেন। বুধবার সশস্ত্রবাহিনী, সীমান্তরক্ষী-সহ দুশোর উপর যোদ্ধা ও সাধারণ মানুষ ঘরে ফিরেছেন।' ইউক্রেনের তরফে জানানো হয়েছে মোট ২৩০ জন বন্দি রাশিয়ার হাত থেকে মুক্ত হয়েছেন।

অন্যদিকে, রাশিয়া জানিয়েছে, আমিরশাহির মধ্যস্থতায় বন্দি বিনিময় নিয়ে চুক্তি হয়েছে ইউক্রেনের সঙ্গে। ২৪৮ জন রুশ নাগরিক মুক্ত হয়েছে জেলেনস্কি বাহিনীর হাত থেকে। তবে একটি বিবৃতিতে রুশ প্রতিরক্ষা মন্ত্রক জানিয়েছে, 'বন্দি বিনিময়ের আলোচনা কঠিন ছিল।' এদিন দুদেশেরই আধিকারিকদের বন্দি বিনিময়ের পর নানা ছবি ও ভিডিও সোশাল মিডিয়ায় পোস্ট করেন। যেখানে দেখা গিয়েছে, বন্দিদশা কাটানোর পর আনন্দ ঝরে পড়ছে সকলের মুখে। বলে রাখা ভালো, দু'বছর পূর্ণ হবে রাশিয়া ও ইউক্রেনের এই রক্তক্ষয়ী সংঘাতের। আক্রমণ-পালটা আক্রমণে বজায় রয়েছে যুদ্ধের ঝাঁঝ। জারি রয়েছে মৃত্যু মিছিল। এখনও এই যুদ্ধের কোনও রফাসূত্র পাওয়া যায়নি। যুদ্ধের ময়দানে একে ওপরকে একচুল জমি ছাড়তে নারাজ দু'দেশই।

ইরানের জোড়া বিস্ফোরণের জবাব দেওয়া হবে, দাবি দেশের সর্ব্বোচ শাসক খোমেইনির

তেহরান, ৪ জামুয়ারি: ইরানের জোড়া বিস্ফোরণের ঘটনায় শোকপ্রকাশ করল ভারত। ইরানের সরকার ও আমজনতার পাশে থাকার বার্তাও দিয়েছে বিদেশমন্ত্রক। অন্যদিকে ইরানের সর্বোচ্চ শাসক আয়াতোল্লা খোমেইনি জানান, দেশের শয়তানরাই এই বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে। তাদের কড়া জবাব দেওয়া হবে। উল্লেখ্য, বুধবার কাসেম সোলেমানির মৃত্যুবার্ষিকীতে জোড়া বিস্ফোরণে কেঁপে ওঠে ইরান। অন্তত ৯৫ জনের মৃত্যুর খবর মিলেছে।

বুধবারই ভারতের বিদেশমন্ত্রকের মুখপাত্র হিসাবে দায়িত্ব নেন রণধীর জয়সওয়াল। তার পরই জানা যায় ইরানের বিস্ফোরণের খবর। নয়া মুখপাত্র টুইট করে বলেন, ইরানের ভয়াবহ বিস্ফোরণের ঘটনায় আমরা স্তম্ভিত, শোকাহত। এই কঠিন সময়ে ইরানের সরকার ও সেদেশের নাগরিকদের পাশে রয়েছি আমরা। হতাহতদের পরিবারের জন্য প্রার্থনায় রয়েছি। উল্লেখ্য, আন্তর্জাতিক মহলে ভারতের সঙ্গে যথেষ্ট সুসম্পর্ক রয়েছে ইরানের। মৃত্যুবার্ষিকীতেই সোলেমানির কবরের কাছে বিস্ফোরণের ঘটনায় তোলপাড় ইরানের অন্দরের রাজনৈতিক মহল। দেশের শাসক খোমেইনি সাফ জানান, শয়তানরা ইরানের শত্রু। আরও একবার দেশের মানুষের সর্বনাশ ডেকে এনেছে তারা। শহিদের কবরে সুবাসের মধ্যেই খুন করেছে সাধারণ মানুষকে। তাদের মনে রাখা দরকার, এই কাজের কড়া জবাব পাওয়া মিলবে এবার। প্রসঙ্গত, ইরানের কেরমান শহরে সাহিব আল-জামান মসজিদের কাছে সোলেমানির কবরের সামনে ভয়াবহ বিস্ফোরণগুলো ঘটে। প্রয়াত জেনারেলের মৃত্যুবার্ষিকীতে শ্রদ্ধা জানাতে প্রচুর মানুষ ভিড় করেছিলেন। সেই সময়েই বিস্ফোরণ ঘটে। প্রাথমিকভাবে শতাধিক মৃতের খবর জানা গিয়েছিল। পরে প্রশাসন সূত্রে জানা যায়, ৯৫ জনের মৃত্যু হয়েছে জোড়া বিস্ফোরণে।

BARANAGAR MUNICIPALITY
87, DESH BANDHU ROAD (EAST), KOLKATA-700035
The Chairman invites e-Tender (Online) for the work of "Renovation Of Shiv Mandir At P.K. Saha Lane & Construction Of Bituminous Road At Various Place in Ward No. 31 under Baranagar Municipality (2nd Call)", **NIeT No: WBMAD/BM/PWD/NIT- 77(e)/2023-24 (2ND CALL) Dated: 03/01/2024, Tender ID No. 2024_MAD_637279_1 To 2024_MAD_637279_3**. Bid submission of end date (Online) is **19.01.2024 up to 10.00 A.M.** For details please log on to **www.wbtenders.gov.in** and visit **www.baranagarmunicipality.org**
Sd/- Chairman

E-TENDER NOTICE
LABPUR PANCHAYAT SAMITY
Labpur, Birbhum
NIeT No.- 23/EO/2023-24
E-Tenders are invited for 1 nos Civil works. Bid Submission start- **04/01/2024**, Ends- **19/01/2024** For more details please visit **www.wbtenders.gov.in** or office notice board.
Sd/-
Executive Officer
Labpur Panchayat Samity

WEST BENGAL AGRO INDUSTRIES CORPORATION LTD.
(A Govt. Undertaking)
Registered Office: 23B, Netaji Subhas Road, 3rd Floor, Kolkata-700001
182/23-24 Dated- 04-01-2024
e-Tenders are invited by the Executive Engineer on behalf of West Bengal Agro Industries Corpn. Ltd, 23B, Netaji Subhas Road, 3rd Floor, Kolkata-700001 from bonafide and resourceful Agencies for completion of Civil works at Malda District Tender document may be downloaded from. **http://wbtenders.gov.in** Bid submission start date- **05-01-2024 after 9.00 am.** Bid submission end date- **19-01-2024 before 2.00 & 3.00 pm** as per NIeT.
Date: 04.01.2024 **Sd/- Executive Engiueer**

NIT-12
(2nd Call)
Date - 04.01.2024
E-Tenders are invited for supply of books to Plassey College, Nadia. For details visit **www.plasseycollege.ac.in**

Office of the
KATABARI GRAM PANCHAYAT
P.O. Natial, Murshidabad, West Bengal
Tender Notice
Cancellation of Tender invited vide **NIT No.- MSD/KGP/JALANGI/04/2023-24** of 15th. FC. by the Prodhan, KATABARI GRAM PANCHAYAT.
Ref No:- NOTICE INVITING e-TENDER NO:- MSD/KGP/JALANGI/ 04/ 2023-24 Memo No:- 337/1 (12)/ KGP Date:- 26-12- 2023 Sl No:-01 TO 11
Sd/- Pradhan
Katabari Gram Panchayt
Katabari, Jalangi, Murshidabad

Tender Notice
Executive Officer, Barasat-I Panchayat Samiti invites E-tender. Details are available at : **www.wbtenders.gov.in. e-NITNo: N24PG/BST-I/PS/N-53/2023-2024 Dated:28/12/2023,N24PG/BST-I/PS/N-54/2023-2024 Dated: 28/12/2023,N24PG/BST-I/PS/N-55/2023-2024 Dated: 03/01/2024, N24PG/BST-I/PS/N-56/2023-2024 Dated:03/01/2024,N24PG/BST-I/PS/N-31(3rd Call)/2023-2024 Dated: 03/01/2024,N24PG/BST-I/PS/N-32 (2nd Call)/2023-2024 Dated: 03/01/2024**. Last date of submission of bid mentioned in each separate notice, in any further query, may contact in the office hours of the undersigned office.
Sd/- Block Development Officer,
Barasat-I Development Block

Tender Notice
On behalf of **Brajaballavpur Gram Panchayat** of Patharpratima Block under South 24 Parganas Dist. Invites Bids through E-Tendering process for

Sl No	NIT No. Scheme name & Estd Cost,	
1	Sinking of tubewell with platform and Soak pit	**1)** Near house of Kartik Mondal , NIT -04/ 15th FC/NIT/BGP /2024, Scheme Cost- 201483.00 **2)** Near house of Dulal Pramanik , NIT -07/ 15th FC/NIT/BGP /2024, Scheme Cost- 201483.00 **3)** Near house of Bibhuti Bhakta , NIT -09/ 15th FC/NIT/BGP /2024, Scheme Cost- 201483.00 **4)** Near house of Sripati Charan Das , NIT -12/ 15th FC/NIT/BGP /2024, Scheme Cost- 201483.00
2	Construction of Double soling BP Road	**1)** From the house of Srimanta Manna towards westside Nadi Bundh , NIT -03/ 5th SFC/NIT/BGP /2024, Scheme Cost- 209419.00 **2)** From the house of Shankar Patra towards Bisalaxmi Mandir , NIT -05/ 15th FC/NIT/BGP /2024, Scheme Cost- 204198.00 **3)** From the house of Bibhuti Khanra towards house of Subhankar Jana , NIT -06/ 15th FC/NIT/BGP /2024, Scheme Cost- 209419.00 **4)** From the house of Shukdeb Das towards house of Kanai Maity , NIT -08/ 5th SFC/NIT/BGP /2024, Scheme Cost- 209419.00 **5)** From the house of Uttam Ponda towards River Boundary , NIT -13/ 15th FC/NIT/BGP /2024, Scheme Cost- 208648.00 **6)** From the house of Basudeb Mondal towards house of Arabinda Manna , NIT -18/ 5th SFC/NIT/BGP /2024, Scheme Cost- 209419.00
3	Construction of Concrete Road	**1)** From the house of Sanjay Patra towards house of Ashis Patra , NIT -10/ 5th SFC/NIT/BGP /2024, Scheme Cost- 207019.00 **2)** From the house of Narayan Jana towards house of Rabibdranath Dolai , NIT -11/ 15th FC/NIT/BGP /2024, Scheme Cost- 209354.00 **3)** From the GIT Sluice towards Brajaballavpur Sub Center -2 , NIT -14/ 15th FC/NIT/BGP /2024, Scheme Cost- 209990.00 **4)** From the house of Shaktipada Mondal towards house of Sukesh Chandra Gayen , NIT -15/ 15th FC/NIT/BGP /2024, Scheme Cost- 209990.00

Last Date & Time of Submitting of Bid Documents & Earnest Money for Sl No 1-3 is : 18/01/2024 11-00 a.m.
For details Pradhan Mob-9593018053 Up Pradhan Mob-7407741092/brajaballavpurgrampanchayaet @gmail.com

NIQ No. SFDC/MD/NIQ-02(e)/2023-24
SFDC Ltd. invites e-Quotation for the work **"Supply, installation and mooring of 01 batteries of HMW-HDPE modular cage for fish culture at Kumari reservoir in the district of Bankura"**. Last date of (online) bid submission on **16/01/2024 at 3.00 p.m.** and date of opening technical bid on **18/01/2023 at 3.00 p.m**. For details please visit our website - **www.wbsfdcltd.com** or **https://wbtenders.gov.in**

NIT No. SFDC/MD/NIT-35(e)/2023-24 & SFDC/MD/NIT-36(e)/2023-24
SFDC Ltd. invites e-tender for the work **"(i) Construction of brick paved road at Purba Bardhaman & Paschim Medinipur and (ii) Repairing of restaurant & toilet block at Freserganj"**. Bid submission end date on **(i) 17/01/2024 & (ii) 09/01/2024 up to 4.00 p.m.** Technical Bid opening date on **(i) 19/01/2024 & (ii) 11/01/2024 at 4.00 p.m.** respectively. For details please visit our website - **www.wbsfdcltd.com** or **https://wbtenders.gov.in**

NIT Memo no.: 10/ E.O./ Bishnupur-II dated 04/01/2024 & 37/Bish-II dated 04/01/2024
Tender is hereby invited for (1 no work under 5th. S.F.C. Fund and 2 nos work under SSM) from Bonafide and resourceful contractors having 40% credential on total estimated cost. Contractors having experience in a single work order within last 5 years will be eligible to apply.
Details will be available from the Office of the undersigned during office hours on all working day.
Sd/- Block Development Officer
Bishnupur-I Development Block
South 24 Parganas

Khanakul-I Gram Panchayat
Khanakul, Hooghly
Notice Inviting e-Tender
Tenderer are invited by the undersigned for 14 nos work Vide **NIT No.: 905/Khanakul-I GP/5th SFC/2023 & 906/Khanakul-I GP/15th CFC/2023, Date: 28/12/2023, (e-Tender ID: 2023_ZPHD_632819 & 2023_ZPHD_632876).** Last Date of Submission of Tender Paper **11.01.2024.** Intending bidders may Contact at the office of the undersigned & also details are available in Websites: **http://wbtenders.gov.in**
Sd/-
Pradhan
Khanakul-I Gram Panchayat

Durgapur Municipal Corporation
City Centre, Durgapur - 713216, Dist.- Paschim Bardhaman
E-TENDER NOTICE
1) Name of the Work: Construction of Concrete Road from Swapan Ghosh House to Banshi Ghosh House at Ispat Pally within Ward No.- 04, under DMC.
e-Tender No. : WBDMC/COMM/PW/NIT-343/23-24
Tender ID : 2024_MAD_636856_1 • Estimated Amount : Rs. 4,72,360/-
2) Name of the Work: Construction of Water Canopy with Ring Well at Harshabardhan Kanishka Central Durgapuja Committee, within Ward No.- 09, under DMC.
e-Tender No. : WBDMC/COMM/WS/NIT-138/23-24 (2nd Call)
Tender ID : 2024_MAD_636681_1 • Estimated Amount : Rs. 3,07,764/-
3) Name of the Work: Construction of a Bhog Ghar with CGI Sheet at back side of Durga Mandir at Harshabardhan Road within Ward No.- 09, under DMC.
e-Tender No. : WBDMC/COMM/PW/NIT-344/23-24
Tender ID : 2024_MAD_636887_1 • Estimated Amount : Rs. 4,02,597/-
Last Date : 17th January 2024, up to 3:00 pm
4) Name of the Work: Repairing of ICDS Centre at J K Paul Lane Sasan Pukur and Dhunera Plot opposite Lokenath Mandir, within Ward No.- 15, under DMC.
e-Tender No. : WBDMC/COMM/PW/NIT-346/23-24
Tender ID : 2024_MAD_636975_1 • Estimated Amount : Rs. 2,13,582/-
5) Name of the Work: Construction of Concrete Platform and Painting of Mandir in Annesa Co. Op, within Ward No.- 14, under DMC.
e-Tender No. : WBDMC/COMM/PW/NIT-347/23-24
Tender ID : 2024_MAD_637035_1 • Estimated Amount : Rs. 2,37,868/-
6) Name of the Work: Improvement of Earthen Platform by Paver Block fixing in front FCI Flyover within Ward No.- 28, under DMC.
e-Tender No. : WBDMC/COMM/PW/NIT-345/23-24
Tender ID : 2024_MAD_636920_1 • Estimated Amount : Rs. 2,94,131/-
Last Date : 18th January 2024, up to 5:00 pm
7) Name of the Work: Construction of Concrete Pavment and few portion Drain at Kanishka Falharini Kalimandir, within Ward No.- 09, under DMC.
e-Tender No. : WBDMC/COMM/PW/NIT-302/23-24 (2nd Call)
Tender ID : 2024_MAD_637722_1 • Estimated Amount : Rs. 3,12,655/-
8) Name of the Work: Repairing of B.T Road at Kabi Jasimuddin Path City Centre, within Ward No.- 22, under DMC.
e-Tender No. : WBDMC/COMM/PW/NIT-287/23-24 (2nd Call)
Tender ID : 2024_MAD_637811_1 • Estimated Amount : Rs. 1,55,871/-
Last Date : 20th January 2024, up to 5:00 pm
For details : **wbtenders.gov.in**
Sd/-
Executive Engineer, M.E.DTE, Govt. Of W.B., Posted at DMC

TENDER NOTICE
E Tender is invited through online Bid System vide **NIeT 10/ Rampara-II GP/2023-24,** With Vide Memo No. **7/Ram-II Dated:-03-01-2024,** The Last date for online submission of tender is **20/01/2024 upto 09.00 A.M.**
For details please visit website:- **htpp://wbtenders.gov.in**
Sd/-, Prodhan
Rampara-II Gram Panchayat

TENDER NOTICE
E Tender is invited through online Bid System vide **NIeT No: - 01/2ND CALL/ANDUL-II GP/2023-24 & 02/2ND CALL/ANDUL-II GP/2023-24** With Vide Memo No. **26/Andul-II GP/2023-24 & 27/Andul-II GP/2023-24 Dated: - 04-01-2024,** The Last date for online submission of tender is **20/01/2024 upto 10.00 A.M.**
For details please visit website: - **htpp://wbtenders.gov.in**
Sd/-, Prodhan
Andulberia-II Gram Panchayat

মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতা
ভারতের রাষ্ট্রপতির তরফে **ডেপুটি চিফ ইলেকট্রিকাল ইঞ্জিনিয়ার/এম/ ব্লুলাইন,** মেট্রো রেলওয়ে, ৩৩/১, জে.এল.নেহরু রোড, কলকাতা–৭০০ ০৭১ নিম্নলিখিত কাজের জন্য টেন্ডার আহ্বান করছেনঃ **কাজের নামঃ** মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতার টানেল অংশে কেবেল ব্যবস্থাপনার কাজ। **বিজ্ঞাপিত মূল্যঃ** ১৯,৩৫,৮১০.২১ টাকা, **বন্ধের তারিখ এবং সময়ঃ** ২৪.০১.২০২৪ তারিখ বিকেল ৩টে (ভারতীয় প্রমাণ সময়)। **নোটিস বোর্ডের ঠিকানাঃ** উপরে উল্লিখিত ঠিকানায় প্রিন্সিপাল চিফ ইলেকট্রিকাল ইঞ্জিনিয়ারের অফিস। **ওয়েবসাইট বিবরণঃ https://www.ireps.gov.in**
টেন্ডার নংঃ ইএলএম_১০২_সিএবিএইচজিআর_তাং ২৯–১২–২৩
আমাদের অনুসরণ করুন: /metrorailwaykol /metrorailkolkata

নন্দকুমারপুর গ্রাম পঞ্চায়েত
নন্দকুমারপুর, মথুরাপুর-২ পঞ্চায়েত সমিতি
e-Mail Id- nandakumarpurgp09@gmail.com
নন্দকুমারপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের পক্ষে প্রধান এলাকার রাস্তার এবং নলকূপের বিভিন্ন কাজের জন্য (15th FC Tied & United Fund & 5th SFC United Fund) থেকে দরপত্র আহ্বান করেছেন।
NIT NO - NKPURGP/ 15th FC / ROAD /E-NIT-74/2023-24, Date- 02/01/2024 & NIT NO- NKPURGP/15th FC/TUBEWELL/E-NIT-75/2023-24, Date- 02/01/2024, NIT NO - NKPURGP/ 5th SFC / ROAD /E-NIT-76/2023-24, Date- 02/01/2024, Closing Date-18/01/2024, Opening Date 23/01/2024, Time- 11.00 P.M, Online Tender সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য জানার জন্য **www.wbtenders.gov.in** যোগাযোগ করুন।
ধন্যবাদান্তে, প্রধান
নন্দকুমারপুর গ্রাম পঞ্চায়েত

হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন
৪, মহাত্মা গান্ধি রোড, হাওড়া - ৭১১১০১
ফোন ০৩৩ ২৬৩৮ ৩২১১/১২/১৩ ফ্যাক্স ০৩৩ ২৬৪১ ০৮৩০ **www.myhmc.in**
WB-HMC/NIT/ED/19/EE-II/23-24 তারিখ : ০৩.০১.২০২৪
ই-টেন্ডার নোটিশ
এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার (রোডস), **এইচএমসি-হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন এলাকার অধীন সিমেন্ট কংক্রিট দ্বারা বিভিন্ন সড়কের উন্নয়ন** নিমিত্ত প্রখ্যাত, সঙ্গতিপন্ন, এবং প্রতিষ্ঠিত, সংশ্লিষ্ট একই ধরণের কাজে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ঠিকাদারদের কাছ থেকে নির্ধারিত ফর্মে ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন। সংশ্লিষ্ট বিস্তারিত তথ্যাদি পাওয়া যাবে ই-টেন্ডার নোটিশ এবং সংশ্লিষ্ট ইই-২/বিভাগীয় **https://wbtenders.gov.in** থেকে। **টেন্ডার (অনলাইনে) দাখিলের শেষ তারিখ : ১৯.০১.২০২৪ সন্ধে ৬টা পর্যন্ত।** এইচএমসি কর্তৃপক্ষ কোনও কারণ না দেখিয়েই যেকোনও আবেদন গ্রহণ বা বাতিলের অধিকার রাখেন।
২৩৮(৩)/২৩-২৪
৪.১.২৪
এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার
হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন

খড়গপুর ডিভিসনে স্টেশন টিকিট বুকিং এজেন্ট (এসটিবিএ)-এর স্বত্বপ্রদান
নং ঃ সিওএম/জি৩০/এসটিবিএ/করেস/পিটি। **তারিখ ঃ ০৩.০১.২০২৪**
ভারতের রাষ্ট্রপতির তরফে সিনিয়র ডিভিসনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে, খড়গপুর নিম্নলিখিত তালিকা অনুযায়ী খড়গপুর ডিভিসনে নিম্নোক্ত স্টেশনগুলিতে স্টেশন টিকিট বুকিং এজেন্ট-এর স্বত্বপ্রদানের জন্য আবেদন আহ্বান করছেন। খড়গপুর ডিভিসনে ০২ (দুই)টি স্টেশনে অর্থাৎ (১) সারদিয়া ও (২) নারায়ণগড়-এ স্টেশনে টিকিট বুকিং এজেন্ট-এর স্বত্বপ্রদান নিম্নরূপ ঃ

ক্র.স.	স্টেশনে	ক্যাটিগরি	অবস্থানের কোড
১	সারদিয়া (এসইউএ)	এনএসজি-৬	এসইউএ-১
২	নারায়ণগড় (এনওয়াইএ)	এনএসজি-৬	এনওয়াইএ-১

জমার তারিখ ঃ ২৯.০১.২০২৪ সকাল ১০টা থেকে দুপুর ৩টা। **খোলার তারিখঃ** ২৯.০১.২০২৪ দুপুর ৩.৩০ মিনিট। **স্থান ঃ** সিনিয়ার ডিভিসনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার-এর অফিস/খড়গপুর। যোগ্যতার শর্তাবলী, অবস্থান, আবেদনের বয়ান ও অন্যান্য বিবরণ ওয়েবসাইট **www.ser.indianrailways.gov.in**-এ পাওয়া যাবে। এই টেন্ডার সম্পর্কিত কোন প্রশ্ন থাকলে যে কোনো কাজের দিন কাজের সময়ে সিনি. ডিসিএম-এর অফিস, খড়গপুর থেকে জানা যাবে। **বি.দ্র.ঃ** উল্লেখ্য যে জমার তারিখে/টেন্ডার বাক্স খোলার তারিখে যদি রাজ্য প্রশাসনের কোন নির্দেশের কারণে সাধারণ জনজীবন ব্যাহত হয়, তবে তা স্থগিত থাকবে। সেক্ষেত্রে জমার তারিখ/টেন্ডার বাক্স খোলার তারিখ পরবর্তী স্বাভাবিক কাজের দিনে পুনর্নির্ধারিত হবে।
(PR-993) **সিনিয়র ডিভিসনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, খড়গপুর**
দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে রেল পরিষেবা

Memari-II Panchayat Samity
Paharhati, Purba Bardhaman
e-Tender Notice
e-Tender is invited vide **NIT No.: 63/2023-24 & Memo No.: 09, Date: 04.01.2024,** for **06 nos. scheme** under Memari-II Panchayat Samity. Documents download/sell end date (Online) for Bid Submission up to **20.01.2024** for detail information please contact with Memari-II PS office notice board/SAE Section and go through e-Tender site **www.wbtenders.gov.in**
Sd/-
Executive Officer,
Memari-II Panchayat Samity

Office of the
DEBIPUR GRAM PANCHAYAT
Jalangi, Murshidabad
Notice Inviting e-Tender No.-08/5th CFC/DEBGP/2023-24, vide Memo No-361/DGP/(En)/(3)/DGP, Date-29-12-2023
Sl. No. Particular's, Date & Time-
1) Date of Publishing of NIT Documents (online)- 01/01/2024 from 10.00 Hrs.
2) documents Download /Sell Start Date (online)- 01/01/2024 from 10.00 Hrs.
3) Date of Start of Submission of Technical & Financial Bid- 01/01/2024 from 10.00 Hrs.
4) Date of closing of submission of Technical Bid & Financial (online) & last date of submission of EMD (online)- 18/01/2024 upto 11.00 Hrs.
5) Bid opening date & time for Technical bid (online)- 22/01/2024 at 12.00 Hrs.
* All time Fixed as per online sever time.
Sd/-, Prodhan
Debipur Gram Panchayat,
Murshidabd

Mallickpur Gram Panchayet
Mallickpur, Baruipur, South 24 Parganas
Notice Inviting e-Tender
E-Tender is invited from Reputed, Bonafied Tenderer for 24 Nos. scheme vide **NIT No: 05/MGP/23-24, 06/MGP/23-24 & 07/MGP/23-24, Date:03.01.2024** under 5th SFC Tied, Untied & SBM. Documents Downloaded/Sale & Bid Submission Start date- **04.01.2024 from 11:00 am** and Closing date (Online) : **18.01.2024 upto 11:00 am.** Tender opening date (Online) : 20.01.2024 at 11.00 am. For detailed information visit **www.wbtenders.gov.in Tender id : 2024_ZPHD_637449_(1to8), 2024_ZPHD_637428_(1to7) & 2024_ZPHD_636947_(1to9)** & also available at undersigned G.P. Office.
Sd/-
Prodhan
Mallickpur Gram Panchayat

BOLPUR MUNICIPALITY
Bolpur, Birbhum
N.I.T. No.- (i) WBMAD/ULB/BM/PW/15th Finance Grant/N.I.T.-16/2023-24
Memo No. 2724/BM/2023-24 Dated 02.01.2024
Name of the Work- (1) Construction of CC Road Ward No. 2 (2) Improvement B.M. Road Ward No. 06 (3) Repairing of B.T. Road in Ward No. 15 (4) Construction of Chat Puja Ghat in Ward No. 18 (5) Fitting & fixing of Openable grill frame structures in Ward No. 19 under Bolpur Municipality. Last Date of Submission 24.01.2024. For details see Bolpur Municipality Notice Board & Website : **www.bolpurmunicipality.org**
Sd/-
Chairman
Bolpur Municipality

ভারত জিততেই টেস্ট বিশ্বকাপের পয়েন্ট তালিকায় বিরাট বদল

নিজস্ব প্রতিবেদন: সেঞ্চুরিয়ন টেস্টে হেরে গিয়ে বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের পয়েন্ট তালিকায় কিছুটা নীচে নেমে গিয়েছিল ভারত। কেপ টাউনে ঐতিহাসিক টেস্ট জয়ের পর আবার শীর্ষস্থান ফিরে পেল তারা। দক্ষিণ আফ্রিকা শীর্ষস্থান থেকে নেমে গেল দুয়ে। কেপ টাউনে জেতার পরে গুরুত্বপূর্ণ ১২ পয়েন্ট পেল ভারত। সেটাই তাদের শীর্ষস্থানে তুলে দিয়েছে।

সেঞ্চুরিয়ন টেস্টে হেরে গিয়ে বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের পয়েন্ট তালিকায় কিছুটা নীচে নেমে গিয়েছিল ভারত। কেপ টাউনে ঐতিহাসিক টেস্ট জয়ের পর আবার শীর্ষস্থান ফিরে পেল তারা। দক্ষিণ আফ্রিকা শীর্ষস্থান থেকে নেমে গেল দুয়ে। কেপ টাউনে জেতার পরে গুরুত্বপূর্ণ ১২ পয়েন্ট পেল ভারত। সেটাই তাদের শীর্ষস্থানে তুলে দিয়েছে।

বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের পয়েন্টের নিয়ম হল, ম্যাচ জিতলে পাওয়া যাবে ১২ পয়েন্ট। ড্র বা টাই হলে ৪ পয়েন্ট করে পাবে দু'টি দল। হারলে কোনও পয়েন্ট নেই। তবে পয়েন্ট নয় এই প্রতিযোগিতায় লিগ তালিকায় গুরুত্ব পায় মোট পয়েন্টের প্রাপ্ত শতাংশ। কোনও দল যদি চারটি ম্যাচ জেতে, তাহলে প্রতি ম্যাচে ১২ পয়েন্ট করে ৪৮ পয়েন্ট পাওয়ার কথা। যদি পুরো পয়েন্ট পায় তাহলে সেই দল পাবে ১০০ শতাংশ পয়েন্ট। একটি মাত্র ম্যাচ জিতলে ৪৮ পয়েন্টের মধ্যে ১২ পয়েন্ট পাওয়ায় সেই পয়েন্ট শতাংশের ভিত্তিতে ক্রমতালিকায় জায়গা পাবে ওই দল। ৪৮-এর মধ্যে ১২ পয়েন্ট মানে ২৫ শতাংশ পয়েন্ট।

ভারত বনাম দক্ষিণ আফ্রিকার দ্বিতীয় টেস্ট বলের নিরিখে সবচেয়ে কম। ফলে এটি বিশ্বরেকর্ড। ভেঙে গিয়েছে ৯২ বছরের পুরনো একটি রেকর্ড।

১০৭ ওভারে খেল খতম!

সব থেকে কম বলে টেস্ট জেতার বিশ্বরেকর্ড করল রোহিতের ভারত

নিজস্ব প্রতিবেদন: বৃহস্পতিবার ভারত বনাম দক্ষিণ আফ্রিকার দ্বিতীয় টেস্ট শেষ হয়ে গেল মাত্র দেড় দিনেই। এ দিন চা-বিরতির আগেই লক্ষ্যমাত্রার ৭৯ রান তুলে জিতে যায় ভারত। সেই ম্যাচেই দেখা গেল বিশ্বরেকর্ড। ফয়সালা হয়েছে এমন কোনও ম্যাচ বলের নিরিখে সবচেয়ে কম সময়ে শেষ হল। ভেঙে গেল ৯২ বছর পুরনো রেকর্ড।

ভারত বনাম দক্ষিণ আফ্রিকার এই ম্যাচ হয়েছে মাত্র ১০৭ ওভারে। অর্থাৎ ৬৪২টি বল খেলা হয়েছে। এর আগের রেকর্ড ছিল ১৯৩২ সালে অস্ট্রেলিয়া বনাম দক্ষিণ আফ্রিকার ম্যাচে। সেই ম্যাচটি শেষ হয়েছিল ১০৯.২ ওভার বা ৬৫৬ বলে। তালিকায় তৃতীয় স্থানে রয়েছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ বনাম ইংল্যান্ডের ম্যাচ। ১৯৩৫ সালে সেই ম্যাচটি টিকেছিল ১১২ ওভার বা ৬৭২ বল। এর পরে দু'টি অ্যাশেজের ম্যাচ রয়েছে। দু'টি ১৮৮৮ সালের। প্রথম ক্ষেত্রে অগস্ট মাসে ইংল্যান্ড জিতেছিল। সেই ম্যাচ ৭৮৮ বল খেলা হয়েছিল। তার ঠিক আগে জুলাই মাসে একটি ম্যাচে অস্ট্রেলিয়া হারিয়েছিল ইংল্যান্ডকে। সেই ম্যাচটি হয়েছিল ৭৯২ বলের।বুধবার টেস্টের প্রথম দিনেই পড়ে গিয়েছিল ২৩টি উইকেট। মহম্মদ সিরাজের ৬ উইকেটের দাপটে ৫৫ রানে শেষ হয়ে যায় দক্ষিণ আফ্রিকা। পরে ভারতও ১৫৩ রানে অলআউট হয়ে যায়। প্রথম দিনের খেলা শেষ হওয়ার আগে দক্ষিণ আফ্রিকারও তিনটি উইকেট পড়ে যায়। পরের দিন, অর্থাৎ বৃহস্পতিবার সকালে দক্ষিণ আফ্রিকার সাত উইকেট পড়ে মধ্যাহ্নভোজের আগেই। তার পরে রান তাড়া করতে নেমে ভারত রান তুলে নেয় ৩ উইকেট হারিয়ে।

'পিচ নিয়ে আইসিসি দ্বিচারিতা করে', জেতার পরেই মাথা গরম হয়ে গেল রোহিত শর্মার

নিজস্ব প্রতিবেদন: কেপ টাউনে টেস্ট জেতায় ভারতীয় শিবিরে খুশির রেশ। তার মাঝেই আইসিসি-র সমালোচনায় মুখর হলেন রোহিত শর্মা। ভারতের অধিনায়ক সরব হয়েছেন আইসিসি-র দ্বিচারিতা নিয়ে। কেপ টাউনের পিচ নিয়ে ক্ষিপ্ত তিনি। রোহিতের দাবি, ভারতের পিচে বল প্রথম দিন থেকে স্পিন করলে অনেক কথা বলা হয়। কিন্তু অন্য দেশে বল প্রথম দিন থেকে গতির স্বর্গ হয়ে উঠলে তখন কথা ওঠে না কেন? আইসিসি-কে চোখ-কান খোলা রাখার পরামর্শ দিয়েছেন ভারতের অধিনায়ক।

ম্যাচের পর সাংবাদিক বৈঠকে রোহিত বলেছেন, তএই টেস্টে কী হয়েছে আমরা সবাই দেখেছি। কী ভাবে পিচ আচরণ করেছে তা-ও দেখা গিয়েছে। এ ধরনের পিচে খেলতে আমার কোনও সমস্যা নেই। যত ক্ষণ না ভারতের পিচ নিয়ে কেউ কোনও কথা বলবে। ভারতের পিচ নিয়ে বেশি কথা বলা যাবে না।

রোহিতের সংযোজন, তদক্ষিণ আফ্রিকায় সবাই টেস্ট খেলতে আসে নিজের ক্ষমতা পরীক্ষা করার জন্য। এখানে খেলা ভয়ঙ্কর, কঠিন এমনই বলা হয়। তা হলে ভারতে গেলেও খেলা কঠিন হতে পারে। দেখুন, আমরা টেস্ট খেলতে গিয়ে শুধু খেলাটা নিয়েই কথা বলি। টেস্ট ফরম্যাট নাকি সবার উপরে, এমন কথাও শোনা যায়। তা হলে সেই কথার পাশে দাঁড়ানোটাও দরকার।

ভারতের পিচের সমর্থন করতে গিয়ে রোহিত বলেছেন, অদি টেস্ট খেলতে গেলে নতুন চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে হয়, তা হলে এগিয়ে এসে সেটাকে সামলানোর দক্ষতা থাকা দরকার। ভারতেও সেটাই করতে হয়। কিন্তু আমি দেখেছি ভারতে প্রথম দিন থেকে বল ঘোরা শুরু করলেই লোকে বলতে শুরু করে, 'ধুলো ভরা পিচ, ধুলো ভরা পিচ!' দক্ষিণ আফ্রিকার এ ধরনের পিচেও তো অনেক খেলা হয়। মানুষের চোখে সেটা পড়ে না কেন?

গত বছর বিশ্বকাপের বেশ কিছু ম্যাচের পিচের মান ভাল হয়নি বলে জানিয়েছিল আইসিসি। এমনকি ফাইনালের পিচের রেটিংও গড়পড়তার নীচে বলে জানিয়েছিল তারা। এ প্রসঙ্গে রোহিত সমালোচনা করেছেন ম্যাচ রেফারিদেরও। তিনি বলেছেন, তযেখানেই আপনারা যান না কেন, নিরপেক্ষ থাকাই উচিত। বিশেষত ম্যাচ রেফারিদের। পিচের রেটিং কেমন হওয়া উচিত তা নিয়ে ম্যাচ রেফারিদের আরও নজর দেওয়া উচিত। এখনও বিশ্বাস হয় না যে বিশ্বকাপ ফাইনালের পিচের রেটিং গড়পড়তার নীচে ছিল। সেই ম্যাচে একজন ব্যাটার শতরান করেছে। তা হলে কী করে সেটা খারাপ পিচ হতে পারে?

একটু থেমে রোহিতের সংযোজন, তআইসিসি এবং ম্যাচ রেফারিদের আমি বলতে চাই, আপনারা যা দেখছেন তার বিচারে পিচের রেটিং দিন। কোন দেশের পিচে সেটা দেখে রেটিং দেবে। এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আশা করি ওঁরা নিজেদের চোখ-কান খোলা রাখবেন এবং খেলার এই দিকটাও যত্ন নিয়ে দেখবেন। সত্যি বলতে, আমার কোনও পিচেই খেলতে সমস্যা নেই। আমরা বরং এই পিচে খেলা নিয়ে গর্ববোধ করি। কিন্তু বাকিদেরও নিরপেক্ষ থাকতে হবে।

ঐতিহাসিক টেস্ট জয়ের জার্সি রাখলেন নিজের কাছে, বিপক্ষ নেতাকে বিরাট উপহার দিলেন পুরনো জার্সি

নিজস্ব প্রতিবেদন: দক্ষিণ আফ্রিকার ডিন এলগারের বিদায়ী টেস্ট ছিল কেপ টাউনে। ভারত সেই ম্যাচ ৭ উইকেটে জিতলেও এলগারকে সম্মান জানাতে ভোলেনি। বিরাট কোহলি নিজের হাতে তাঁকে জার্সি তুলে দেন। পুরস্কার বিতরণীর মঞ্চে রোহিত শর্মাকে দেখা যায় ভারতীয় দলের দলের ক্রিকেটারদের সই করা জার্সি এলগারের হাতে তুলে দিতে। তবে ভারতীয় দল যে জার্সি দিয়েছে, তাতে স্পনসরের লোগো ছিল লাল রঙের। এই টেস্টে বিরাটেরা খেলেছেন নীল রঙের লোগো পরে। এলগারকে এই টেস্টের জার্সি দেয়নি ভারত।

প্রতিপক্ষ ব্যাটারকে সম্মান জানাতে বিরাট মাঠেও উৎসব করতে চাননি। দক্ষিণ আফ্রিকার প্রাক্তন অধিনায়ক ১২ বছর ধরে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট খেলছেন। ৮৬ টেস্টে ৫৩৪৭ রান করেছেন এলগার। রয়েছে ১৪টি টেস্ট শতরান। টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটের যুগে এলগার মগ্ন ছিলেন লাল বলের ক্রিকেটে। দক্ষিণ আফ্রিকার হয়ে সাদা বলের ক্রিকেট খেলেছেন মাত্র আটটি। তবে টি-টোয়েন্টি নয়, সেগুলি ছিল ৫০ ওভারের ম্যাচ। লাল বলের ক্রিকেট থেকে এলগার বিদায় নেওয়ায় তাঁকে আর কখনও দক্ষিণ আফ্রিকার জার্সিতে দেখা যাবে না। ভারতীয় দল তাই এলগারকে নিজেদের সই করা জার্সি দিয়ে সম্মান জানাল।

ম্যাচে মুকেশ কুমারের বল এলগারের ব্যাটের কানায় লেগে স্লিপে বিরাটের হাতে জমা পড়তেই উল্লাসে ফেটে পড়েছিলেন ভারতীয় দর্শকেরা। যদিও যিনি ক্যাচ ধরেছিলেন, সেই বিরাট চুপ। স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে কোনও উল্লাস করেননি তিনি। দর্শকদেরও নিষেধ করেছিলেন। উল্টে মাথা ঝুঁকিয়ে এলগারকে কুর্নিশ করছিলেন বিরাট।

প্রথম দিনেই ২৩ উইকেট

ভারতের ইনিংস দেখাই হল না সচিনের, বিমান থেকে নেমে দেখলেন সব শেষ!

নিজস্ব প্রতিবেদন: ভারত বনাম দক্ষিণ আফ্রিকার দ্বিতীয় টেস্টের প্রথম দিনে পড়েছে ২৩টি উইকেট। দক্ষিণ আফ্রিকার ইনিংস দু'ঘণ্টায় শেষ হলে ভারতের ইনিংস শেষ হয়েছে তিন ঘণ্টায়। এক দিনেই টেস্টের পরিণতি দেখে অবাক অনেকে। তবে দিনের সেরা মন্তব্যটি করেছেন সচিন তেন্ডুলকর।

আগে ব্যাট করতে নেমে মহম্মদ সিরাজের ৬ উইকেটের দাপটে দক্ষিণ আফ্রিকা শেষ হয়ে যায় ৫৫ রানে। জবাবে ভারতের ইনিংস শেষ হয় ১৫৩ রানে। দ্বিতীয় ইনিংসে ব্যাট করতে নেমেও ৩ উইকেট হারায় দক্ষিণ আফ্রিকা।

এই নিয়েই বুধবার রাতের দিকে সচিন একটি মজার টুইট করেন। লেখেন, ত২৪-এর ক্রিকেট শুরু হল এক দিনে ২৩ উইকেটের পতন দিয়ে। সত্যিই বিশ্বাস করা যায় না! দক্ষিণ আফ্রিকা যখন অলআউট হয়েছিল তখন আমি বিমান ধরেছিলাম। এখন বাড়ি ফিরে টিভিতে দেখছি দক্ষিণ আফ্রিকা ৩ উইকেট হারিয়েছে। তা হলে কী দেখতে পেলাম না? সচিনের এই টুইটের উত্তরে ভক্তরাও পাল্টা মজা করেছেন।

দক্ষিণ আফ্রিকার মাটিতে এই প্রথম এক দিনে এত উইকেট পড়ল। টেস্টের প্রথম দিনে সবচেয়ে বেশি ২৫টি উইকেট পড়ার নজির রয়েছে ১৯০২ সালে। অস্ট্রেলিয়া বনাম ইংল্যান্ডের একটি টেস্ট ম্যাচে। এ ছাড়া, প্রথম দেশ হিসেবে ভারত শূন্য রানে ছ'টি উইকেট হারিয়েছে।

জোকোভিচের হার, জয় নাদালের, অস্ট্রেলিয়ান ওপেনের ১০ দিন আগে ভিন্ন ছবি দুই তারকার

নিজস্ব প্রতিবেদন: এক জন ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন। আরও একটি গ্র্যান্ড স্ল্যাম জেতার স্বপ্ন দেখছেন। অন্য জন চোটের কারণে প্রায় এক বছর কোর্টের বাইরে ছিলেন। অস্ট্রেলিয়ান ওপেনে ফেরার চেষ্টা করছেন তিনি। কিন্তু অস্ট্রেলিয়ান ওপেনের ১০ দিন আগে ভিন্ন ছবি দেখা গেল। নোভাক জোকোভিচ হারলেন। জিতলেন রাফায়েল নাদাল। ইউনাইটেড কাপের কোয়ার্টার ফাইনালে অস্ট্রেলিয়ার অ্যালেক্স ডি'মিনরের কাছে স্ট্রেট সেটে (৪-৬, ৪-৬) হেরেছেন জোকোভিচ। সার্বিয়াকে ২-০ ব্যবধানে হারিয়েছে অস্ট্রেলিয়া। চেক প্রজাতন্ত্রের বিরুদ্ধে জিতে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে খেলতে নেমেছিল সার্বিয়া। সেই ম্যাচে নিজের কব্জিতে চোট পান জোকোভিচ। সেই চোট ডি'মিনরের বিরুদ্ধে খেলার সময়ও ভোগায় জোকোভিচকে। দু'টি সেটেই একটি গেমে জোকোভিচের সার্ভিস ভাঙেন অস্ট্রেলিয়ার টেনিস খেলোয়াড়। সেখানেই ম্যাচ হারতে হয় তাঁকে।

২০১৮ সালে শেষ বার অস্ট্রেলিয়ায় হেরেছিলেন জোকোভিচ। তার পর থেকে টানা ৪৩টি ম্যাচ জিতেছিলেন তিনি। এই সময়ের মধ্যে অস্ট্রেলিয়ায় ১০টি প্রতিযোগিতা জিতেছিলেন তিনি। কিন্তু এ বার তাঁকে থামতে হল।

অন্য দিকে ব্রিসবেন ইন্টারন্যাশনালে পর পর দু'টি ম্যাচ জিতলেন নাদাল। প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালে অস্ট্রেলিয়ার জেসন কুবলারকে স্ট্রেট সেটে (৬-১, ৬-২) হারালেন নাদাল। ধীরে ধীরে নিজের ছন্দ ফিরে পাচ্ছেন নাদাল। ম্যাচে চারটি এস মেরেছেন তিনি। নিজের প্রথম সার্ভিসের ৮০ শতাংশ জিতেছেন। ম্যাচে ছ'টি ব্রেক পয়েন্ট পান নাদাল। তার মধ্যে চারটি জেতেন তিনি। নাদালের প্রতিপক্ষও চারটি ব্রেক পয়েন্ট পেয়েছিলেন। কিন্তু একটিও কাজে লাগাতে পারেননি তিনি।

মেয়াদ মাত্র ৮৩ দিন! মানতে পারছেন না ছাঁটাই হওয়া কোচ ওয়েন রুনি

নিজস্ব প্রতিবেদন: গত বছর অক্টোবরে ওয়েন রুনি দায়িত্ব নিয়েছিলেন বার্মিংহ্যাম সিটির। দায়িত্ব নেওয়ার পরের পাঁচটি ম্যাচের মধ্যে চারটিতেই হেরে গিয়েছিল দল। মত ১৫টি ম্যাচে দলের কোচ হিসাবে ছিলেন রুনি। তার মধ্যে ন'টিতেই হেরে যায়। এর পরেই ছেঁটে ফেলা হয় রুনিকে। কিন্তু এই সিদ্ধান্ত মানতে পারছেন না ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেডে খেলা প্রাক্তন ফুটবলার। চাকরি হারানোর পর ক্লাবের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে সমাজমাধ্যমে লিখলেন রুনি। তিনি লেখেন, তফুটবল এমন একটা খেলা, যেখানে ফলাফলটাই আসল। সেটা হয়নি। কিন্তু এক জন ম্যানেজারের সময় প্রয়োজন। আমি বিশ্বাস করি না, ১৩ সপ্তাহ যথেষ্ট ছিল।

নতুন সিদ্ধান্তে শ্রীলঙ্কার ক্রিকেটে ইতিহাস

নিজস্ব প্রতিবেদন: বিশ্বকাপের ব্যর্থতা কাটিয়ে সামনে এগোতে মরিয়া শ্রীলঙ্কা। পরবর্তী সফরের আগে দলের খোলনলচে বদলে দিল সে দেশের ক্রিকেট বোর্ড। তিনটি ফরম্যাটেই আলাদা আলাদা অধিনায়ককে নিয়োগ করা হল। জুম্বাবোয়ে এবং আফগানিস্তান সফরের আগে নতুন অধিনায়কদের দায়িত্বে দেখা যাবে। এই প্রথম প্রতিটি ফরম্যাটে আলাদা আলাদা অধিনায়ককে দায়িত্ব দিল শ্রীলঙ্কা।

টেস্ট দলের অধিনায়ক হয়েছেন অভিজ্ঞ ক্রিকেটার ধনঞ্জয় ডি'সিলভা। টেস্টে সাম্প্রতিক কালে শ্রীলঙ্কার ফলাফল একেবারেই ভাল নয়। নতুন কৌশল এবং দলের মধ্যে নতুন শক্তি আনার জন্য তাঁকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। শ্রীলঙ্কার প্রধান নির্বাচক উপুল থরঙ্গা বলেছেন, তআমি হয়তো তিনটে ফরম্যাটেই একজন অধিনায়ক চাইতাম। কিন্তু হাতে যে ক্রিকেটারেরা রয়েছে তাদের নিয়ে সেটা অসম্ভব।

শ্রীলঙ্কার এক দিনের দলের নেতৃত্ব দেওয়া হয়েছে কুশল মেন্ডিসকে। বিশ্বকাপের ব্যর্থতার পর দলকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার দায়িত্ব চাপছে তাঁর কাঁধেই। টি-টোয়েন্টিতে অধিনায়ক হয়েছেন ওয়ানিন্দু হাসরঙ্গ। এই ফরম্যাটে তারুণ্যে জোর দিতে চেয়েছে শ্রীলঙ্কা। তাই হাসরঙ্গের মতো বিশ্বের বিভিন্ন টি-টোয়েন্টি লিগের জনপ্রিয় ক্রিকেটারকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। দ্রুত সিদ্ধান্ত নেওয়া এবং নতুন নতুন কৌশল আনতে পারদর্শী হাসরঙ্গ।

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে **কৃষ্ণানন্দ সিং** কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত। **RNI No. WBBEN/2006/17404,** ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**